উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,২৯৩.৬০ (-১০১৮.২০)

নিফটি : ২৩,০৭১.৮০ (-৩০৯.৮০)

কৃত্রিম মেধায় মোদির সংশয়

প্রশংসা করেও সতর্ক বার্তা নরেন্দ্র মোদির। কৃত্রিম মেধা সমাজে বদল আনলেও এর বেলাগাম ব্যবহারে চাকরি হারানোর শঙ্কা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ▸▸ ১০

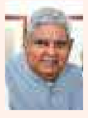

ধনকরের ইচ্ছে

বিধানসভায় বিশেষ ভাষণ দিতে চান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে রাজ্য সরকার। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৮°	২৭°
সর্বনিম্ন	১২°	১০°	১১°	১২°

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বাদ বুমরাহ ▸▸ ১২

শিলিগুড়ি ২৯ মাঘ ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 12 February 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 264

একটু পুণ্যের আশায়

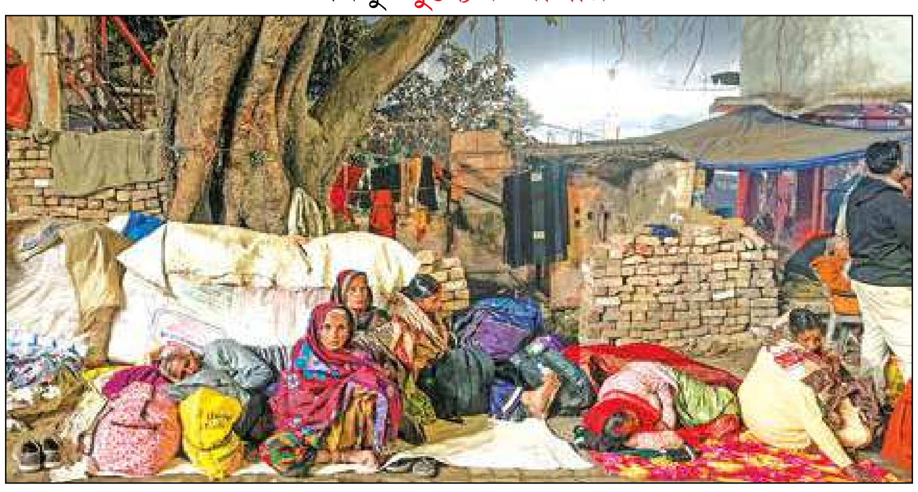

বুধবার কুম্ভে শাহি স্নান। তার আগে রাস্তায় রাতযাপন পুণ্যার্থীদের। প্রয়াগে মঙ্গলবার। -পিটিআই

নয়া ভবনে রহস্য

পুরোনো স্কুলের জায়গা দখলে ছক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মূল রাস্তা থেকে অনেকটা ভিতরে আস্ত একটি ভবন। সদ্য পড়েছে নীল-সাদা রংয়ের প্রলেপ। ভবনটির সামনে বড় বড় করে লেখা 'চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল'। অথচ ওই ভবন থেকে ২০০ মিটার দূরে মূল রাস্তার পাশেই রয়েছে 'আসল' স্কুলটি। সেখানেই চলছে পঠনপাঠন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে, পড়াশোনার অসুবিধার জন্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর বোধহয় নতুন ভবনটি তৈরি করে দিয়েছে। না, ভুলটা এখানেই। কে বা কারা স্কুলটিকে রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ মিটার ভেতরে তৈরি করে দিল, তা শিক্ষা দপ্তরের কেউই জানে না। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের বক্তব্য, 'ওই স্কুল ভবনটি কেউ আমাদের দান করছে বলে শুনেছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

আশ্চর্যের বিষয় হল, যে জমিতে ভবনটি তৈরি হচ্ছে, সেটি এসজেডিএ-র। নির্মীয়মাণ ওই ভবনটি ভেঙে ফেলার জন্য গত ১৭ জানুয়ারি একটি নোটিশও করেছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। সাতদিনের মধ্যে সেটি ভাঙতে বলা হয়েছিল। তারপর মাসখানেক হতে চললেও ভবনে আঁচ লাগেনি এতটুকু। বরং আরও জোরকদমে চলছে নির্মাণকাজ।

নির্মীয়মাণ এই ভবনটি নিয়েই যত বিতর্ক।

কেউ জানে না

- মূল রাস্তার পাশে বর্তমানে স্কুল ভবন রয়েছে
- ওই জায়গাটি দখল করার ছক কষছে প্রোমোটার
- মূল রাস্তা থেকে ভেতরে তৈরি করা হয়েছে নতুন স্কুল ভবন
- শিক্ষা দপ্তরের কেউ নতুন ভবনের কথা জানেই না

এসজেডিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেড়েকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলছেন, 'একটা স্কুল ভবন তৈরি হয়ে গেল, অথচ কেউ জানে না এটা হতে পারে না। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

এরপর আটের পাতায়

বিদ্যুতে ফের ঢাকার ভরসা আদানি

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: শিল্পের যেমন রং নেই, চাহিদার তেমনই। মুনাফার লক্ষ্যে শিল্প সংস্থা যে কারও হাত ধরতে পারে। চাহিদা থাকলে বৈরিতার তোয়াক্কা করে না। বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা তেমনই। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকলেও বিদ্যুতের জন্য শেষপর্যন্ত আদানি গোষ্ঠীর দুয়ারে ঢাকা। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ২০১৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী আবার ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছে গৌতম আদানির সংস্থাকে।

গত অগাস্টে সরকারে পালাবদলের পর ওই চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, ওই চুক্তিতে অনেক অনিয়ম আছে। যে অভিযোগের জেরে বাংলাদেশ হাইকোর্ট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তদন্ত করছে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি।

এরপর আটের পাতায়

সামাজিক প্রকল্প ও ডিএ বৃদ্ধির আশা

স্বরূপ বিশ্বাস ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে চমক থাকবে কি? সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানোর আভাস আগেই দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাথাপিছু ভাতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই বৃদ্ধি অন্য সামাজিক প্রকল্পেও হওয়ার বার্তা পাওয়া গেল পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথায়।

বাজেট পেশের আগের দিন মঙ্গলবার নবান্নে এই বর্ষীয়ান মন্ত্রী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছেন। তাই উনি সবসময় নিজেকে মাটির কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করেন। সমাজের সবথেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক দিক থেকে নির্ভরশীল করার লক্ষ্য আমরা ২০১১ সাল থেকে নিয়েছি। এবারও ব্যতিক্রম হবে না।'

আজ রাজ্য বাজেট

সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষাবন্ধু, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও নতুন নিয়োগের ঘোষণাও বাজেট প্রস্তাবে থাকতে পারে। বুধবার বিকেলে বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় বাজেটকে টেক্কা দিতে রাজ্য সরকার বাজেটে উপহারের ডালি প্রস্তুত বলে নিশ্চিত।

এরপর আটের পাতায়

সাজ্জাকের এনকাউন্টারে প্রশ্নে পুলিশ

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : অক্ষয় কুমার অভিনীত 'জলি এলএলবি-২' ছবিটি মনে পড়ে? পুলিশের সাজানো এনকাউন্টারের চিত্রনাট্যটি সর্বসমক্ষে ফাঁস করেছিলেন ছবির নায়ক জলি (অক্ষয়)। পাঞ্জিপাড়া কাণ্ডে মৃত সাজ্জাক আলমের 'এনকাউন্টারের' ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তার সঙ্গে সিনেমার চিত্রনাট্যের অনেক মিল। সেই রিপোর্টে পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

গত ১৮ জানুয়ারি 'এনকাউন্টারের' পর করণদিঘি থানার ছোট সোহার গ্রামে সাজ্জাকের বাড়িতে গিয়েছিল এপিডিআরের প্রতিনিধি দল। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশ তিনদিন ধরে সাজ্জাককে খুঁজেছে। সেই ৭২ ঘণ্টা পরিবারের সদস্যদের থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। যদিও কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি পুলিশ।

তারপর সাজ্জাকের দেহ নিয়ে আসা হলে পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে ৭২ ঘণ্টা থানায় আটকে রাখা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ বলে উল্লেখ করে পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনি আটকের মামলা রুজু করার দাবি তুলেছে মানবাধিকার সংগঠন।

রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, ময়নাতদন্তের পর সাজ্জাকের ভাই খরতুজ চিকিৎসকদের মধ্যে কথোপকথন শুনে ফেলেন। মৃতদেহের গলায় দাগ রয়েছে বলে চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। তারপর তড়িঘড়ি দেহ কবর দিয়ে দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ

এরপর আটের পাতায়

ঘন কুয়াশায় সেতুর ওপর থেকে কোনাকুনি প্রায় ১০০ মিটার দূরে ধাবমান সাজ্জাককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। তিনটে গুলি একেবারে মোক্ষম জায়গায় গিয়ে লাগে। এটা বিশ্বাস করছে না এপিডিআর।

সন্দেহ যেখানে

- সাজ্জাক ওই এলাকাতেই ঘাপটি মেরে ছিল
- এত ফোর্স নিয়ে তাকে ধরতে কেন তিনদিন সময় লাগল
- কেনই বা দেহ তড়িঘড়ি কবর দেওয়া হল

এডিশন স্পেশাল

বামনহাটে অল্পের জন্য রক্ষা ইন্টারসিটির

▸▸ তিনের পাতায়

এনবিএসটিসি-তে কর্মীসংকট, কাজ অবসরের পরও

▸▸ আটের পাতায়

নতুন বছর, নতুন আশা

আমাদের পুঁজি পাঠকের ভালোবাসা

মূক-ভালোবাসার এক যুগ

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মুখে কথা নেই, কানে সাড়া নেই। পদে পদে বাধার জীবনে একদিন হঠাৎই দুজনের চোখে চোখ। আর তারপরই জীবনবদল। ভালোবাসা যেন এক লহমাতেই সেদিন সবকিছু বদলে দিল। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির মানস ভট্টাচার্য ও অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ের রত্না সরকার আজকাল খুবই সুখী দম্পতি। প্রায় এক যুগ পূর্ণ হতে চলা তাঁদের দাম্পত্য জীবন সবাইকে ইতিবাচকভাবে বাঁচার রসদ জোগাচ্ছে।

পলাশবাড়ির বিধানপল্লির মানস ওরফে মানু জন্মসূত্রে মূক ও বধির। উদ্বিগ্ন বাবা-মা তাঁকে বহরমপুরের মূক ও বধিরদের এক স্কুলে পড়ান। সেখান থেকে মাধ্যমিক পাশ। তারপর চাকরির চেষ্টা। কিন্তু বিধি বাম। সরকারি চাকরি জোটেনি। মানু পরবর্তীতে বিশেষভাবে সক্ষমদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ২০১২ সাল। সেই বছর সেই সংগঠনের শিলিগুড়িতে এক সম্মেলন ছিল। অন্যান্য রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষমরাও সেই সম্মেলনে শামিল হয়েছিলেন। কথায় বলে, জীবন কোনও না কোনও দিন সুযোগ দেবেই। মানুকেও দিল। আর এই সূত্রেই জন্মসূত্রে মূক ও বধির অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ের রত্না সরকার সেই সম্মেলনে হাজির হলেন। তারপর? হঠাৎ একে অপরের দিকে তাকানো। হালকা হাসির সূত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু। কিশোর কুমারের গাওয়া 'এক পলকের একটু দেখা আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কী?'– সেই যেন সেদিন মানস ও রত্না নীরবে গেয়ে উঠেছিলেন। প্রেম ছাঁদনাতলায় গড়াল। ২০১৩ সালে সংসার শুরু। বছর চল্লিশের মানসের বাবা পাঁচ বছর আগে মারা যান। স্বাভাবিক এক ভাই ছিলেন। তিনিও মারা গিয়েছেন। মানস, রত্না ও তাঁদের দুই মেয়েকে নিয়ে মানুর মা উমাদেবীর এখন ভরা সংসার। ছেলে আর পুত্রবধূর বোঝাপড়া নিয়ে পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ওই প্রৌঢ়ার খুবই গর্ব, 'এক যুগের দাম্পত্য জীবনে ওদের মধ্যে কোনওদিন অশান্তি দেখিনি।'

এরপর আটের পাতায়

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ আলিপুরদুয়ারের এমনই এক অন্য কাহিনী

বন্ধন।। দুই মেয়েকে নিয়ে মানস ও রত্না। পলাশবাড়িতে।

আজ টিভিতে

মিত্তির বাড়িতে এল ভালোবাসার মরশুম।
মিত্তির বাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ যুগাবতার লোকনাথ, ১০.০০ দাদার আদেশ, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.৩০ শিবাজি, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু, ১.০০ ছোটদের ছবি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বিরোধ, বিকেল ৩.০০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.০০ বাবা তারকনাথ, রাত ৯.৩০ দোলনচাঁপা, ১২.০০ থানা থেকে আসছি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কিশমিশ, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ হারজিত, রাত ১০.১৫ অরুন্ধতী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শিল্পান্তর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

জি সিনেমা : বেলা ১১.০১ স্যামি-টু, দুপুর ১.৫৫ সিম্বা, বিকেল ৫.০৯ শূরবীর, সন্ধে ৭.৫৫ ক্র্যাক, রাত ১০.৪১ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

অ্যান্ড পিকচার্স :সকাল ১০.৩০ জানোয়ার, দুপুর ১.৫৫ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৪৮ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.২২ ধমাল

সোনি ম্যাক্স এইচডি : দুপুর ১.১৫ ফিরঙ্গি, বিকেল ৪.১৫ প্যায়ার কিয়া নেহি জাতা, রাত ৯.৪৫ বাধভা রাসকেল

সোনি পিক্স : দুপুর ১.০৩ এজ অফ টুমরো, ২.৫৯ দ্য রেইড-টু, সন্ধে ৬.৪৭ জুমানজি-ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, রাত ৯.০০ লন্ডন হ্যাজ ফলেন, রাত ১০.৪৬ ইনফিনিট স্ট্রর্ম

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫০ ইনটু দ্য ব্লু, বিকেল ৩.৩৫ লোগান, ৫.৪৫ আইস এজ, সন্ধে ৭.০০ নাইট অ্যান্ড ডে, রাত ৮.৪৫ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, ১০.৫০ অ্যানাকোন্ডা

হারজিৎ সন্ধে ৭.৩০
জলসা মুভিজ

মিশন মজনু রাত ৯.০০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ
রাত ৮.৪৫ **মুভিজ নাউ**

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

W.B.C.A.D.C
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST. DARJEELING
E-Tender Notice No. 12/2024-25 dt. 10.02.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for Supply of Floating Fish Feed at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY Programme.
Quantity : 9.16 MT.
The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website **www.wb.tenders gov.in** before quoting their rates from 12/02/2025

Sd/-
Officer-In-Charge, Ph : 0353-2571404

ARMY PUBLIC SCHOOL BINNAGURI
SELECTION OF TEACHERS & STAFF
(LOCAL SCREENING BOARD (LSB)

Army Public School Binnaguri requires **PGTs** (Psychology, Physical Education, Mathematics), **TGTs** (Science, Mathematics, Hindi & Counselor), **PRTs, Special Educator, PET(Physical Education), Band Master (Pipe Band), Skill Development Teacher (Cert in AI, Coding etc), Receptionist, Martial Arts: Karate/ Taekwondo etc (Part Time), Swimming Coach(Part Time) and PGT (Biology against lien vacancy)** on an Adhoc / Contractual basis.

Candidates must send filled-up Application Form alongwith a non-refundable DD (in favour of Army Public School Binnaguri, payable at SBI Binnaguri Cantt) for Rs. 250/- (DD from SBI only) is required to be submitted to the Principal, APS Binnaguri P.O. Binnaguri Cantt, Dist Jalpaiguri -735232 by 03 Mar 2025. Application Form is available in the School Website. For Qualitative Requirement & other details, candidates are requested to visit our school website **www.apsbinnaguri.org** Shortlisted candidates will be called for interview.

For further details please Contact- **03563-259446** /
E-mail: **apsbng.vacancy@gmail.com**.

BPM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
P.O- K. K. BARI, COOCHBEHAR
WALK – IN – INTERVIEW

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar invites eligible candidates to appear for a walk-in-interview in the Vidyalaya premises on **20-02-2025 for PGTs (Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Hindi and English) and TGTs (Sanskrit, English, Social Studies, Mathematics, Science, Computer Instructor) & 21-02-2025 for PRTs, Balvatika Teacher, Games Coach, Dance Coach, Counselor, Special Educator and Nurse** at 08:00 AM to prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely contractual basis for the Session 2025-26 as per schedule and visit https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in/ for more details, eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photocopies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interview.

Principal

পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান রেলের

কোচবিহার, ১১ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ট্রেনগুলিতে পাচার বাড়ছে। তবে রেলও সতর্ক রয়েছে। জানুয়ারি মাসে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকার বেশি পাচার সামগ্রী উদ্ধার করেছে। ১৯ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এছাড়া অভিযান চালানোর সময়ে ১৫ জন টিকিটের দালালকেও আরপিএফ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে ৩ লক্ষ টাকার ১৩০টি রেলের টিকিট উদ্ধার হয়েছে।

এনএফআর সূত্রে খবর, ২৩ জানুয়ারি গুয়াহাটি আরপিএফ ও নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো যৌথ অভিযান চালায়। গুয়াহাটি রেলস্টেশনে ১২০৬৮ ডাউন জন শতাব্দী এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়ে এক মহিলার থেকে ৭২ লক্ষ টাকা মূল্যে ৩৬০ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়াও ৭ জানুয়ারি শিলিগুড়ির আরপিএফ টিম এবং এনজেপির সিআইবি টিম যৌথ অভিযান চালিয়ে দার্জিলিংয়ের একটি ট্রাভেল এজেন্সি থেকে ৫৫ হাজার ৭৭৯ টাকা মূল্যের ৯টি অব্যবহৃত ও ১৩টি ব্যবহৃত ই-টিকিট উদ্ধার করে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, 'আমরা ট্রেনে পাচার রুখতে বদ্ধপরিকর।'

কাটিহারে ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_এসপিওআরটিএস_২৯_২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৭-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ইএল_এসপিওআরটিএস_২৯_২৪-২৫, কাজের নাম ঃ কাটিহারে ঃ কাটিহারে ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন করা। টেন্ডার মূল্যঃ ২০,৫৪,০৩২.১ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪১,১০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডাংতল পাওয়ার হাউসে ২টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ০৭-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনে- বিজি-III সেকশনে ডাংতল পাওয়ার হাউসে ২টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং এলটি/এইচটি ওএইচ এবং সাব-স্টেশনগুলির পুনঃশক্তিবৃদ্ধি। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৫৪,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৩-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম চিন্তে মানুষের সেবায়

---

e-Tenders

e-tenders are invited for:
Minor Repair & Renovation for the construction of NRC at Kalimpong District Hospital, GTA (Tender ID : 2025_HFW_814510_1) (Last Date: 18.02.2025) within 05:00 PM. For details visit: www.wbtenders.gov.in. The CMOH Office, Kalimpong, Email: cmohkalimpong1@gmail.com

Sd/-
CMOH &member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय रायगंज बिएसएफ गोविन्दपुर
PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj (BSF) Govindpur

NOTICE- WALK IN INTERVIEW

Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA RAIGANJ BSF GOVINDPUR, for preparation of panel of teachers/ coaches etc. purely on part time contractual basis for the session 2025-26. Details of Date, Time & Posts are given below:-

Date	Subject	Venue & Time of Interview
18.02.2025 (Tuesday)	**PGT-** English, Hindi, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science **TGT-** Science, Social Science, Sanskrit, Mathematics and English **Primary Teachers** **Miscellaneous Posts:** Computer Instructor, Yoga Instructor, Music Coach, Special Educator and Nurse.	PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj, BSF Govindpur P.O : Mirual, Distt: Uttar Dinajpur, West Bengal, PIN : 733130

Details of qualification, criteria, application form etc. are available on https://govindpurbsf.kvs.ac.in. The eligible candidates willing to appear for the interview are requested to register by filling Registration form and report to the Vidyalaya for interview on the stipulated date at 8:00 A.M. along with all original documents and a set of Photo copy of the same. Reporting time at venue: by 8.00 A.M. on 18.02.2025 (TUESDAY). Interview may be cancelled or rescheduled due to any inevitable reason only. Please visit the official website of PM SHRI KV RAIGANJ BSF GOVINDPUR regularly for further update.

PRINCIPAL
PM SHRI KV RAIGANJ BSF GOVINDPUR

KENDRIYA VIDYALAYA
BSF RANINAGAR
P.O.: Patkata, Distt.: Jalpaiguri, WB, PIN- 735133

Interview for Panel of Contractual Teachers

Required Part-time teachers purely on contractual basis for preparing panel for the session 2025-26 for various posts like PGTs' (English, Computer Sc., Economics, Geography), TGTs' (Science, English, Maths, Sanskrit and Computer Instructor) and post of PRTs', Vocational Coaches (Games & Sports, Art & Craft), Special educator & counselor. Interview will be conducted on 18.02.2025 and 19.02.2025 respectively at KV BSF Raninagar premises. Interested and eligible candidates may apply their application online through our website till 16.02.2025. For detailed information please visit the school website **https://bsfraninagar.kvs.ac.in/**

PRINCIPAL I/C

NOTICE
Contractual Engagement Under Mid-Day-Meal Section

Applications are invited from eligible candidates for engagement to the post of 'Data Entry Operator' [On Contract basis] under Mid-Day-Meal Section, Office of the District Magistrate, Cooch Behar. May visit **www.coochbehar.gov.in** for details [Employment Notice No. 01/MDM/CBR dated 10.02.2025].

Sd/-
Additional District Magistrate (MDM)
Cooch Behar

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১২২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ ঃ ০৭-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ৪০-এপি-II-২০২৪ (দুটি প্যাকেট)। কাজের নাম ঃ "শামুকতলা রোড-ফকিরাগ্রাম জং. (ইউপি)- পিএসআর সরানো"। টেন্ডার মূল্যঃ ১৪,৩৩,৬৪,১৪১.২১ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৮,৬৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিলচরে কলোনি পথ এবং স্টেশনের সমীপবর্তী পথের মেরামত

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসসিএল/ইএনজিজি/১৮ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৭-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/বদরপুর ঘাট অধিক্ষেত্রের অধীনে বদরপুর জংশন, লালাবাজার, শিলচর, চন্দ্রনাথপুর, হিলারা, শালচাপ্রা এবং কাটাখাল জংশনে কলোনি পথ এবং স্টেশনের সমীপবর্তী পথের মেরামত। টেন্ডার রাশিঃ ১,৮০,৬৭,৩৫৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

-ঃ লিগ্যাল নোটিশ ঃ-

উল্লেখ্য যে আমার পিতা- মৃত জগন্নাথ সিং, মাতা- মৃত রাধে সিং, নিবাস- বিকাশ নগর, পোস্ট- শালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি নিবাসী ব্যক্তি বিগত 21/03/1975 তারিখে মারা যান, তাঁহার ওয়ারিশ বর্তমানে রাজমনী সিং রায় ওরফে রাজমনি রায় এবং নবীন সিং রায়, ওরফে নবীন রায় (বর্তমানে মৃত)। নবীন সিং রায়, ওরফে নবীন রায়-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশগণ যথাক্রমে- ১) সঞ্জয় রায়, ২) অঞ্জনা শাক্লা ওরফে অঞ্জনা শুক্লা, ৩) বিন্দু সিংহ, ৪) প্রিয়াঙ্কা কুমারী শুক্লা ওরফে প্রিয়াঙ্কা কুমারী, এবং ৫) গৌতম রায়, এই ৫ (পাঁচ) জন সহ রাজমনী সিং রায় ওরফে রাজমনি রায় নিম্নলিখিত সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে মালিক।

-ঃ সম্পত্তির বিবরণ ঃ-

জেলা- জলপাইগুড়ি, মৌজা- ডাবগ্রাম, জে.এল. নম্বর- ২ আর.এস. সিট নম্বর- ৩ আর.এস. খতিয়ান নম্বর- ৮১, আর.এস. প্লট নম্বর- ৭৭, ৮০, ৮৩/২৫৬, ৮৯/২৬০, ৮০/২৪২, ৮৩/২৪৭, ৮৩/২৪৮, ৮৩/২৫০, এই খতিয়ানের আংশিক মালিক ছিলেন আমার স্বর্গত পিতা- জগন্নাথ সিং। আমরা উক্ত বংশের আইনত উত্তরাধিকারী এবং এই বিষয়ে যদি কাহারও কোনও প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই নোটিশের প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহ নথিপত্র যোগে ডাবগ্রাম- ১-এর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোস্ট- শালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, ব্লক- রাজগঞ্জ, জেলা- জলপাইগুড়ি অফিসে এবং রাজমনী সিং রায়'এর বাসস্থান, বিকাশনগর, পোস্ট- শালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, এই ঠিকানায় আপত্তি দাখিল করুন।

Sd/- Sajjad Hossain
Advocate,
Jalpaiguri District Court, Jal.
Ph : 9153217134

অ্যাফিডেভিট

আমি Budha Tamang Vill+P.O. Lanka Para Tea Garden, P.S Birpara, Dist-Alipurduar, Pin-735228 আমার মেয়ের স্কুল Certificate এ ভুল থাকায় গত 30.01.2025 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার নাম Budha Tamang এবং Buddha Tamang একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম এবং আমার মেয়ের নাম Bandana Tamang এবং Bandhana Tamang একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলো। (B/S)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB632013 0912329 dt. 23.10.2013 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10-02-25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Sahir Mia এবং Sachir Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Aakkaj Ali, ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/113200)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সেবক রোডে শপিং মল/ হোটেলের জন্য গার্ড লাগবে। ডিউটি 8/12 ঘণ্টা, বেতন 12,500 - 16,000/-, PF, ESI, বোনাস, মাসে ছুটি। H- 5'-5"-5'-7", - 9933119446. (C/114999)

•

Male staff for Siliguri. Bike & DL must. Time 10-8. Salary 8k. (M) 9476296580. (C/114838)

•

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে। বেতন ১২,০০০+(pf, esi) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 9775539686. (C/114839)

WANTED

150 bedded Hospital at Siliguri, urgent requirement Dietician- Minimum 2 year experience. (Fresher's may apply). Apply at sroyrad@gmail.com, hr@anandaloke.com (C/114837)

TEACHERS REQUIRED

A renowned school in Malda requires experienced educators for the following; positions - Psychology, Chemistry, Economics, Mathematics, History, Hindi & Bengali alsc for Primary & pre-primary section. Mail your CV within seven days.
Email address : recruitment@umschools.edu.in (M-ED)

কিডনি চাই

'O'+ কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। 9475649485/9832421579. (C/114707)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিন
এনসিসি বিশেষ প্রবেশ যোজনা ৫৮তম পাঠ্যক্রম (অক্টো ২০২৫)
শর্ট সার্ভিস কমিশন (এনটি) পুরুষ ও মহিলাদের
জন্য (সেনাকর্মীদের যুদ্ধে হতাহতের পোষ্য সহ)
বৈশিষ্ট্য
(নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদি সাধারণ সচেতনার জন্য)
(পাঠ্যক্রম বিজ্ঞপ্তি www.joinindianarmy.nic.in এ প্রকাশিত হয়েছে সেটি উপরোক্ত প্রবেশ বিষয় বিস্তারিত তথ্যের জন্য উল্লেখ করতে হবে।

ক্যাটিগোরি	বিবরণ
প্রবেশের ধরন	এনসিসি বিশেষ প্রবেশ যোজনা-৫৮ তম পাঠ্যক্রম শর্ট সার্ভিস কমিশন (এনটি) পুরুষ ও মহিলা (সেনাকর্মীদের যুদ্ধে হতাহতদের পোষ্য)
খোলা আছে	অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত মহিলা (স্নাতক)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ন্যূনতম ৫০% মোট নম্বর ডিগ্রি এবং ন্যূনতম এনসিসির 'সি' সার্টিফিকেট পরীক্ষায় 'বি' গ্রেড
বয়স	০১ জুলাই ২০২৫'এতে ১৯ থেকে ২৫ বছর
ডাক্তারি মান	www.joinindianarmy.nic.in-এ দেওয়া হয়েছে
বাছাই প্রক্রিয়া	দরখাস্ত>বাছাই>এসএসবি>ডাক্তারি>মেধা তালিকা>যোগদানের চিঠি
এসএসবি-র জন্য বাছাইয়ের তারিখ (গ্র্যাজুয়েট শতাংশ কাট অফ ভিত্তিক)	আনুমানিক এপ্রিল ২০২৫'এর প্রথম সপ্তাহ
এসএসবি-র সম্ভাব্য মেয়াদ এবং তারিখসমূহ	মে/জুন ২০২৫ এতে পাঁচ দিন (এসএসবি তারিখসমূহের পছন্দ এপ্রিলের ১৫ দিন খোলা)
প্রাক-কমিশন ট্রেনিং অ্যাকাডেমি	অফিসার ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, চেন্নাই
প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৪৯ সপ্তাহ
প্রশিক্ষণের সময় ভাতা	প্রতি মাসে টাঃ ৫৬,১০০/-
প্রশিক্ষণের পর পদ	লেফটেন্যান্ট
কমিশনের পর বেতন	সিটিসি অনুমিত- ১৭-১৮ লক্ষ টাকা প্রতি বছর (নিঃশুল্ক মেডিকেল ও বছরে একবার নিজের শহরে ভ্রমণ বহির্ভূত
কমিশনের ধরন	শর্ট সার্ভিস কমিশন
ন্যূনতম চাকরির চুক্তির মেয়াদ	১০ বছর
সর্বোচ্চ চাকরির চুক্তির মেয়াদ	১৪ বছর
মুক্তির বিকল্প	প্রথম - চাকরির ০৫ বছর পর, দ্বিতীয় - চাকরির ১০ বছর পর, তৃতীয় - চাকরির ১৪ বছর পর
স্থায়ী কমিশনের বিকল্প	১০ বছর পর
কমিশনের প্রাইমারি আর্মস/সার্ভিস	আইএ-র সমস্ত আর্মস ও সার্ভিসেস
মুক্তির সুবিধাদি	মুক্তির সময়ের উপর নির্ভর করছে

CBC 10601/11/0061/2425

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর আজ পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **বৃষ** : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। **মিথুন** : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। প্রেমে শুভ। **কর্কট** : অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর খারাপ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। **সিংহ** : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। **কন্যা** : অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদকে সবাই সমর্থন জানাবে। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। **তুলা** : মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা চললেও চিকিৎসায় সুফল মিলবে। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃশ্চিক** : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটবে। বন্ধুর সঙ্গে অকারণে মনোমালিন্য। **ধনু** : নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। **মকর** : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা বাড়বে। **কুম্ভ** : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মীন** : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন। আজ খুব সাবধানে চলাফেলা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৩ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৯ মাঘ, সংবৎ ১৫ মাঘ সুদি, ১৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৫।২৭। বুধবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৭।৯। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ৭।৩৫। সৌভাগ্যযোগ দিবা ৮।৩৭। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৩ গতে ববকরণ রাত্রি ৭।৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৭।৩৫ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৭।৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৯।৪ গতে ১০।২৮ মধ্যেও ১১।৫২ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৪ গতে ৪।৪১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।২৭ গতে রাত্রি ৭।৩ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। রাত্রি ৭।৯ মধ্যে মাঘীপূর্ণিমা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।১৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গত বছরের শেষ দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর ফের একবার দুর্ঘটনা ঘটল উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলবার সকালে বামনহাট স্টেশনে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বগিতে ধাক্কা মারে ইঞ্জিন। এদিকে, চলন্ত ট্রেনের সুরক্ষা বাড়াতে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের ফোন ব্যবহারে কড়া অবস্থান উত্তর-পূর্ব রেলের।

অল্পের জন্য রক্ষা ইন্টারসিটির

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ফের রেল দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার বামনহাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। ওই ট্রেনেরই ইঞ্জিন ঘোরানো চলছিল। সেসময় ওই ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের একটি বগিতে সজোরে ধাক্কা মারে ইঞ্জিনটি। ২ শিশু সহ মোট ৬ জন আহত হন। তারপর বিকেল ৩টা নাগাদ শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় ট্রেনটি।

রেল পুলিশ আহতদের স্থানীয় বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়ে। দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে রেলযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় যথেষ্ট। যাত্রীসুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বামনহাটের বাসিন্দা মানিক পাল ক্ষোভ উগরে বলেন, 'এই স্টেশনের উপর দিনহাটা-২ ব্লকের প্রচুর মানুষ নির্ভরশীল। আজ বরাতজোরে প্রাণহানি হয়নি। কিন্তু এই ঘটনা রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। কেন এমন হল তার কারণ খোঁজা দরকার। তা না হলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

রেল পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'শান্টিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত দুই কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

ক্ষতিগ্রস্ত বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের কামরা। বামনহাটে।

কী করে ঘটল দুর্ঘটনা? স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীরা জানালেন, এদিন সকাল ৯টা নাগাদ বামনহাট স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। ওই ট্রেনের ইঞ্জিন ঘোরানোর সময়ই ঘটে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইঞ্জিনটি ওই ট্রেনেরই একটি বগিতে ধাক্কা মারে। বগিটির কয়েকটি দরজা ও জলের ট্যাংক ভেঙে যায়। পাশাপাশি ইঞ্জিন সংলগ্ন একাধিক বগির যাত্রীরা ছিটকে পড়েন।

ওই ট্রেনের যাত্রী বিমল চক্রবর্তী বলেন, 'প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিলাম সেসময়ই দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ভয় পেয়ে যাই।' কোচবিহার যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর ঘোষ। তাঁর কথায়, 'আজ যা দেখলাম তাতে ট্রেনে চাপতে ভরসা পাচ্ছি না। এটা কোনও নিছক ঘটনা নয়। যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার। পাশাপাশি আহতদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা উচিত।'

বামনহাট স্টেশন থেকে কয়েকটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পাশাপাশি শিয়ালদাগামী উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করে। এমন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী নিরপত্তায় ঢিলেমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন মহল। বামনহাট রেল উন্নয়ন দাবি সমিতির তরফে শুভঙ্কর ভাদুড়ি বললেন, 'রেল দুর্ঘটনায় অনেক সময়ই স্থানীয় বাসিন্দা ও দুষ্কৃতীদের ওপর দায় চাপানো হয়। এদিনের ঘটনার দায় কার? যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত।'

ট্রেন চালানোর সময় মোবাইল নিষিদ্ধ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : দুর্ঘটনা এড়াতে ও যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেন চালানোর সময় লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই নির্দেশ অমান্য করে মোবাইলে কথা বললে তা চিহ্নিত করার জন্য 'কল ডিটেলস রেকর্ড' নামে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও থাকছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে আলিপুরদুয়ার থেকে ডুয়ার্স রুট ও কোচবিহার-জলপাইগুড়ি রোড হয়ে এনজেপির মধ্যে প্রথম এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। তবে, নতুন নিয়মে ট্রেনের চালকদের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, মোবাইল ব্যবহারে নির্দেশিকা চালু হওয়ায় লোকো এবং সহকারী লোকো পাইলটদের ট্রেন পরিচালনা অনেক সহজ হবে। যাত্রা শুরুর সময় থেকে যাত্রা শেষ হওয়া পর্যন্ত মোবাইল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। এতে চালকদের মনঃসংযোগ ভঙ্গ হবে না। যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। কোনও পাইলটের জন্য কোনও জরুরি ফোন এলে আমরাই সেই চালকের কাছে খবর পাঠাব। ট্রেনে ওঠার সময় লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের সঙ্গে ক'টি মোবাইল আছে সেটা চেকিং করেই ইঞ্জিনে উঠতে দেওয়া হবে।

ট্রেন চালানোর সময় লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলটরা পালা করে মোবাইল ফোন অন রেখে কথা বলেন, এমন অভিযোগ রেল কর্তৃপক্ষ আগেই পেয়েছিল। কিন্তু আগে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করেও কিছু মিলত। চালকদের একাংশ কল রেজিস্টার থেকে নম্বর মুছে ফেলছিলেন বলে অভিযোগ। তাছাড়া ম্যানুয়াল ব্যবস্থায় এই চেকিং করতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যেত। এই সমস্যা মেটাতে এবার লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল নম্বরগুলি 'কল ডিটেইলস রেকর্ড' সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে কেউ চলন্ত ট্রেনে মোবাইল অন করে কথা বলে কল ডিটেইলস ডিলিট করে দিলেও তা ধরা পড়ে যাবে রেকর্ড সিস্টেমে। রেলের নির্দেশিকা ভঙ্গ করলে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন।

রেলের পদক্ষেপ

- দুর্ঘটনা এড়াতে চলন্ত ট্রেনে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা
- লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটকে মানতে হবে এই নির্দেশ
- নির্দেশ অমান্য করলে 'কল ডিটেইলস রেকর্ড' প্রযুক্তিতে তা নথিভুক্ত থাকবে
- উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন রুটে প্রথম এই প্রযুক্তি শুরু করা হল

চালকদের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকলেও ওয়াকি-টকি ও রেলের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই চালকরা সমস্ত সংকেত এবং প্রয়োজনীয় বার্তা পেয়ে যাবেন। প্রশ্ন উঠেছে, কোনও লোকো বা সহকারী লোকো পাইলট চাইলে নথিভুক্ত ফোন নম্বরটি ছাড়াও অন্য কোনও ফোন সঙ্গে রাখলে এবং সেই ফোনে কথা বললে তা কীভাবে কর্তৃপক্ষ নজরদারি করবে? তাছাড়া মোবাইল বন্ধ রাখলে চালকের সঙ্গে তাঁর পরিবার জরুরি প্রয়োজনেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবে না। এটা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও মনে করছেন চালকদের একাংশ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের বিভাগীয় আহ্বায়ক যোগিন্দর সিং বলেন, 'রেলের সুরক্ষার স্বার্থে চলন্ত ট্রেনে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলটদের মোবাইল বন্ধ রাখার নির্দেশের পক্ষেই আমরা সায় দিয়েছি। কিন্তু যেখানে ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবে সেখানকার রানিং রুমে গিয়ে লোকো ও সহকারী লোকো পাইলট যাতে মোবাইল অন করে কারও সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন, সেই সুবিধা আমরা কর্তৃপক্ষকে দিতে বলেছি।'

বঙ্গের প্রশংসায় অসম

মাদারিহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : কখনও আর্থমুভার নিয়ে হাতির দিকে তেড়ে যাওয়া, আবার কখনও চিতাবাঘের লেজ ধরে টানাটানি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ আর বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। অথচ প্রতিবেশী রাজ্য অসমের বনকর্মীদের মুখে শোনা গেল এরাজ্যের বনকর্মীদের সম্পর্কে প্রশংসার কথাই। তাঁরা বলছেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত রোধে অসমের থেকে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই এগিয়ে।

মঙ্গলবার মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসে অসমের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জলদাপাড়ার বনকর্মীদের বৈঠক হয়। অসমের বনকর্মীদের সঙ্গে এসেছিলেন আরণ্যক নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও। সেখানেই দু'রাজ্যের বনকর্মীদের কাজের পদ্ধতি থেকে শুরু করে বুনোর হামলার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিবেশী রাজ্যে সেই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটাই কম। আবার এরাজ্যে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে কারও মৃত্যু হলে পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হয়। অসমে সেই সুবিধা নেই। তা নিয়ে সেরাজ্যে জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভও রয়েছে। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বললেন, 'অসমে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ঘটনা এখানকার থেকেও বেশি।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং : এসডিএইচ-পার্সেল-৩৯। নিলামকারী কর্তৃপক্ষ : সিনিয়র ডিসিএম/শিয়ালদহ। নিলাম শুরু (সকল লটের) : ২৫.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১:০০টা। নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় : ২৫.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। অটো এক্সটেনশন জোন: ১২০ সেকেন্ড, অটো এক্সটেনশন ডিউরেশন : ১২০ সেকেন্ড, প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ : ৩০ মিনিট, ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের মধ্যবর্তী বিরাম সময় : ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন : ১০ বার। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি : স্বয়ংক্রিয় (অটো)। আরপি প্রদর্শন - হবে না। আরপি-র চেয়ে কমে পারমিট বিড - হাঁ। বিবরণ : এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক কামরায়) (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এবি/১-এর জন্য)। এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা/দিন, বন্ধের তারিখ ও সময় নিম্নরূপ : এএ/১, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএইচ-এমএলডিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৫.০২.২০২৫, ১১.৩০ ঘ., এএ/২, ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ২৫.০২.২০২৫, ১১.৪০ ঘ., এএ/৩, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১- কেওএএ-এএসআর-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৫.০২.২০২৫, ১১.৫০ ঘ., এএ/৪, ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ২৫.০২.২০২৫, ১২.০০ ঘ., এএ/৫, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৪, ২৫.০২.২০২৫, ১২.১০ ঘ., এএ/৬, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৪, ২৫.০২.২০২৫, ১২.২০ ঘ., এএ/৭, ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ২৫.০২.২০২৫, ১২.৩০ ঘ., এএ/৮, ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৫.০২.২০২৫, ১২.৪০ ঘ., এএ/৯, ১৫০৫১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ২৫.০২.২০২৫, ১২.৫০ ঘ., এএ/১০, ১২৩২৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এনএলডিএম-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৫.০২.২০২৫, ১৩.০০ ঘ., এবি/১, ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-২৪-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ২৫.০২.২০২৫, ১৩.১০ ঘ., দরহার একক : ট্রিপ প্রতি লাইসেন্স ফি (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয়মুখে) (এসইকিউ নং এবি/১-এর জন্য) ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) : ০.২ (প্রতিক্ষেত্রে)। প্রয়োজনীয় টার্নওভার : ০ (এসইকিউ নং এএ/১, এএ/৩ থেকে এএ/১০) ২০০০০০০(এসইকিউ নং এএ/২ এবং এবি/১-এর জন্য)। লট স্ট্যাটাস : আরপি পেন্ডিং (প্রতিক্ষেত্রে)।

SDAH-350/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

केनरा बैंक Canara Bank — A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

আঞ্চলিক কার্যালয় : শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, তৃতীয় তলা, ৩ মাইল সেবক রোড, পোস্ট : শালুগাড়া, থানা-ভক্তিনগর, জেলা : জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৮

ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ
তারিখ : ২৮.০২.২০২৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর দ্বারা নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তি অধীনস্থ করার জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। যে সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে সেই সম্পত্তিগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :
নিম্নে উল্লেখিত সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলি সমস্ত শর্তাবলি অনুসরণ করে বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের ক্রয়ের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	ক) সংরক্ষিত ঋণদাতাদের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং ঠিকানা	ক) ঋণদায় (মোট বকেয়া সুদ) খ) সেকশন ১৩(২) এর অন্তর্ভুক্ত ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) সেকশন ১৩(৪) এর অন্তর্ভুক্ত দখল নোটিশ এর তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির অর্থমূল্য ঘ) ব্রাঞ্চ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ে যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমা প্রাপ্ত অর্থমূল্য
১।	ক) কানাড়া ব্যাংক, ঠাকুরপথ শাখা, গ্রাম এবং পোস্ট- গোসাইয়ের হাট, থানা- ধূপগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন-৭১৫২১০ খ) আনারুল হক, আহাজুদ্দিনের পুত্র, গ্রাম-মল্লিকসভা, পোস্ট- গোসাইয়ের হাট, জেলা-জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, পিন-৭৩৫২১০	ক) টা: ৩,৬৯,৪৬৩.৩৯ (তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশো তেষট্টি টাকা উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০১৯ তারিখের হিসেবে সঙ্গে ০১.০৯.২০১৯ তারিখের থেকে ভবিষ্যতের সুদ খ) ০২.০৯.২০১৯ গ) ১৪.১১.২০১৯	সমস্ত অবিভাজ্য অংশ এলআর প্লট / দাগ নং- ২০৭ অনুরূপ আর এস প্লট / দাগ নং- ১৫৬, ১৬০ নিবন্ধিত এল আর খতিয়ান নং-১৮৯৩, অনুরূপ নিবন্ধিত আর এস খতিয়ান নং-৭৩, মৌজা-মল্লিক সভা, জে.এল নং-০৬১, তৌজি নং-৮৫, পরগণা-মোরঘাট সাকোয়াঝোরা-II এর অধীনস্থ, গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট – গোসাইয়ের হাট, থানা-ধূপগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, আনারুল হকের মালিকানাধীন। উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর : জামিরুদ্দিনের বাড়ির সঙ্গে জমি, দক্ষিণে : ১০ ফিট চওড়া পেরোত্তান রাস্তা। পূর্ব : সৈফুল আলামের জমির সঙ্গে বাড়ি, পশ্চিম : নিজস্ব জমি এবং ১০ ফিট চওড়া পেরোত্তান রাস্তা। (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অন্তর্ভুক্ত)	ক) টা: ৮.১০ লক্ষ খ) টা: ০.৮১ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৯৩২৩ ৩১৬৩৬ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ০.৮১ লক্ষ জমা করা যাবে BAANKNET.COM (https://baanknet.com)-এ উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের অর্থমূল্যযুক্ত করা মাধ্যমে।
২।	ক) কানাড়া ব্যাংক রায়গঞ্জ-II শাখা ক্যারিটাস, গীতাঞ্জলি সিনেমা হলের নিকট উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪ খ) মেসার্স সরকার ফার্টিলাইজার প্রয়াত কুমারেশ সরকারের মালিকানাধীন মৃত্যু অবধি, যেটি প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা- ১. বালিকা সরকার ২. পলাশ সরকার ৩. হরপ্রসাদ সরকার	ক) টা: ১৪,১৪,৮৬৩.৩৪ (চোদ্দো লক্ষ চোদ্দো হাজার আটশো তেষট্টি টাকা ও চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২৪ তারিখের হিসেবে সঙ্গে ০১.০৪.২০২৪ তারিখের থেকে ভবিষ্যতের সুদ খ) ০৫.০৪.২০২৪ গ) ২৪.০৬.২০২৪	জমিটি ভবন সহিত (অথবা ভবনের অংশ) পরিমাপ ৪ শতক,থানা-হেমতাবাদ, মৌজা : বিষ্ণুপুর, জে.এল নং- ২৭, এল আর খতিয়ান নং- ২০৮৮, আর এস/এল আর দাগ নং- ১৬১, জেলা: উত্তর দিনাজপুর, তৌজি : মহল পরগনা, এডিএসআর এবং ডিএসআর কার্যালয়-রায়গঞ্জ, উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর প্রয়াত কুমারেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীর জমি। দক্ষিণ : তরুণ কুমার রায় এবং কমল রায়ের জমি, পূর্ব : প্রভাত বর্মন এবং বঙ্কিম বর্মনের কৃষিজমি। পশ্চিম : দলিল নং-I- ১৩০৬/২০২১ উল্লেখিত-১২ ফিট চওড়া মেটাল রাস্তা। এবং জমিটি ভবন সহিত(অথবা ভবনের অংশ) পরিমাপ ৩ ছটাক, থানা- হেমতাবাদ, মৌজা- বিষ্ণুপুর, জেএল নং-২৭, এল আর খতিয়ান নং- ৫৬২, আর এস দাগ নং ৫৮২, জেলা উত্তর দিনাজপুর, এডিএসআর এবং ডিএসআর কার্যালয় রায়গঞ্জ, উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর : কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণ : জগন্নাথ সরকার এবং কমল রায়ের জমি, পূর্ব : প্রয়াত কুমারেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীর জমি, পশ্চিম : দলিল নং- I-৪৭২৯/২০১৮-এ উল্লেখিত ১০ ফিট চওড়া মেটাল রাস্তা। সমবেত সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর : কাঁচা প্যাসেজের জন্য ব্যবস্থা, দক্ষিণ : তরুণ সরকারের দোকান, এবং কুমুট চন্দ্র বর্মনের খালি জমি, পূর্ব: প্রভাত বর্মন এবং বঙ্কিম বর্মনের কৃষি জমি, পশ্চিম : ৫' চওড়া নয়ানজলি ১০' চওড়া পিডব্লিউডি রাস্তার থেকে বর্তমানে ১০' চওড়া পিডব্লিউডি রাস্তা এবং নয়ানজলিতে ব্যবহৃত রাস্তা (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অন্তর্গত)	ক) টা: ১৩.৬০ লক্ষ খ) টা: ১.৩৬ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ১.৩৬ লক্ষ জমা দেওয়া হবে BAANKNET.COM (https://baanknet.com) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের অর্থমূল্য যোগের মাধ্যমে।
৩।	ক) কানাড়া ব্যাংক, ভানুকুমারি শাখা ভানুকুমারি গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম-ছট লালকুঠি, ভানুকুমারি পিন - ৭৩৬ ১৩১ খ) মেসার্স রাজেন দে স্টক পয়েন্ট মালিক : রাজেন কুমার দে রাজ কুমার দের পুত্র রাজ কুমার দে (বন্ধকদাতা) প্রয়াত রাধা বল্লভ দে-এর পুত্র, উদয়েই- জোড়াই মোড়, গ্রাম-বালাকুঠি পোস্ট-বালাকুঠি, থানা- বক্সিরহাট, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৬১৩১	ক) টা: ৫,৮৪,৪৪৫.৮৭ (পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ টাকা ও সাতাশি পয়সা মাত্র) ৩১.০১.২০২৩ তারিখের হিসেবে ০১.০২.২০২৩ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অন্যান্য খরচের সহিত খ) ০৬.০২.২০২৩ গ) ২৫.০৫.২০২৩	জমির পরিমাপ ভবন সহিত ০.০২ ছটাক আর এস দাগ নং- ৭৭/৭২২, এল আর খতিয়ান নং-৬৮১/১, এল আর হল ১৭৮ থাক নং- ১১৬৮, জে এল নং- ১০৪, মৌজা- বালাপুটি, তৌজি নং - ২১৭, আর এস খতিয়ান ৩৫, জেলা- কোচবিহার, থানা-বক্সিরহাট, নিবন্ধিত কার্যালয় তুফানগঞ্জ, সীমানা : উত্তর : খাস জমি (এল আর ১৭৬), দক্ষিণ : জাতীয় হাইওয়ে নং ৩১, পূর্ব : রবীন্দ্র চন্দ্র দে এর সম্পত্তি, পশ্চিম : গোহালটি বিশেষভাবে উল্লেখিত দলিল নং- ৩৭৮৭, ভলিউম নং- ৬২, ১১৬ থেকে ১২০ পৃষ্ঠা ২০০৭ সালের হিসেবে অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রারের পূর্বে নিবন্ধিত,তুফানগঞ্জ (সম্পত্তিটি প্রাকৃতিক দখলের অন্তর্ভুক্ত)	ক) টা: ৭.১৭ লক্ষ খ) টা: ০.৭১ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ০.৭১ লক্ষ, মেসার্স PSB Alliance Private Limited (E-bkray পোর্টালের ই-ওয়ালেটে জমাপ্রাপ্ত
৪।	ক) কানাড়া ব্যাংকে - ঠাকুরপথ ব্রাঞ্চ গ্রাম এবং পো:অ: গোসাইয়েরহাট, থানা - ধূপগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি, পিন - ৭১৫ ২১০ খ) মিস্টার নজিবুল ইসলাম গ্রাম - সোনাখালি, পোস্ট : সজনাপাড়া, থানা - ধূপগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫ ২১২	ক) টা: ১২,৪৮,৮৮৩.৪১ (বারো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত তিরাশি টাকা ও একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০২৩ পর্যন্ত তৎসহ ০১.০৯.২০২৩ থেকে আরও সুদ। খ) ০৪.০৯.২০২৩ গ) ২২.১১.২০২৩	জমির আয়তন ০.৫৮ একর (অনুমিত) তৎসহ কাঠামো জেলা-জলপাইগুড়িতে অবস্থিত, থানা এবং সাবরেজিস্ট্রি ধূপগুড়ি, মৌজা-সোনাখালি, আরএস-৫২, এলআর খতিয়ান নং- ২৮৩, ২৮৪, জে.এল. নং. আর.এস. ১৭০, এলআর ৫৯, প্লট নং. আরএস-৯৫, এলআর-১৪৯ সোনাখালিতে। সাকোয়াঝোরা -II গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন, পো: অ: সজনাপাড়া দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ - উত্তর : রাজীব মিয়ালের জমি, দক্ষিণ : মহীরুদ্দিনের জমি, পূর্ব : পিডব্লিউডি সড়ক, পশ্চিম : সেকেন্দার আলির জমি। (প্রতীকি দখলের অধীন সম্পত্তি।)	ক) টা: ২৮.৬৮ লক্ষ খ) টা: ২.৮৭ লক্ষ গ) টা: ১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি (মোবাইল) : ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬ ঙ) ই-এমডি অর্থমূল্য : টা: ২.৮৭ লক্ষ মে: পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে (E-bkray) পোর্টাল।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ২৮.০২.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০ টা, ইএমডি-র শেষ তারিখ : ২৬.০২.২০২৫ -এর বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত

-: নিয়ম ও শর্তাবলি :-

১। সম্পত্তি 'যেখানে আছে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে', 'ওখানে যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।
২। সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না।
৩। একক দরদাতার ক্ষেত্রে দরদাতা / ক্রেতাকে একটি বৃদ্ধি সহ দিতে হবে।
৪। নিলামে / দরদান কেবলমাত্র অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) -এর মাধ্যমে হতে হবে।
৫। ইএমডি অর্থাৎ সংরক্ষিত মূল্যের ১০% মে: পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (BAANKNET.Com. (https// baanknet.com/) ই ওয়ালেট পোর্টালে জমা করতে হবে সরাসরি সেখানে থাকা চালান জেনারেট করে ইএমডি জমা করতে হবে আরটিজিএস/এনইএফটি'এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে যেটি উক্ত চালানে বিবরণ দেওয়া হয়েছে ২৬.০২.২০২৫'এর বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে।
৬। পরিষেবা প্রদানকারী মে: পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা: লিমিটেডের যোগাযোগ বিবরণ (BAANKNET. com / https://baanknet.com/), কন্টাক্ট নং ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ই-মেল আইডি : support.baanknet@psb/alliance.com
৭। সম্পত্তি নিরীক্ষণ করা যাবে ১৭.০২.২০২৫ থেকে ২৬.০২.২০২৫ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত ব্রাঞ্চ কার্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে।
৮। সকল ক্রেতা সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে আদায় দেওয়া হয়েছে ইএমডিসহ) সর্বোচ্চ/সফল) দরদাতা ঘোষিত হবার পরে পরেই জমা করতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের বাকি ৭৫% বিক্রয় নিশ্চিত হওয়া ১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে। যদি সফল দরদাতা / ক্রেতা উপরোক্ত বিক্রয় মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ তবে তার দেওয়া জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯। স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য সমস্ত চার্জ এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ বাধ্যতামূলক পাওনা / হার/ কর/ রেজিস্ট্রেশন শুল্ক / বিবিধ খরচ/ সরকারি পাওনা / যেকোনো কর্তৃপক্ষে বকেয়া পাওনা ইত্যাদি সফল দরদাতা / ক্রেতাকে কেবলমাত্র বহন করতে হবে।
১০। এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের প্রতিও উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠানের জন্য একটি নোটিশও বটে যদি তাদের বকেয়া পাওনা পূর্ণভাবে না দেওয়া হয়।
১১। ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের এতদ্বারা সূচিত করা হচ্ছে যে উপরোক্ত তারিখ পর্যন্ত অর্থাদি, সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় নিলামের তারিখের আগে যদি না দেওয়া হয় তবে সম্পত্তি নিলাম / বিক্রি করা হবে এবং অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম / বিক্রি করা হবে।
১১। ব্যাংক সমস্ত প্রস্তাবের যে কোনো অথবা সকল খারিজ করার অধিকার কোনও কারণ না দর্শিয়ে সংরক্ষিত রাখছে।
১৩। আরও বিবরণ কানাড়া ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.canbank.com'এতে পাওয়া যাবে।

তারিখ : ১১.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাংক

বাংলাদেশিকে ফেরাল পুলিশ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে জলঘোলা চলছেই। সেইসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে আবার এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে পাথর রপ্তানিও বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশে। এসবের কোনও প্রভাবই কিন্তু পড়েনি দু'পারের বাসিন্দাদের মানবিক সম্পর্কের ওপর। তার প্রমাণ মিলল মঙ্গলবার। এপারে চলে আসা বাংলাদেশের এক অসহায় বাসিন্দাকে দেশে ফেরত পাঠাল বিএসএফ ও পুলিশ।

এদিন ঘটনাস্থলে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার, চ্যাংরাবান্ধা আইসিপি ওসি সুরজিৎ বিশ্বাস সহ অন্য আধিকারিকরা এবং বিএসএফের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। যথারীতি ওপারেও বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশকর্তারা উপস্থিত ছিল। সোমবার রাতে মেখলিগঞ্জ শহর থেকে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়।

এ প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'ওই বাংলাদেশি ব্যক্তির নাম মহম্মদ মাহিদুল। বাবার নাম মহম্মদ রহমান। বাড়ি পাটগ্রাম থানার নবীনগর চার নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। এদিন আমরা বিএসএফের হাতে ওই ব্যক্তিকে তুলে দিয়েছি।'

সোমবার রাতে মেখলিগঞ্জের কয়েকজন বাসিন্দা পুলিশকে জানায় যে একজন বাংলাদেশিকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ গিয়ে মেখলিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে। ওই ব্যক্তি ঠিক করে কোনও কথাই বলতে পারেননি। শুধুমাত্র 'পাটগ্রাম পাটগ্রাম' করে চিৎকার করছিলেন। পুলিশই উদ্যোগ নিয়ে পাটগ্রাম থানায় যোগাযোগ করে। সেখানে ওই ব্যক্তির ছবি পাঠানো হয়। পাটগ্রাম থানার পুলিশ নিশ্চিত করে যে ওই ব্যক্তি ওই এলাকারই বাসিন্দা। সেখানকার পুলিশ প্রয়োজনীয় সব তথ্য পাঠায়। তাঁর মানসিক সমস্যার কথাও জানায়। তারপর এপারের পুলিশের উদ্যোগে বুড়িমারি ইমিগ্রেশন থেকে বিজিবির সঙ্গে কথা বলা হয়। ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়।

সেই ব্যক্তি কবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, সেই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য কিছু মেলেনি। তবে কুচলিবাড়ির কলসিগ্রামে নাকি তাঁর বাড়ি রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানে খোঁজখবর করা হলেও কোনও তথ্য মেলেনি। এখানকার পুলিশও সেই ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। পরে বাংলাদেশের পুলিশের কথায় নিশ্চিত হয়। এই প্রসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা মহম্মদ শাহনুর বলেন, 'আমাদের দেশ বরাবর শান্তিপ্রিয়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কে বিশ্বাসী। সেই প্রমাণ আবার মিলল। অন্যরা ভারতের খারাপ চাইলেও ভারত সবার ভালোই চায়।'

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : বিহার থেকে অসমে পাচারের আগে ২৫টি মোষ উদ্ধার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। লরিচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত নুরেন পাসা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি লরি আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই সেটি থেকে মোষগুলি উদ্ধার হয়।

চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি না থাকায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অভিযুক্ত মোষগুলি বিহার থেকে অসম পাচারের কথা স্বীকার করে নেওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মোষগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবারই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে তোলা হয়।

AIR FORCE SCHOOL, BAGDOGRA
CBSE Affiliation No. 2480005
Website: www.airforceschoolbagdogra.com
E-mail: princiafbgd@rediffmail.com
Phone No. 0353-2698093

NOTICE

APPLICATIONS INVITED FOR / REGULAR / CONTRACTUAL / PART-TIME / PANEL VACANCIES AT AIR FORCE SCHOOL BAGDOGRA (POSTS : PRINCIPAL / ACADEMIC / ADMINISTRATIVE STAFF)

1. Written test and interview will be held from 20 Mar 25 and on subsequent days at 0830 hrs at Air Force School Bagdogra.

2. Please visit the school website **www.airforceschoolbagdogra.com** for details of posts, mandatory qualifications, pay scale, age limit and other details prescribed for the posts.

3. Last date for submission of application form along with all testimonials is on or before 26 Feb 25.

4. **Admission of students for academic Session 2025-26 is underway for Classes Pre-KG to IX & XI (Arts, Commerce & Science streams). To check the eligibility and registration process, please visit school website www.airforceschoolbagdogra.com**

ভালোবাসা মোড়ে এই কালভার্ট নির্মাণ ঘিরেই বিতর্ক।

কালভার্ট নির্মাণ চালু করালেন পঞ্চায়েত সদস্য

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল কালভার্ট নির্মাণের কাজ হচ্ছে নিম্নমানের। এই অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য 'জোর' করে ফের কাজ শুরু করিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ক্ষোভে ফুঁসছেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকেলগুড়ির ভালোবাসা মোড় এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের ফের অভিযোগ, আগের মতোই লোহার রড ছাড়া মঙ্গলবার সকাল থেকে পঞ্চায়েত সদস্য সোমা কর রায়ের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু হয়েছে। বাসিন্দাদের মতামতকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না ওই পঞ্চায়েত সদস্য।

বাসিন্দাদের মত উপেক্ষিত

এ ব্যাপারে সোমা সাফাই দিয়ে বলেছেন, 'প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কাজের বিষয়ে কোনও কিছু না বুঝেই কিছু মানুষ অহেতুক বাধা সৃষ্টি করছেন। প্রশাসন অনুমতি দিয়েছে তাই কাজ শুরু করেছি।'

এদিকে ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের মধ্যে বাচ্চু কুণ্ডু বলেন, 'আমাদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত সদস্য জোর করে এই কাজ করছেন। এটা একেবারেই অন্যায়। সরকারি কাজ বন্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই টেকসই কালভার্ট হোক। নইলে ভবিষ্যতে আমাদেরই বিপদে পড়তে হবে।'

এদিন কালভার্ট নির্মাণের জায়গায় উপস্থিত ছিলেন ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনন্দ সিনহা। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় সহমত পোষণ করে বলেন, 'লোহার রড ছাড়া গার্ডওয়াল ভেঙে পড়বে। হয়তো ইঞ্জিনিয়ারের ড্রয়িংয়ে ভুল হতে পারে। তবে যে কোনও নির্মাণকাজ সঠিক হতে হবে।' এ ব্যাপারে এসজেডিএ'র তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

তিনদিন আগে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানান। নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এদিন পঞ্চায়েত সদস্য ফের কাজ শুরু করায় এলাকায় ফের ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ কি আন্দোলনের চেহারা নেবে? সেটাই এখন দেখার বিষয়।

লক্ষমোহনের বিরুদ্ধে রুল জারি

নিউজ ব্যুরো

১১ ফেব্রুয়ারি : আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায়ের বিরুদ্ধে রুল জারি করল হাইকোর্ট। বিচারপতির নির্দেশ, ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁকে আদালতে সশরীর হাজিরা দিতে হবে। কেন তাঁর জেল বা জরিমানা করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে চেয়ারম্যানকে। ২০১০ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্যানেল পুনর্গঠনের নির্দেশ কার্যকর না করায় আদালত এই নির্দেশ দেয়। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী এক্রামুল বারি বলেন, 'আদালতের এই নির্দেশের ফলে ২০১০ সালের ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার জট কাটতে চলেছে।' লক্ষমোহনের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

মেলার জন্য অস্থায়ী সাঁকো

চোপড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : শতাব্দীপ্রাচীন দলুয়ামেলায় যেতে হলে পেরোতে হয় ডোক নদী। নদী পারাপারের জন্যে সেখানে নৌকার ব্যবস্থা থাকে প্রতিবছর। এর আগে কয়েকবছর অন্তর অস্থায়ীভাবে বাঁশের সাঁকো বানিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। এবারও সেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এলাকার তরুণরা। অবশেষে মেলা শুরুর একদিন আগেই শেষ হয়েছে অস্থায়ী সাঁকো নির্মাণের কাজ। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে মেলা। মঙ্গলবার সেখানে ছিল সাজো সাজো রব। সাধুরা ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছেন।

ডোক নদীর ধারে রয়েছে শিব মন্দির। এখানেই প্রতিবছর মাঘীপূর্ণিমার সময় মেলা বসে। উত্তর দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় এখানে। এবারও তিনদিনব্যাপী মেলায় ব্যাপক লোক সমাগমের সম্ভাবনা। মেলা চত্বর এবং মন্দির দর্শনে আসতে হলে এমনিতে ঘুরপথ নিতে হয়। তবে এবার কুমারটোলই গ্রামের তরুণদের বদান্যতায় সময় বাঁচিয়ে সাঁকো ব্যবহার করে মেলায় আসতে পারবেন সকলে। এতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। মন্দির কমিটি জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় পুজো শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে দর্শনার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। বুধবার সকালে ডোক নদীতে পুণ্যস্নান শুরু হবে। চোপড়া নাট্যকলাকেন্দ্রের উদ্যোগে এদিন সাধুদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার তরুণ

খড়িবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তে ফের মাদক সহ গ্রেপ্তার এক তরুণ। কাদোমণিজোত এলাকায় সোমবার রাতে সীমান্তে টহল দিচ্ছিলেন এসএসবি'র জওয়ানরা। সেই সময় ওই তরুণকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে ১০ বোতল কাফ সিরাপ পাওয়া যায়। এরপর এসএসবি ধৃতকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতের নাম কৌশর আলম। সে নেপালের ঝাঁপা জেলার বাসিন্দা। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

চর্চায় কল্পনা, কাদম্বিনীরা

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : বিজ্ঞানে মেয়েদের অবদান নিয়ে আলোচনা হল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে। মঙ্গলবার বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, কল্পনা চাওলা, মাদাম কুরির কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে বোঝান। এছাড়াও বিজ্ঞানে মেয়েদের অবদানের ওপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতা হয়।

মুখোশের আড়ালে

মুখা নিয়ে খেলার ছলে। মঙ্গলবার কুশমণ্ডিতে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

বাংলাবাজারে সিপিএমের অবস্থান চলছেই

উচ্ছেদ নিয়ে চড়া সুর মীনাক্ষীর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ব্যবসায়ীরা উচ্ছেদ হয়ে রাস্তায় বসে রয়েছেন। অথচ তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সময় নেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্তাদের। মঙ্গলবার এভাবেই ইস্টার্ন বাইপাসের বাংলাবাজারে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে পুরনিগমকে বিঁধলেন বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

বাংলাবাজারে সিপিএমের অবস্থান এদিন দু'সপ্তাহ পেরোল। এদিনই মীনাক্ষীকে এনে ব্যবসায়ীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করল সিপিএম। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় নেত্রীও শাসকদলের বিরুদ্ধে একের পর এক বাক্যবাণ শানালেন। মীনাক্ষী বলেন, 'কলকাতার আরজি কর কাণ্ড দেখেছে গোটা রাজ্য। সন্দীপ ঘোষ থেকে শুরু করে রাজ্য প্রশাসনের বড় বড় মাথারা সেখান থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। একই অবস্থা শিলিগুড়ি পুরনিগমের।'

নাম না করে উদয়ন গুহকে নিশানা করেন মীনাক্ষী। বাম নেত্রীর কথায়, 'জনগণের থেকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের।' তারপর তিনি সরাসরি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, 'দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এভাবেই রাস্তায় বসে থাকবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমরা দেখতে চাই রাজ্য সরকার আর কত অভিনব আন্দোলন সহ্য করতে পারে।'

বাংলাবাজারে অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

কয়েক মাস আগে ইস্টার্ন বাইপাসে বেশ কয়েকজন দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হয়। প্রথমে পুরনিগম জানিয়েছিল, রাস্তার পাশে ওই জায়গায় সৌন্দর্যায়ন করা হবে। কিন্তু পরে দেখা যায় সেখানে ১৩৭টি দোকানের প্লট তৈরি হয়েছে। টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় জায়গাটি। শুরু থেকেই এই দোকান বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে সিপিএম। দলের নেতা দিলীপ সিংয়ের বক্তব্য, 'উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদেরই জায়গা দিতে হবে। কিন্তু এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাইরে থেকে লোক এনে দোকান বসানোর প্রক্রিয়া চলছে।'

মীনাক্ষীর পাশাপাশি এদিন অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই নেতা বুলেট সিং। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'পূর্ত দপ্তরের জায়গা পুরনিগম কোন আইনে বণ্টন করছে?' দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

যদিও মেয়র গৌতম দেব মীনাক্ষীকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে রাজি নন। মেয়রের কথায়, 'মীনাক্ষীর কথার জবাবে কিছু বলার রয়েছে বলে মনে করি না। সে এখানকার কিছুই জানে না। পুরনিগম কিছু দোকানদারদের জায়গা দিয়েছে। দোকানগুলি নিজেরাই তৈরি করছেন ব্যবসায়ীরা। এখানে পুরনিগমের কোনও হাত নেই।'

জায়গাটি পূর্ত দপ্তরের কি না, সে ব্যাপারে মেয়র অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি। পূর্ত দপ্তরের শিলিগুড়ির এক আধিকারিক বলেছেন, 'দপ্তরের অনেকগুলি ডিভিশন রয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

চা বাগানে নদীর জলে বিতর্ক

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এমনিতেই এখন শীত। নদীতে জল কম। তার মধ্যে দুটি পাম্পসেটের সাহায্যে চা বাগানে জল দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বন এবং সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নদী থেকে এভাবে জল তোলা অবৈধ। তা সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে বালাসন নদী থেকে অর্ড চা বাগানে এভাবেই জল দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ খবর চাউর হতেই কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে বাগান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাগানের মধ্যে বোরিং করে জলের ব্যবস্থা করতে।

বালাসন নদীর যে জায়গা থেকে জল তোলা হচ্ছে সেটি বামনপুকুরি রেঞ্জের এমএম তরাই ইকো ট্যুরিজম স্পটে। কার্সিয়াং বন বিভাগের

বালাসন নদী থেকে এভাবেই পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে।

ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই চা বাগান কর্তৃপক্ষ বালাসন নদী থেকে জল তুলছে। আমরা খবর পেয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। বাগান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি, চা বাগানের মধ্যে বোরিং করে বাগানে জলসেচ করতে। যতদিন না এটা করছে ততদিনের জন্য নদী থেকে জল তুলতে বলা হয়েছে।'

এদিকে অর্ড চা বাগানের ম্যানেজার প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় সাফাই দিয়ে বলেছেন, 'চা বাগান বাঁচাতে জল দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ২০ বছর ধরে তো এভাবেই চলছে। জল না দিলে চা গাছ মরে যাবে। এটা ব্যক্তিগত কাজের জন্য নয়। প্রায় সব চা বাগানে নদীর জল সেচের জন্য দেওয়া হয়। শুধু এই বাগান না।' যদিও আর কোন বাগানে নদীর জল এভাবে ব্যবহার করা হয়, তার কোনও তথ্য তিনি দিতে পারেননি।

আইন অনুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নদী থেকে জল তোলা যায় না। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জল তুলছে। এমএম তরাইয়ে এভাবে জল তোলা হচ্ছে দেখে ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরাও। ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'এমনিতেই নদীগুলো মজে যাচ্ছে। নদী বাঁচাতে হলে এই ধরনের অবৈধ কাজ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।' এ বিষয়ে ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের তরাই শাখার সম্পাদক রানা দে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মা-মেয়ের রহস্যমৃত্যুতে তদন্ত অধরাই

আদালতে ভর্ৎসনা এপিপি-কে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মধ্য শান্তিনগরে মা ও মেয়ের মৃত্যুর ঘটনার কিনারা না হওয়ায় আদালতে ভর্ৎসিত হলেন অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটার (এপিপি) অদিতিশংকর চক্রবর্তী। সম্প্রতি হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী অদিতিশংকরের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। গত ২৯ জানুয়ারির ওই শুনানির ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই হইচই শুরু হয়েছে আইনজীবী মহলে। অভিযোগ, কেস ডায়েরি ঠিকমতো 'স্টাডি' করে না আসায় বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। বিচারপতি এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাঁকে পদত্যাগও করতে বলেন।

ঘটনায় ওইদিনই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারকে মাথায় রেখে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দেন বিচারপতি। সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে দলটিকে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য শান্তিনগরে একটি বাড়ির দরজা ভেঙে মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সাধন সরকার তাঁর স্ত্রী লতা ও মেয়ে তিয়াসাকে নিয়ে সেখানে থাকতেন। লতার দেহ ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং তিয়াসার দেহ বিছানায় পড়ে ছিল। এই ঘটনায় রহস্য ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। নাম জড়িয়ে যায় এনজেপির তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ রায়ের। আদালত সূত্রে খবর, ওইদিনের শুনানিতে অভিযুক্ত প্রসেনজিতের আগাম জামিনের আর্জিও খারিজ করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

তদন্তে বিশেষ দল

- ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর শান্তিনগরে মা-মেয়ের রহস্যমৃত্যু
- জমি নিয়ে সমস্যার জেরেই ঘটনাটি ঘটেছিল বলে অনুমান
- ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল বিতর্কিত তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ রায়ের
- দু'বছর পেরিয়ে গেলেও তদন্ত এগোয়নি কিছুই
- শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে বিশেষ দল গঠনের নির্দেশ বিচারপতির

ময়নাতদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছিল, তিয়াসার মাথায় কোনও ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। এমনকি মা ও মেয়ের মৃত্যুর মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান ছিল। ঘটনাস্থল থেকে লতার একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছিল পুলিশ। ঘটনার পেছনে জমি সংক্রান্ত সমস্যা ছিল বলে খবর। কিন্তু দুই বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও খুনের কিনারা হয়নি।

ওইদিনের শুনানিতে অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটারের উদ্দেশ্যে বিচারপতি জয়মাল্য বলেন, 'আপনার অযোগ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে। ডিভিশন বেঞ্চে যে আপনি তৈরি হয়ে আসেননি তা স্পষ্ট। কীভাবে খুন হল বা কখন খুন হল তা কি আপনি জানেন? সমস্ত দায়িত্ব অধস্তনদের কাঁধে দিয়ে রেখেছেন।' তাঁর সংযোজন, 'আপনি পারছেন না, তাই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান।'

বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অদিতিশংকরের কার্যকলাপের রেকর্ড লিগ্যাল রিমেমবারেন্সে পাঠানো হবে। যাতে সেখান থেকে বেশি অভিজ্ঞ কাউকে নিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকেও ডেকে পাঠানো হবে।

বিচারকের ভর্ৎসনার বিষয়টিকে অবশ্য সহজভাবেই নিচ্ছেন অদিতিশংকর। তাঁর কথায়, 'শুনানি চলাকালীন বিচারপতিরা অনেক কিছু বলে থাকেন। আমাদের বলবে না তো কাদের বলবেন?'

ভ্রামরীদেবীর পুজো ও মেলা শুরু

রাজগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম ত্রিস্রোতা ভ্রামরীদেবীর বাৎসরিক পুজো ও মেলা শুরু হল মঙ্গলবার মাঘী পূর্ণিমা তিথি থেকে। এই উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ধরে বিশেষ পুজো ও মেলা চলবে।

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে, শিব সতীর দেহ নিয়ে যখন তাণ্ডব শুরু করেন তখন ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে ৫১টি খণ্ড করেন। দেবীর এক একটি দেহখণ্ড যেখানে যেখানে পড়েছিল সেখানেই গড়ে উঠেছে দেবীর মন্দির, যা সতীপীঠ বলে পরিচিত। বোদাগঞ্জে দেবী বাঁ পা পড়েছিল। সেখানেই গড়ে উঠেছে ভ্রামরীদেবীর মন্দির।

এদিন ভ্রামরীদেবীর পুজোর উদ্বোধন করেন কালভৈরব লাল বাবা এবং এসজেডিএ-র সদস্য কৃষ্ণ দাস। কালভৈরব লাল বাবা বলেন, 'এই এলাকা জঙ্গলে ভরা ছিল। জঙ্গলের বুক চিরে ছোট্ট একটি রাস্তা ছিল। হাতির দল মাঝেমধ্যেই এখানে এলেও মন্দিরের কোনও ক্ষতি করেনি।' কৃষ্ণ দাস বলেন, 'এখানে বর্তমানে ঘর তৈরি ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। পাশেই ভোরের আলো প্রকল্প রয়েছে। ভ্রামরীদেবী সম্পর্কে অনেক মানুষ জানেন না। ঠিকমতো প্রচার করা হলে এখানেও তারাপীঠের মতো ভক্তদের ঢল নামবে।'

কালিকাপুরাণ মতে, সতীপীঠ হিসাবেই কামাখ্যা থেকে মরুতীর্থ হিংলাজ প্রসিদ্ধ। কিন্তু জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় ৫১ পীঠের অন্যতম ত্রিস্রোতা ভ্রামরীদেবী তেমন প্রচারে আসেননি। তবু, তিস্তা নদীর তীরে বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের শাল-সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মন্দির পর্যন্ত পাকা রাস্তা হওয়ায় বর্তমানে মাঘীপূর্ণিমায় মানুষের ঢল নামে পুজো দিতে। এদিন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েক হাজার পুণ্যার্থী পুজো দিতে আসেন।

উর্ধ্বতনকে জানিয়েই চুপ

আবর্জনা সংগ্রহের উদ্যোগ নেই। বিকল সোলার লাইট। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন মহম্মদ আশরাফুল হক।

কাইজার আহমেদ
প্রধান, কানকি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কানকি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর সবজি বাজার বসে। এর জেরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না কেন?

প্রধান : ওই সবজি বাজারের পশ্চিমদিকে বিকল্প জায়গা বাছা হয়েছে। সেখানে বাজার গড়ে তোলার জন্য মাটি ভরাট হচ্ছে।

জনতা : কানকি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। স্কুলের জমি দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : স্কুলে সীমানা প্রাচীর গড়ে তোলার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। জমি দখল আটকাতে ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করা হবে।

জনতা : পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা মিলছে না। এই সমস্যা কবে মিটবে?

প্রধান : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এলাকায় নতুন করে পাইপ বসাচ্ছে। তার জন্য হয়তো এই সমস্যা হতে পারে। তবুও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।

জনতা : এলাকায় যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ। জঞ্জাল অপসারণে কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

প্রধান : আবর্জনা ফেলার জন্য কিছু এলাকায় ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ কেউ ডাস্টবিন ব্যবহার করছেন না।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ মুখ থুবড়ে পড়েছে কেন?

প্রধান : হাতিপা এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রশাসন ও জমির মালিকের ভুল বোঝাবুঝিতে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। জমির মালিক একজনের চাকরি চাইছেন। প্রশাসন তা দিতে চাইছে না। যার ফলে প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে।

একনজরে

ব্লক : গোয়ালপোখর-২

মোট সংসদ : ২৩

জনসংখ্যা : ৩১,৬২১ (২০১১ *সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)*

আয়তন : ৪৫ বর্গকিলোমিটার

জনতা : পাতিহাঁস বিল ভরাট করে বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে। সেটা আটকানো যাচ্ছে না কেন?

প্রধান : ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে জলাভূমি ভরাট বন্ধ করা হয়েছে। বিলটি সংস্কার করে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

জনতা : বাসস্ট্যান্ড থেকে পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত নিকাশিনালার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। সেটি সংস্কারে কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

প্রধান : নিকাশিনালা সংস্কারের জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে তিনবার চিঠি করেছি। কিন্তু তারা কোনও উত্তর দেয়নি। তাদের অনুমতি ছাড়া আমরা কিছু করতে পারছি না।

মাদক কারবারের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে ইসলামপুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাদক কারবারের 'সুরক্ষিত করিডর' হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামপুর শহর এবং সংলগ্ন এলাকা। ইসলামপুর পুর বোর্ড এবং বার অ্যাসোসিয়েশন তরুণ প্রজন্মের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়া নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। পুলিশেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাদক কারবারের বিষয়টি। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা সমস্যার কথা স্বীকার করে পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে এলাকায় মাদক ব্যবসা বাড়ছে, তা রোধে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন।

জানা যাচ্ছে, মূলত নেপাল থেকে বিহার হয়ে ব্রাউন সুগার ঢুকছে ইসলামপুরে। শহরে একটি মাদকচক্র বেশ সক্রিয়। নিত্যনতুন কায়দায় তারা শিকড় ছড়াতে শুরু করেছে। মোটা টাকার বিনিময়ে মহিলাদের 'বাহক' হিসাবে ব্যবহার করছে চক্রটি। সড়কপথ তো বটেই, রেলপথেও ব্রাউন সুগার ইসলামপুরে ঢুকছে।

২০২২ সালে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর থেকে মাদক কারবারের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্য পায়নি পুলিশ।

'বাহক' মহিলারা

নেপাল থেকে বিহার হয়ে ব্রাউন সুগার ঢুকছে ইসলামপুরে

মহিলাদের 'বাহক' হিসাবে ব্যবহার করছে মাদকচক্র

ইসলামপুরে ব্রাউন সুগার ঢোকার ট্রানজিট পয়েন্ট পাঞ্জিপাড়া

৩০০ থেকে ৫০০০ টাকার প্যাকেট 'পুরিয়া' নামে অলিগলিতে বিক্রি

বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল। বলছেন, 'পুলিশ কারবারের সাপ্লাই চেন ভাঙতে না পারলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'মাদক কারবার রুখতে আমরা সমস্ত পদক্ষেপ করেছি। গতবছর ডালখোলায় বিপুল পরিমাণ মাদক সহ একাধিক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছে।' তিনি ডালখোলার সাফল্য তুলে ধরলেও ইসলামপুরে ২০২২ সালে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ শহরের বেশ কয়েকজন তরুণ গ্রেপ্তার হয়। এটাই শহরে পুলিশের শেষ বড় সাফল্য। তারপর থেকে ছোট ছোট অভিযানে ধরপাকড় হলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের নজির নেই।

পুলিশের নীচুতলায় বেশ কয়েকবার মাদক কারবার নিয়ে উদাসীনতার অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে ডেন্ডুপের প্রতিক্রিয়া, 'কোনও পুলিশকর্মীর গাফিলতি প্রমাণিত হলে আমরা অবশ্যই পদক্ষেপ করব।' তবে সেরকম কোনও পদক্ষেপ এখনও চোখে পড়েনি।

ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ ববির প্রতিক্রিয়া, 'শহরে মাদকের কারবার অবশ্যই উদ্বেগের। এনডিপিএস মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি তার অন্যতম প্রমাণ। পুলিশকে যেমন আরও সক্রিয় হতে হবে, তেমনি অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।'

সূত্র বলছে, ইসলামপুরে ব্রাউন সুগার ঢোকার অন্যতম ট্রানজিট পয়েন্ট গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া এলাকা। বিহারের মাদক মাফিয়াদের সঙ্গে পাঞ্জিপাড়ার কারবারিদের লক্ষ লক্ষ টাকার 'ডিল' এখন জলভাত। ৩০০ থেকে ৫০০০ টাকার প্যাকেট 'পুরিয়া' নামে শহরের অলিগলিতে বিক্রি হচ্ছে। এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত শহরের একাধিক এলাকার নাম 'সাপ্লাই চেন' হিসেবে উঠে এসেছে। মেলামাঠ, বিহার মোড়, নতুন বস্তি, চোপড়াঝাড়, ইসমাইল চক সহ বহু জায়গায় চলছে হাতবদল।

কারবারে যুক্ত শহরের 'হ্যান্ডলাররা' আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে নেশাগ্রস্তদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। মুখ খুললেই ধেয়ে আসে প্রাণ কেড়ে নেওয়ার হুমকি। জানা যাচ্ছে, কিষান মান্ডিতে এই কারবারে যুক্ত তরুণদের একাংশ মুখে ব্লেড নিয়ে ঘুরতে সিদ্ধহস্ত। প্রয়োজনে ওই ব্লেড দিয়ে তারা হামলাও চালায়। চক্রটিকে যে সহজে বাগে আনা যাবে, তা মনে করছে না পুলিশ। তার জন্য আরও কসরত প্রয়োজন তা-ও মেনে নিচ্ছেন উর্দিধারীরা।

বাগান এলাকার বিকাশে নজর

নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৬টি সংসদের মধ্যে ১৪টি আসনে তৃণমূল, ১টি আসন পায় বিজেপি। ১টিতে জয়লাভ করেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সুমিত টোপ্পো। সুমিতকে বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত করা হয়। তবে সুমিত প্রধান হলে এলাকার কোন কোন উন্নয়ন করতেন, কথা বললেন মহম্মদ হাসিম

শেষে যদি সিংহাসন

সুমিত টোপ্পো।

নকশালবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : সুমিত জানালেন, তিনি প্রধান পদে বসলে প্রথমেই চা বাগান এলাকার উন্নয়নে জোর দিতেন। কারণ তিনি মনে করেন, বাগানের জমিতে সহজেই সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ করা তুলনামূলক অনেকটাই সহজ। তবে তাঁর অভিযোগ, 'বর্তমান প্রধানের নিষ্ক্রিয়তার কারণে বহু উন্নয়নমূলক কাজ বাগান এলাকায় আটকে রয়েছে।' হাতিঘিসায় অধিকাংশ সংসদই চা বাগান এলাকার মধ্যে পড়ে। রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা থেকে শুরু করে যে কোনও সরকারি প্রকল্পের কাজ হলেই বাগান কর্তৃপক্ষের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের (এনওসি) জন্য আটকে যায় বলে অভিযোগ। এই কারণে অনেক সময় সরকারি প্রকল্পের টাকা ফিরে যায়। প্রধান পদে বসেই বাগান এলাকায় যে কোনও সরকারি কাজে এই এনওসি প্রথাটি তুলে দিতাম। তবে এনওসি যে এবাবে তুলে দেওয়া যায় না, হয়তো জানেনেই না গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা।

সুমিতের দ্বিতীয় কাজ হত গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বাড়ানো। আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বছরে কোটি কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল জমা হয়। কিন্তু হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে সব সময় নিজস্ব তহবিল শূন্যের ঘরেই থেকে যায় বলে তাঁর অভিযোগ। অথচ পঞ্চায়েতি আইনকে ফাঁকি দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বিভিন্ন হোটেল, রিসর্ট, আবাসন প্রকল্প, ট্রাক টার্মিনাস, বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে। এই সব প্রকল্প থেকে নির্দিষ্ট কর আদায় করে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি করতেন বলে জানালেন সুমিত।

তারপরেই পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কাজ করতেন বলে জানালেন সুমিত। এইজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে আলাদা কর্মীও নিয়োগ করতেন। মেশিন খারাপ, পাইপ মেরামতের দরকার পড়লে ২৪ ঘণ্টা এই সব কর্মীরা দেখভাল করত। প্রতিটি সংসদে নিকাশিনালা সাফাই এর জন্য আলাদা কর্মী নিয়োগ করতেন।

পাশাপাশি পথবাতি, সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলপ্রকল্প, রাস্তা কয়েকদিনের মধ্যেই বেহাল হয়ে পড়ে। কাজের মান ঠিক করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে তদারকি করাটা খুবই জরুরি। কাজের মান যাতে খারাপ না হয় সেজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও, বিডিও অফিস, এসডিও অফিসের ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে কাজের তদারকি করেই এজেন্সিকে বিল ছাড়তেন বলে জানালেন পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নজরদারি।। শিলিগুড়ির লেকটাউনে ছবিটি তুলেছেন দেবব্রত মিত্র।

বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরীকে ধর্ষণ

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে ঢুকে বিশেষভাবে সক্ষম ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বানজারার বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার শোরগোল পড়ে প্রধাননগর থানা এলাকায়। অভিযুক্ত তরুণকে এনজেপি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাজু বাগারিয়া। সে রাজস্থানের বাসিন্দা। অভিযুক্ত ট্রেনে চেপে অন্যত্র পালানোর ছক কষেছিল। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে ওই তরুণের খোঁজ পায় পুলিশ। ট্রেনে ওঠার আগেই তাকে পাকড়াও করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজু আদতে বানজারা। দিন পাঁচেক আগে প্রধাননগর এলাকার এক বস্তিতে ঘরভাড়া নেয় ওই তরুণ ও তার পরিবার। অভিযোগ, সে মঙ্গলবার দুপুরে পাশের বাড়ির এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে।

গ্রেপ্তার বানজারা

স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন বাড়িতে একাই ছিল বিশেষভাবে সক্ষম ওই কিশোরী। বাবা ও মা কাজে গিয়েছিলেন। হঠাৎই কিশোরীর আওয়াজ শুনে পাশের ঘরে থাকা তার মামা ছুটে এসে অভিযুক্ত তরুণকে দেখতে পান। ধরতে গেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় হইচই পড়ে যায়। এরপর নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নামে পুলিশ। শেষে এনজেপি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন নির্যাতিতার পরিবারের লোকেরা। অন্যদিকে, দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে বানজারার এমন কাণ্ডে শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুত পদক্ষেপ করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

সন্তান জন্মের পর টাকা দাবি

অভিযুক্ত দুই হাউসকিপিং স্টাফ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : ফাঁসিদেওয়া হাসপাতালের দুই হাউসকিপিং স্টাফের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ তুললেন প্রসূতি। তিনি এবিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালের তরফে দুজনের বিরুদ্ধে ফাঁসিদেওয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

মুনি চা বাগানের শ্রমিক অনামিকা কুজুর প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে চলতি মাসের ৯ তারিখ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেদিনই পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময় এক অস্থায়ী হাউসকিপিং স্টাফ মোটা টাকা দাবি করেন দম্পতির কাছে। খুশির সময় বিতর্কে না গিয়ে তাঁরা ২২০০ টাকা দেন। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আরেক হাউসকিপিং স্টাফ ৩০০ টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ অনামিকার। বিষয়টি নিয়ে তিনি বেজায় ক্ষুব্ধ।

তিনি বলছেন, 'সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পরিষেবা নিতে এসেছি। এভাবে টাকা চাইলে আমরা কোথায় পাব? বাধ্য হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি।'

কী অভিযোগ

- মুনি চা বাগানের অনামিকা কুজুর প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে গত ৯ তারিখ হাসপাতালে ভর্তি হন
- পুত্রসন্তান জন্মানোর পর এক হাউসকিপিং মোটা টাকা দাবি করেন দম্পতির কাছে
- খুশির সময় বিতর্কে না গিয়ে তাঁরা ২২০০ টাকা দেন
- মঙ্গলবার ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আরেক হাউসকিপিং স্টাফ ৩০০ টাকা দাবি করেন

অনামিকার স্বামী আকাশ সোরেনের বক্তব্য, 'একবার ২২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এদিনও হাসপাতালের একজন ৩০০ টাকা দাবি করেন। আমার স্ত্রী ২০০ টাকা দিতে চেয়ে ৫০০ টাকার একটি নোট দেন। কিন্তু ওই মহিলা ৩০০ টাকা ফিরিয়ে না দেওয়ায় বচসা বাধে। পরে আমরা লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে ওই মহিলা টাকা ফেরত দিতে আসেন।' কর্তৃপক্ষের কাছে পদক্ষেপ দাবি করেছেন দম্পতি।

এদিকে হাসপাতাল সূত্রের খবর, এদিন যিনি টাকা দাবি করেছিলেন, তিনি স্থায়ী কর্মী এবং অপরজন একটি সংস্থার মাধ্যমে হাসপাতালে কাজ করেন।

হাসপাতালের চিকিৎসক তথা ফাঁসিদেওয়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শাহিনুর ইসলাম বলেছেন, 'এর আগেও একই সমস্যার জন্য কর্মীদের ডেকে সতর্ক করা হয়েছিল। বেতনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও সমস্যা মিটছে না। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা এজেন্সির কর্মী বলে দাবি করেছেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক। তাঁর কথায়, 'বুধবার এসিএমওএইচ হাসপাতালে গিয়ে তদন্ত করবেন। এরপর পদক্ষেপ করা হবে।'

মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিন নির্বিঘ্নেই

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে নির্বিঘ্নেই কাটল মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিন। মঙ্গলবার ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। মোটের ওপর পরীক্ষা ভালোই হয়েছে বলে পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছে। সকাল থেকে সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে পুলিশি নজরদারি লক্ষ করা গিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতে রাস্তায় যানজটে পড়তে না হয়, সেজন্য মোড়ে মোড়ে মোতায়েন ছিল পুলিশ। সমতলের পাশাপাশি দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা ও কালিম্পং জেলাতেও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়েছে।

এদিন মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল, শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শুভেচ্ছা জানান। সঙ্গে ছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'মাধ্যমিক যাতে নির্বিঘ্নে হয়, সেজন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রাফিকের দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা চলছে।' এদিন গুরুংবস্তি থেকে হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছিল এক পরীক্ষার্থীর। হাসমিচকে পৌঁছানোর পর তাকে বাইকে স্কুলে পৌঁছে দেয় ট্রাফিক পুলিশ। এদিন হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসা পড়ুয়াদের জল, কলম দিয়ে অভ্যর্থনা জানান ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী।

কেমন হল পরীক্ষা? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলের ছাত্রী দ্যাখন বর্মন বলে, 'ইংরেজি পরীক্ষা ভালো হয়েছে।' একই কথা জানাল রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের ছাত্রী সুতপা দাস। এদিন শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার কোনও পরীক্ষার্থী হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দেয়নি বলে জানিয়েছেন মাধ্যমিকের জেলা কনভেনার সুপ্রকাশ রায়।

চার পরীক্ষার্থীর থেকে মোবাইল উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : গোয়ালপোখর নন্দঝাড় হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন চারজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধার করলেন শিক্ষকরা। মোবাইলে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিটের মধ্যে গৃহশিক্ষককে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এমনকি উত্তরও চলে আসছিল। সূত্রের খবর, ওই ছাত্ররা একটি কোচিং সেন্টারের ছাত্র ছিল। সেই কোচিং সেন্টারের গ্রুপে প্রশ্নপত্রের ছবি পাঠানো হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা বিষয়টি বুঝতে পেরে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা কনভেনার বিকাশ দাস জানান, মোবাইল ফোনগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই চারজনের পরীক্ষা বাতিল নিয়ে পর্ষদ সিদ্ধান্ত নেবে। ওই পরীক্ষাকেন্দ্রের সুপারভাইজার রুমা দাস দাবি করেন, 'পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় ভালো করেই পরীক্ষার্থীদের সার্চ করে দেখা হয়েছিল। তবে তখন মোবাইল মেলেনি।'

মোষ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : পাচারের আগে উদ্ধার হল ২৯টি মোষ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল একজনকে। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে বাতাসিতে একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের সন্দেহ হয়। আটক করে তল্লাশি চালাতেই ট্রাকের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় মোষগুলি।।

পরীক্ষা শেষে বাড়ির পথে

শিলিগুড়ির একটি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসছে ছাত্রীরা। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

নুরিকে পদ থেকে সরানোর জল্পনা

অচলাবস্থা কাটাতে তৎপরতা প্রশাসনের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অচলাবস্থা কাটাতে তৎপরতা শুরু করেছে প্রশাসন। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের একটি দল ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক প্রকল্প নিয়ে তদন্ত শেষ করেছে। পঞ্চয়েত দপ্তরের সচিব পর্যায়ে সেই রিপোর্ট পাঠানোর প্রস্তুতিও চলছে বলে জানা গিয়েছে। এই খবরও শোনা যাচ্ছে, প্রধান নুরি বেগমকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে। যদিও এ প্রসঙ্গে ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মনকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'সুজালি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

তৃণমূল অনেক আগেই নুরিকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু পঞ্চয়েত আইন অনুসারে বোর্ড গঠনের আড়াই বছর না হওয়া পর্যন্ত নুরির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারছেন না ঘাসফুলের অন্য সদস্যরা। এমতো অবস্থায় মাসের পর মাস পঞ্চায়েত অফিসে না আসা নুরির বিরুদ্ধে যেতে পারে বলেও গুঞ্জন তুঙ্গে। কারণ প্রধান অফিসে না আসায় জনস্বার্থে উন্নয়নের কাজের গতি থমকে গিয়েছে বলে প্রশাসনের রিপোর্টে উঠে এসেছে।

> বাড়ির অফিস থেকেই পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করছি। আমি পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে গেলে বিরোধী শিবির হামলা করবে। তখন আমার লোকেরাও তো আর বসে থাকবে না। সেসময় গোলাগুলিতে কোনও প্রাণ গেলে কী হবে?
>
> **নুরি বেগম,** *প্রধান কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত*

প্রশাসনের এক কর্তার যুক্তি, 'রাজ্য গ্রাম পঞ্চয়েত দপ্তরের সচিব স্তর থেকে জনস্বার্থে প্রধানের দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ পেলেই এই মর্মে পদক্ষেপ করা সম্ভব। সবটাই আইনি বিষয়।'

নুরির দাবি, এই মর্মে তিনি পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নুরিকে নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে কী সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে চলেছে সেদিকেই তাকিয়ে বিভিন্ন মহল।

গত পঞ্চয়েত ভোটের পর থেকেই সুজালি গ্রাম পঞ্চয়েত অফিসে অচলাবস্থা বড় আকার নিতে শুরু করে। গত এক বছরের বেশি সময় থেকে নুরি পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন না। এরই মধ্যে কয়েক মাস আগে আবাস যোজনায় প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা কাটমানি ফিরিয়ে দিতে পুলিশি নিরাপত্তায় পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিলেন তিনি। নজিরবিহীন ওই ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক কর্তারা কড়া পদক্ষেপের হুংকার দিলেও আখেরে বিশেষ কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তারপর শুনানির ভিত্তিতে ব্লক প্রশাসন নুরিকে নিয়মিত অফিস করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু নুরি প্রশাসনের নির্দেশের তোয়াক্কা করেননি।

শিক্ষককে আটকানোর চেষ্টা অভিভাবকদের

চোপড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে মঙ্গলবার সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুল চত্বর আরও একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। পরে পুলিশকে এসে সামাল দিতে হল পরিস্থিতি। এক প্রাক্তন ছাত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে চলে আসার অভিযোগ উঠেছিল স্কুলেরই সহকারী প্রধান শিক্ষক রবি সরকারের বিরুদ্ধে।

এনিয়ে গত ২৯ জানুয়ারি ওই শিক্ষককে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেয় স্থানীয় ও অভিভাবকদের একাংশ। মঙ্গলবার ওই শিক্ষককে স্কুলে দেখতে পেয়েই ফের একবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় ও অভিবাবকদের একাংশ।

তবে সহকারী প্রধান শিক্ষকের দাবি, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ ও গুজবের ভিত্তিতে স্থানীয়দের একাংশ আমাকে আগেও একদিন স্কুলে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন। এদিন স্কুল থেকে বেরোনোর সময় গেটে আটকানোর চেষ্টা করে।'

অভিভাবকদের পাশাপাশি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকেও স্কুল চত্বরে দেখা যায়। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী আলমারা বেগম বলেন, 'মেয়েটির পরিবার থেকে স্কুলে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার পর ওই শিক্ষককে স্কুলে আসতে বারণ করা হয়। এদিন ওই শিক্ষক ফের স্কুলে এলে অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।'

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তিওয়ারির বক্তব্য, 'সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন অভিভাবকদের একাংশ গেটের বাইরে জড়ো হয়। পরে পুলিশি সহযোগিতায় ওই শিক্ষককে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।'

গাড়ির ছাদে চেপে যাতায়াত পরীক্ষার্থীদের। মঙ্গলবার।

ঝুঁকির যাতায়াত পরীক্ষার্থীদের

নকশালবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : বড়সড়ো বাস দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হুঁশ ফিরল না নকশালবাড়ির। মঙ্গলবারও দিব্যি গাড়ির ছাদে উঠেই পরীক্ষা দিতে গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসের ব্যবস্থা করা হলেও নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রুটে ঝুঁকির যাতায়াত চলছেই। ছোট ছোট যাত্রীবাহী ম্যাক্সিক্যাবে ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করছে পরীক্ষার্থীরা। সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই এমন ছবি দেখা গিয়েছিল নকশালবাড়ি, বেলগাছি, জাবরা, মানঝা এলাকায়। সেদিন বিকেলে হাতিঘিসা চা বাগান এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর বাস দুর্ঘটনার পরেও এদিন ছবিটা কিন্তু বদলায়নি। সব দেখেও এনিয়ে কোনও উদ্যোগ নেই পুলিশ বা প্রশাসনের।

এভাবে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াতকারীদের মধ্যে অধিকাংশই চা বাগান এলাকার পড়ুয়া। নকশালবাড়ি থেকে মানঝা, লোহাগড় যেতে ম্যাক্সিক্যাবই ভরসা পরীক্ষার্থী সহ সাধারণ বাসিন্দাদের। সিট না পেয়ে কখনও গাড়ির ছাদে উঠে, কখনও আবার গাড়ির পেছনের পাদানির রডে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করতে হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের।

নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ অবশ্য দাবি করেছেন, এমন কোনও বিষয় তাঁর নজরে আসেনি। তা সত্ত্বেও তিনি পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

বিডিও না মানলেও এদিন নকশালবাড়ির হাড়িয়া মোড়ের ট্রাফিক বুথের সামনে এই চিত্র দেখা গেল। নকশালবাড়ি-পানিঘাটাগামী রাজ্য সড়ক অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। সেই রাস্তাতেই বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করতে দেখা গেল অন্তত ১৩ জন পরীক্ষার্থীকে। যদিও যাতায়াতের সমস্যা মেটাতে বিভিন্ন রুটে সরকারি বাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

নকশালবাড়িতে চারটি পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে ৩৫০ জন, নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে ১৯০ জন, হাতিঘিসা হাইস্কুলে ৩০৮ জন ও হাতিঘিসার ভিন্টসেন্ট হাইস্কুলে ৪৪২ জন পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছে। তাদের অধিকাংশ বেলগাছি, মানঝা ও মারাপুর চা বাগানের মতো প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দা। আবার কেউ পার্শ্ববর্তী মিরিক ব্লকের বাসিন্দা। তারাই এভাবে যাতায়াত করছে।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বললেন, 'সাধারণত প্রত্যন্ত এই এলাকার বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা ম্যাক্সিক্যাব। এই রুটে কোনও বাসের পরিষেবা নেই। তাই পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করে।'

মানসিক সুস্থতা রক্ষায় ধ্যানে জোর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখা সম্ভব। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি কলেজে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে তরুণসমাজ মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখতে পারবে তার ওপর আয়োজিত কর্মশালায় এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মা প্রিয় দাস। কর্মশালায় উপস্থিত কলেজ পড়ুয়াদের তিনি ধ্যানের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'নিয়মিত ধ্যান করলে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।'

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার বিষয়ে অনেকেই ভাবেন না। সন্তান যে মানসিক সমস্যায় ভুগছে অধিকাংশ অভিভাবকই তা বুঝতেও পারেন না। সময়ের সঙ্গে এই সমস্যা অবসাদের রূপ নেয়। এই অসুস্থতা চিহ্নিত করার উপায় নিয়ে এদিনের কর্মশালায় আলোচনা হয়। পাশাপাশি মানসিকভাবে সুস্থ থাকার নানা উপায় বাতলে দিলেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কাউন্সেলার শবর্ণী নাথ উপস্থিত ছিলেন এই কর্মশালায়। তিনি বলেন, 'সব ধরনের মানসিক অসুস্থতা থেকে বেরিয়ে আসতে কাউন্সেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান'

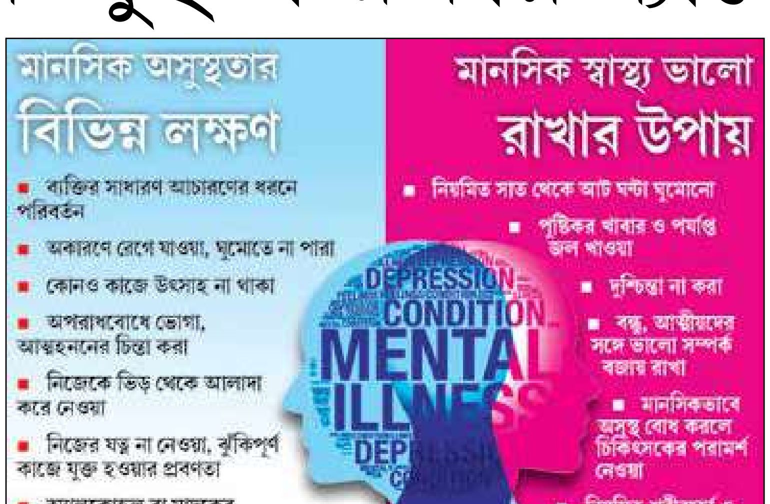

তরুণদের একাংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ঝুঁকছে। নেশায় আসক্ত হয়ে বিপথে চলে যাচ্ছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অভিভাবকদের নজরদারি না থাকায় এই সমস্যা দেখা দেয়। কীভাবে নেশা আসক্তদের সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসা যাবে তার পরামর্শ দিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ বসাক।

তাঁর কথায়, 'বাড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ একটা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। তাই বাড়ির পরিবেশ ভালো রাখতে হবে। পাশাপাশি সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।'

নতুন জিনিসের প্রতি তরুণসমাজের আকর্ষণ থাকে বেশি। তাঁরা নতুন জিনিস পরখ করতে চান। সেই থেকেই অনেকে নেশার জিনিস বেছে নেয়। যা পরে আসক্তির রূপ নেয়। তার থেকেই কমবয়সি অনেকের মধ্যে টাইপ-১ ডায়াবিটিস দেখা দেয় বলে জানিয়েছেন, ডায়াবিটিস ও মেন্টার হেলথ বিশেষজ্ঞ সুদীপ নাথ।

উদ্যোক্তাদের তরফে তরুণকুমার মাইতির বক্তব্য, বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। পড়ুয়ারা নিজেদের সমস্যাগুলো বিশেষজ্ঞদের কাছে তুলে ধরেছেন। সেগুলি প্রতিরোধের পরামর্শও দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৪ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ মাঘ ১৪৩১

অবিশ্বাসের পাঁকে পতন

আপ ধরাশায়ী হওয়ায় চর্চায় এসেছে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না করার প্রসঙ্গ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলছেন, কংগ্রেসের হাত না ধরা কাল হয়েছে আম আদমি পার্টির। যদিও তাঁর দল দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল। তখন তৃণমূল নেত্রী বা তাঁর দল এই সতর্কবাণী কিন্তু আপ নেতৃত্বকে দেননি। ভোটের পরিসংখ্যান দেখে মমতাও বলছেন, আপ-কংগ্রেস সমঝোতা হলে অন্তত ১৪টি আসন পদ্মচিহ্নে চলে যেত না।

এই বিশ্লেষণ পুরোপুরি বেঠিক নয়। কিন্তু আপের পরাজয়ে এই বিশ্লেষণটি যথার্থ নয়। কারণ আরও অনেক আছে। প্রথমত, কবিতায় সেই নীতি পংক্তি স্মরণে আনা যেতে পারে- 'আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।' অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নিজের সম্পর্কে বড় ভাবনা ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি মানুষের আস্থায় চিড় ধরিয়েছিল।

গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেও মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেননি তিনি। আবার জামিনে মুক্ত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়েছিলেন। কেজরিওয়ালের ভাবনায় ছিল, তিনি যা করবেন, বিনা বাক্য ব্যয়ে দিল্লির জনতা তাতে সমর্থন জোগাবে। বাস্তবে এই আত্মম্ভরিতার জবাব দিয়েছেন দিল্লিবাসী। যেমন দলের একাংশের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হয়ে ২০১১-তে সিপিএম সরকারকে জবাব দিয়েছিল বাংলার মানুষ। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হিসাবে যে আপকে ক্ষমতায় এনেছিলেন দিল্লিবাসী, সেই দুর্নীতির অভিযোগে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া কাল হল।

দুর্নীতির সেই অভিযোগ কতটা ঠিক, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। দুর্নীতির পাকে আপকে জড়িয়ে দেওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আপ নিজেকে কলঙ্কমুক্ত প্রমাণে বিশ্বাসযোগ্য কিছু সামনে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্নীতি সাফ করতে যে ঝাঁটার আবির্ভাব, তাতে জড়িয়ে গিয়েছিল কেলেঙ্কারি। দলের নির্বাচনি প্রতীক ঝাঁটা সেই কলঙ্ক সাফ করতে না পারায় আপের ওপর আস্থা কমেছে ধীরে ধীরে।

কোটি কোটি টাকা খরচে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঢেলে সাজানোয় যে শিশমহল বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার সুযোগ করে দিয়েছে আপ সরকারই। দুর্নীতি বিরোধী চ্যাম্পিয়নের তকমা থাকা সত্ত্বেও এই অভিযোগের গ্রহণযোগ্য উত্তর মানুষের সামনে হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল-সিসোদিয়ারা। তৃতীয়ত, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করার পর বিধানসভা ভোটে একাই একশো ঢংয়ে কেজরিওয়ালের আস্ফালন বিজেপি বিরোধী মানুষ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি।

শাহিনবাগ আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, দিল্লিতে দাঙ্গার সময় নীরবতা, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব ও কৃতী ছাত্রদের দিনের পর দিন আটকে রাখার প্রতিবাদ না করা ইত্যাদি ওই ধরনের ভোটারদের মনে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল আগেই। একা লড়ার ঘোষণা সেই অবিশ্বাসের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এতে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট বাঁধা ছিল, তা আপের বাক্স ভেঙে এই নির্বাচনে বেরিয়ে গিয়েছে।

চতুর্থত, যমুনার জল হরিয়ানা দূষিত করে পাঠাচ্ছে জাতীয় বালখিল্য মন্তব্য কেজরিওয়ালের প্রতি শিক্ষিত মানুষের বিতৃষ্ণা তৈরি করে দিয়েছে। উলটে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দিল্লির জলসমস্যা প্রতিকারে দিল্লি সরকারের ব্যর্থতা আর পাঁচটা দলের সঙ্গে আপের পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে, রং আলাদা হলেও অন্য দলের থেকে আপের কোনও ফারাক নেই। দিল্লিবাসীর তাই ভরসা টুটেছে।

পঞ্চমত, আপ আসলে কোনও রাজনৈতিক দলই নয়, একটি মঞ্চ মাত্র। আন্না হাজারের নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যার জন্ম। দল নয় বলে, আপের কোনও সংগঠন নেই। এতদিন আবেগে ভর করে নির্বাচনি সাফল্য পেয়েছে। অন্য দলগুলির সঙ্গে পার্থক্য ঘুচে যাওয়ায় সেই আবেগ উধাও হয়ে গিয়েছে মানুষের মন থেকে। ব্যক্তিনির্ভর দল তৃণমূলও। কিন্তু দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। আপের বিরাট খামতি সেখানে। সংগঠনহীন দলের পরিণতি এমনই হয়।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

আলোচিত

বাংলাদেশে লাল বিপ্লবের পর জিহাদিরা খুনের লাইসেন্স পেয়ে গেছে। অবাধে লুঠতরাজ খুন চালিয়ে যাচ্ছে। মব ভায়োলেন্স এখন তাদের নিত্যদিনের উল্লাস। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। এই লজ্জা কার? ইউনূসের। উপদেষ্টামণ্ডলীর। পুলিশবাহিনীর। মুখ বুজে থাকা সমস্ত লেখক ও প্রকাশকদের। -তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল

গুজরাটের সুরাটে স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানে ৩৫ জন ছাত্র রাস্তায় ২৬টি গাড়ির কনভয় নিয়ে আসার সময় স্টান্ট দেখায় ও আতশবাজি পোড়ায়। ভিডিও ভাইরাল হতেই ট্রাফিক রুল লঙ্ঘনের দায়ে ১২টি গাড়ি আটক। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনার দায় নেয়নি। ছাত্র ও অভিভাবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

আজ

১৯১৯

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৮০৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন আব্রাহাম লিঙ্কন।

সোজা-সাপটা

সুখেন বলল, চোখের ফাঁদে আটকে ফেলবি। চোখে হাসবি। চোখে চোখে বলবি, সুন্দরী, তুমি আমার, তুমি আমার। সম্মোহিত করে ফেলবি। নিজেকে ভাববি অজগর, সামনে তোর হরিণী।

চোখে দেখে চোখে চেখে দেখার বিপদকথা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার সেই বয়সে একবার প্রেমে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল। সেই বয়েস? যে বয়েসে ঠোঁটের ওপর কাঁচ কাঁচ গোঁফের দুর্বো জন্মায়। দাড়িতে দু'একগাছা ছাগুলে চুল দেখা যায়। গলাটা একটু ভারী ভারী হয়। মানুষ পাকা পাকা কথা বলতে শেখে। সবজান্তা, হামবড়া ভাব। লঘুগুরু জ্ঞানশূন্য। সব কথাতেই এক কথা, যান যান, আপনি কী বোঝেন, আপনি কী জানেন?

সেই বয়েস।

প্রেমে পড়তে হলে একটি মেয়ে চাই। যে-সে মেয়ে হলে হবে না। সুন্দরী হওয়া চাই। ডানাকাটা না হোক, দেখলে যেন প্রেমের উদয় হয়। নায়িকাদের বর্ণনা কত উপন্যাসে পেয়েছি। ছায়াছবির পর্দায় দেখেছি। চাঁদের আলোর ঝিলিক ফুটছে। গাছের ডাল ধরে নায়িকা নাচছে, গাইছে। ঝোপে কোকিল ডাকছে কু-উ-উ।

আমার বন্ধু সুখেন সেই বয়সেই আমার চেয়ে অনেক বেশি পেকেছিল। হিন্দি সিনেমা দেখত আকছার। ইংরেজি ছবির হিরো-হিরোইনদের নাম কণ্ঠস্থ ছিল। বুকপকেটে মেরিলিন মনরোর ছবি পুষত। সে এক ছেলে ছিল বটে।

সুখেন বলল, সব মেয়েই তো আর প্রেমে পড়ে না। যেমন ধর, সকলের সর্দি হয় না। ন-মাসে ছ-মাসে হয়তো একবারই হল। কারও আবার বারোমাসই সর্দি। সকাল হল তো ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর হাঁচি। একে বলে সর্দির ধাত। এই রকম কারও কাশির ধাত, কারও পেট খারাপের ধাত। সেই রকম কোনও কোনও মেয়ের প্রেমের ধাত থাকে। ধাত বুঝে এগোতে হয়।

সে আমি কী করে বুঝব ভাই?

খোঁজখবর নিতে হবে। অতই সোজা চাঁদু। ঘুরে ঘুরে বাজার দেখ। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। রাস্তায়, ঘাটে, বাসে, ট্রামে যেখানেই দেখবি কোনও মেয়ে তোর দিকে পুটুস করে তাকিয়েছে, তুই ক্যাবলার মতো চোখ সরিয়ে নিবি না, তুইও তাকাবি কটমট করে। বড় বড় চোখে। মেয়েটা যদি আবার তাকায়, তোর চোখে চোখ পড়বেই। চোখে জাদু থাকে জানিস?

না ভাই।

কী জানো তুমি? চোখের ফাঁদে আটকে ফেলবি। চোখে হাসবি। চোখে চোখে বলবি, সুন্দরী, তুমি আমার, তুমি আমার। সম্মোহিত করে ফেলবি। নিজেকে ভাববি অজগর, সামনে তোর হরিণী।

তুই চোখ মারতে বলছিস? ও ভাই, অসভ্য ছেলের কাজ।

তুই একটা গর্দভ। চোখ মারা নয়। চোখে ভাবের খেলা। সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখেছিস? এই চোখে জল, এই চোখে হাসি, এই চোখে প্রেম, এই চোখে ঘৃণা। সব চোখে চোখে। চোখেই মনের প্রকাশ। তেমনভাবে তাকাতে পারলে রয়েল বেঙ্গল লেজ গুটিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

ও ভাই আমি পারব না। আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। আমি কি সুচিত্রা সেন?

দূর মড়া! সুচিত্রা সেনের মতো অভিনয় ক্ষমতা, চোখের ভাষার কথা বলছি। বাড়িতে বড় আয়না আছে?

তা আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়াবি, দাঁড়িয়ে চোখের ট্রেনিং শুরু করবি। ঘরে কাউকে ঢুকতে দিবি না। হাসবি কাঁদবি রাগবি গলবি চমকাবি চমকে দিবি। মুখের কিন্তু কোনও পরিবর্তন হবে না। সব চোখে। চোখকে খেলাবি।

এই হল তোর প্রেমের প্রথম পাঠ। এইটে উতরে গেলে দ্বিতীয় পাঠ পাবি।

মনে মনে ব্যাপারটা চিন্তা করে সুখেন ইয়ার্কি করেছে বলে মনে হল না। সত্যিই তো, বশীকরণ বলে একটা ক্রিয়া অবশ্যই আছে। তা নাহলে পাঁজিতে এত বিজ্ঞাপন থাকে কেন? জাদুকর পিসি সরকার হলসুদ্ধ লোককে হিপনোটাইজ করে কত খেলাই তো দেখিয়ে গেছেন। সেই সময়ের খেলা। ন-টার সময় সাতটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলেন!

আমাদের পাড়ার কার্তিককে মেসমেরাইজ করে গুণী ব্যক্তি নাম রেখে গেলেন কাকাতুয়া। বলেছিলেন, ফিরে এসে ঠিক করে দেব। তিনি আর ফিরলেন না। সেই থেকে কার্তিক কাকাতুয়া। কাকাতুয়া বললে সাড়া দেয়। কার্তিক বললে সাড়া দেয় না।

দুপুরবেলা বড় বৌদির ঘরে চোখের ট্রেনিং শুরু হল। কেউ যেন আবার দেখে না ফেলে। সব তাহলে কেঁচে যাবে। বাড়িতে প্রাণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। দুপুরের দিকে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই ধুঁকতে থাকে। বড় বৌদির নাক ডাকে। আমার ছোট বোন পিয়া কলেজে চলে যায়। এই হল সাধনার উপযুক্ত সময়।

নিজের চোখ আগে কখনও আমি এমন করে দেখিনি। কেউ দেখেছেন কি না সন্দেহ আছে। আমরা সাধারণত আয়নার সামনে দাঁড়াই। ঝট করে চুল আঁচড়াই সট করে সরে আসি। এ একেবারে নিজের মুখোমুখি ফেস টু ফেস। নিজেকে নিজে দেখা। কখনও প্রেমের দৃষ্টিতে, কখনও ঘৃণার দৃষ্টিতে, কখনও আমন্ত্রণের দৃষ্টিতে আও না পেয়ার করে, লাভ করে, আও না।

দুপুরটা কয়েক দিন এইভাবেই বেশ কাটল। দৃষ্টিতে দৃষ্টি ঠেকিয়ে। নিজের সঙ্গে নিজে চোখে চোখে কথা বলে। হঠাৎ একদিন পিয়ার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। আমি জানতুম না ধরা পড়ে গেছি। পিয়া কোন সময় পিছন থেকে দেখে সরে পড়েছে। মনে হয় একটু ভয়ও পেয়েছিল। চুপিচুপি বড় বৌদিকে বলেছিল, দাদা দুপুরবেলা তোমার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কী করে বলো তো! আমাদের পুষিটাকে আয়নার সামনে বসিয়ে দিলে ঠিক ওই রকম করে। ফ্যাঁস-ফোঁস, থাবা-মারা।

বড় বৌদি বড় চালাক মেয়ে। দুপুরে বিছানায় পড়ে রইলেন মটকা মেরে। সাধনপথে বেশ কিছু দূর এগিয়েছি। একেবারে তন্ময়। চোখে চোখে হাসি চলছে। বৌদি বললে, কী হচ্ছে?

চমকে উঠেছিলুম। ধরা পড়ে গেচি, কী লজ্জা!

বললুম, অভিনেতা হব তো, তাই একটু চোখ সাধছি।

সে আবার কী? লোকে তো গলা সাধে, চোখ সাধা জিনিসটা কী?

আছে আছে। সে তুমি বুঝবে না বৌদি!

কোনও রকমে পালাতে পারলে বাঁচি। ছাদের ঘরে পুরোনো বইয়ের গাদা থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া একটা বই পেলুম, ত্রাটক সাধনা। তিন-চার হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে সবুজ একটা বিন্দু লাগিয়ে, পদ্মাসনে বসে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক, যেন চোখের পলক না পড়ে! পাঁচ সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড, মিনিট, এক দুই পাঁচ দশ, ঘণ্টায় চলে যাও। তারপর দিনে।

'তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে জ্যোতি খেলবে। অলৌকিক দৃশ্যসমূহ চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। চরাচরে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হইবে। উড্ডীয়মান পক্ষীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলে ভস্ম হইয়া পড়িয়া যাইবে। যাহার দিকে তাকাইবে, সে-ই তোমার বশীভূত হইয়া কুক্কুর কুক্কুরীর ন্যায় পদপ্রান্তে পতিত হইবে, কম্পমান শাখার ন্যায়। ভজন করনা চাহি রে মনুয়া, সাধন করনা চাহি রে মনুয়া।'

সেই সাধনায় অ্যায়সা ফল ফলল! একদিন রাস্তা দিয়ে দুটি মেয়ে চলেছে। একটিকে মনে বড় ধরে গেল। মনে হল প্রেমের ধাত। সুখেন যেন বলেছিল, সর্দির ধাত, পেটের অসুকের ধাত। মিষ্টি, নরম নরম চেহারা। অবাক জলপানের মতো মুখ। মা দুর্গার মতো চোখ। ডুরে শাড়ি পরেছে। রাস্তায় যেন কাঁপন ধরেছে।

টাটকা গীতগোবিন্দ ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসতে লাগল। হে সুন্দরী, তোমার নজরোঁকা তির ভুরুর ধনুর ছিলে টেনে অমন করে আর মেরো না। আমার মন ফেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না সখী! এ তো তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তোমার কালো কুটিলকেশ আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছে, এও স্বাভাবিক। তোমার বিশ্বফলতুল্য বাগযুক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করছে, তাতেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু তোমার ওই স্তনমণ্ডল কেন আমার প্রাণ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবে! আমি সইতে পারি, না বলা কথা, মন নিয়ে ছিনিমিনি সইব না, সইব না।

গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করে ভীষণ সাহস এসে গেল। বল বীর নয়, তাকাও বীর। কীভাবে তাকিয়েছিলুম জানি না! একটি মেয়ে আর একটিকে বললে, দ্যাখ ভাই, পাগলটা তোর দিকে কীভাবে তাকিয়ে আছে! তারপর রাস্তায় ষাঁড় দেখে মেয়েরা যেভাবে হুটোপাটি করে পালায়, সেইভাবে দুজনে, গলাগলি, টলাটলি করতে করতে পালাল। একজনের পা থেকে চটি ছিটকে নর্দমায় পড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে তারা আর একবার ফিরে তাকাল ভয়ে ভয়ে। যেন দেখছে, ষাঁড়টা কত দূরে!

মনে বড় ব্যথা পেলুম। আরও অবাক হলুম, সবাই যখন বলতে লাগল, চোখ রাঙাচ্ছ কেন? তোমার চোখরাঙানির আমরা তোয়াক্কা করি না হে! যার দিকে তাকাই তিনি একই কথা বলেন, চোখ পাকাচ্ছ কেন? মাথা ঠান্ডা করো, মাথা ঠান্ডা করো। গুরুজনের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সমীহ করে বলতে হয়।

বড় বৌদির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠলুম, এ আবার কে রে! চোখ দেখলে মনে হয়, এখুনি গেয়ে উঠবে, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।' চোখের পাতা পড়ছে না, মণিদুটো পাথরের মতো স্থির। নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি। কান ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, আর করব না স্যর!

চোখের ডাক্তার বললেন, এ কী করে এনেছ হে? একে বলে চোখ ঠিকরে যাওয়া। কী করে এরকম করলে হে? ভূত দেখলে এরকম হতে পারে। আমরা পড়ে এসেছি। দেখলুম এই প্রথম। তুমি বোসো, বোসো।

কথায় কথায় ডাক্তারবাবু জানতে পারলেন, আমার ত্রাটক সাধনার ফল এই চোখ।

চোখ বাঁচাতে শুরু হল চোখের ব্যায়াম। চোখ ঘোরানো, চোখ নাচানো, চোখ পিটপিট, পাতা ফেলার আগে খোলা। সুখেন ঠিকই বলেছিল, চোখ বড় সাংঘাতিক জিনিস।

জনমন জনমত

আজকের নারীদের সঙ্গে মিল অহল্যাবাইয়ের

ইতিহাসের পাতায় রানি অহল্যাবাই হোলকার সম্পর্কে আমরা কমবেশি সকলেই পড়েছি। অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও নিজের অদম্য ইচ্ছায় অহল্যাবাই পরবর্তীতে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম লিখে যান।

অহল্যাবাইয়ের প্রসঙ্গ তোলার কারণ, কোথাও আজকের নারীদের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। বিংশ শতকে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। সে হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দেশের রাষ্ট্রপতি। নারী আজ চন্দ্র অভিযানে যাচ্ছে, হিমালয়ে এমনকি মঙ্গল গ্রহেও নারী পা রেখেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও নারী তার প্রাপ্য সম্মানটুকু পায় না। যা পায় তাকে সেটা ছিনিয়ে নিতে হয়। আজও সমাজের এক শ্রেণির মানুষের চাপে সে পদপিষ্ট হয়। তবে অহল্যাবাই সতীদাহ ঠেকাতে পারলেও বাল্যবিবাহ আটকাতে পারেনি। তাকেও বাল্যবিবাহের শিকার হতে হয়েছিল।

লেখাপড়ার দিক থেকেও দেখতে গেলে পুঁথিগত বিদ্যা কি আমরা সবাই অর্জন করতে পেরেছি? পারিনি। সেই সময়ে অধিকাংশ নারী ছিল নিরক্ষর। আর আজ সংখ্যায় তা কম হলেও নারী সেই নিরক্ষরই রয়ে গিয়েছে। আজকের সমাজে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ উঠে গেলেও নারীকে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির শিকার প্রতিনিয়তই হতে হয়। তবে অহল্যাবাইয়ের দেখানো পথে আজকের নারী শিখেছে, তার যা প্রাপ্য তাকে সেটা আদায় করতে হবে। যতই বাধা আসুক না কেন মনের জোরে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবেই।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শিক্ষার্থীদের পড়ার সঙ্গে ট্যাবের যোগসূত্র নেই

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' নামাঙ্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ট্যাব বা স্মার্টফোন দেওয়া শুরু করে। সরকার ২০২১ সাল থেকে প্রকল্পটি চালু করে। এজন্য সরকারকে অতিরিক্ত ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই ট্যাব দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ বড্ড সন্দিহান। শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের সঙ্গে স্মার্টফোনের কী যোগসূত্র তা পরিষ্কার নয়।

করোনা আবহে ঝটিকা চমক দিয়ে সরকার এই প্রকল্প চালু করে। তারপর থেকে প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের ট্যাব দেওয়া হচ্ছে। সরাসরি ট্যাব না দিয়ে ট্যাবের বিনিময় মূল্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্টে দশ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। অনলাইন ক্লাসের জন্যই যদি এই স্মার্টফোন দেওয়া হয় তাহলে বলতে দ্বিধা নেই যে পুরো ব্যবস্থাটাই 'এক প্রকার তুঘলকি প্যাকেজ'। যাদের অ্যাকাউন্টে স্মার্টফোনের নাম করে দশ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেই ফোনের শিক্ষামূলক ব্যবহারিক দিকটা বিবেচনা করা হল না।

এমনকি ট্যাবের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষক-পড়ুয়াদের নিয়ে কোনও ওয়ার্কশপ করা হয়নি। স্কুলগুলিতে শিক্ষা সহায়ক অনলাইন অনুকূল পরিকাঠামো না গড়ে ছাত্রছাত্রীদের স্মার্টফোন দিয়ে সরকারি উদ্দেশ্য হয়তো সফল হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের দিক থেকে তেমন কোনও লাভ হয়নি বলে মনে করি। তাছাড়া ট্যাবের জন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানো টাকা অন্য প্রয়োজনে খরচ করার যেমন আশঙ্কা থাকে, তেমনই অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

ট্যাব বা স্মার্টফোন যদি দিতেই হয় তাহলে স্কুলগুলির ডিজিটালাইজেশন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আগে হওয়া দরকার। ট্যাবের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ না করে সেই টাকা যদি স্কুলে স্মার্ট ক্লাস তৈরিতে ব্যয় করা যায় তাহলে এই ট্যাবের ব্যবহার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

এজন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। শুরুতে এক-দুটি শ্রেণিকক্ষ স্মার্ট ক্লাসে রূপান্তর করা যেতে পারে। প্রয়োজনে স্থানীয় শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, স্কুলগুলির প্রাক্তন প্রতিষ্ঠিত ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে।

নইলে শুধু শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়বে তা নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাবে।

গজেন মণ্ডল, উত্তর চকভবানী, দক্ষিণ দিনাজপুর।

অনেক স্কুলে বন্ধ নয় জানলা

পড়া না পারলে ক্লাসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কথায় কথায় বলে থাকেন, এক কান দিয়ে শুনিস আর অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার প্রশ্ন, স্কুল ছুটির পর মুখ হাঁ করে বসে থাকে জানলাগুলো। সেটা কি বন্ধ করার সময়ের অভাব, শিক্ষাকর্মী নেই, নাকি আলস্য? আমি জানি না। খোলা জানলা কি প্রধান শিক্ষকের নজরে পড়ে না?

আমার দেখা বেশ কিছু উচ্চবিদ্যালয়ে এই রকমভাবে জানলাগুলো খোলা থাকে। এভাবে পড়ে থাকলে প্রকৃতি ও মনুষ্য প্রভাব যে পড়বে না তা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। তাই আমি স্কুল পরিদর্শকদের কাছে বিষয়টি দৃষ্টিগোচরের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মনোজকুমার রায়
দক্ষিণ ঝাড়আলতা, ধূপগুড়ি।

বেতন-পেনশনে কেন এত বৈষম্য

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশনের বৈষম্য ভয়ানক জায়গায় পৌঁছেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সবাইকে একই দামে কিনতে ইচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এ এক অসহনীয় অবস্থা! রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বহু প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ, মানবিকতার সঙ্গে বিষয়টি পর্যালোচনা করে এই বৈষম্যের যথাযথ সমাধান করুন।

অসীমকুমার ভদ্র, শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৩

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। দেশে শাসন বা সরকার পরিচালনা ৫। অবিকল একই রকম দেখতে ৬। ধর্মকর্মের ভান করা ভণ্ড ব্যক্তি ৮। গণিতের অনুপাত অথবা দুর্গ ৯। গয়না অথবা পর্দাও হতে পারে ১১। যে কাঠির ছোঁয়ায় রূপকথার গল্পে মৃতদেহ প্রাণ ফিরে পায় ১৩। সুন্দরবনের ডোরাকাটা বাঘ ১৪। জলখাবার বা নাস্তা।

উপর-নীচ : ১। অন্যের রূপ ধারণ করতে পারদর্শী ২। প্রবল হাওয়ার শব্দ ৩। মহুয়ার ফুল ৪। বাণ বা খড়্গ ৬। আকারে ছোট নয় ৭। যিনি ঋণ গ্রহণ করেছেন ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে আসা লিখিত বার্তা ১০। কাল্পনিক ১১। শেকল বা শৃঙ্খল ১২। পর্যুদস্ত হওয়া ১৩। অস্ত্র ধার করার পাথর।

সমাধান ■ ৪০৬২

পাশাপাশি : ১। ভগ্নদূত ৩। সমীহ ৫। জনসাধারণ ৬। নষ্টামি ৭। পীড়িত ৯। দরবিগলিত ১২। গাভিন ১৩। টমটম।
উপর-নীচ : ১। ভয়হীন ২। তর্জন ৩। সমাধা ৪। হরিণ ৫। জমি ৭। পীত ৮। তসলিম ৯। দরগা ১০। বিহান ১১। লিফট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

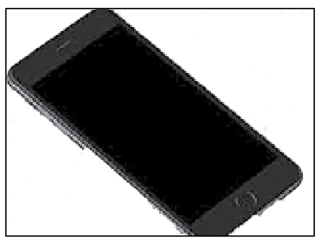

বিধায়কের ফোন

মঙ্গলবার বিধানসভা থেকে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের আইফোন উধাও হয়ে যায়। যদিও তা কিছুক্ষণের মধ্যেই এমএলএ হস্টেলে তাঁর ঘর থেকেই উদ্ধার করে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ।

মামলায় নেই

বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে মুকুল রায়ের পদ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ও কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রধান বিচারপতি।

তলব

ডিউটি না করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অভিযোগে সৌম্য পাল ও ঔনীক দাস নামে দুই চিকিৎসককে ২০ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য ভবনে তলব করা হয়েছে।

চুক্তি

র‌্যাশনের চালের পুষ্টিগুণ বাড়াতে কানাডার একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল রাজ্য সরকার। ওই সংস্থাটি রাজ্য সরকারকে কারিগরি সহায়তা দেবে।

বেতন পাবেন না মানিক

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলে থাকাকালীন সময়ের বেতন তুলতে পারবেন না তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। জেলে থাকাকালীন সময়ের বেতন তুলতে চেয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন মানিক। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি শুনানি হয়। সেখানে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের কাছে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চান, কারাবাসে থাকাকালীন মানিকবাবু ওই টাকা পাওয়ার যোগ্য কি না। অ্যাডভোকেট জেনারেল জানিয়ে দেন, জেলে থাকাকালীন মানিকবাবু বেতন পাওয়ার যোগ্য নন।

শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : কালীপুজোর সময় কলকাতার নারকেলডাঙায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুরিন্দর পাল সিং গুগি ও তাঁর ছেলে। তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত করার উদ্যোগ না নিলে লালবাজার অভিযান করবেন বলে পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনাকে শিখ সম্প্রদায়ের ওপর শাসকদলের নেতিবাচক মনোভাব বলে দাবি করে সুরিন্দরের মুক্তির দাবিতে সরব হতে কলকাতার শিখ সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন শুভেন্দু।

ফের কংগ্রেসে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূলে কাজের সুযোগ নেই। তাই পুরোনো দলেই ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর ১২টায় বিধান ভবনে এআইসিসির শীর্ষনেতাদের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে ফিরবেন তিনি। এআইসিসির পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, ঝাড়খণ্ডের পর্যবেক্ষক ওই অনুষ্ঠানে থাকছেন।

‘বেকার মেলা’

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবিলম্বে বকেয়া পদে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার এক অভিনব বিক্ষোভ দেখালেন ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। সল্টলেকে বিকাশ ভবনের কাছে ‘বাংলার বেকারদের মেলা’ নামে এক কর্মসূচি নেন টেট উত্তীর্ণরা। সেখানে চপ, মুড়ি, বেগুনি, পকোড়া, চা, বিস্কুট, পাঁপড় ইত্যাদি বিক্রির জন্য বিভিন্ন স্টলের ব্যবস্থা করা হয়। স্লোগান দেওয়া হয়, ‘ও দিদিভাই, ও দাদাভাই পরোটা খাবেন নাকি? টেট পাশ করা বেকার আমি। ডিম-পরোটা বেচি।’ চাকরিপ্রার্থী নন্দিতা মণ্ডল চপ ভাজতে ভাজতে বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই পথ দেখিয়েছেন।’

‘কাকু’র নমুনা

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করল সিবিআই। মঙ্গলবার তিনি আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন। এর আগে পাঁচবার অসুস্থতার কারণে হাজিরা এড়িয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। এদিন তাঁকে বিচারকের চেম্বারে বসিয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার। সূত্রের খবর, অপর ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের দু-তিনটি অংশের রিডিং পড়ে শোনাতে বলা হয়। তা রেকর্ড করা হয়। এই নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য দিল্লির ল্যাবে পাঠানো হবে।

ছেলেবেলা।। মঙ্গলবার শোভাবাজারে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বালুরঘাটের দুর্ঘটনার পর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

সব অঙ্গনওয়াড়িতে এলপিজি সংযোগ

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : গত সপ্তাহেই দক্ষিণ দিনাজপুরের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কাঠকয়লার উনুনে রান্নার সময় দুর্ঘটনায় ৫৫ বছরের এক কর্মীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এরপরই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে রান্না নিয়ে সিদ্ধান্ত নিল নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর। এবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আর কাঠ, কয়লার উনুনে রান্না করা যাবে না বলে মঙ্গলবারই দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা শাসকদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

এদিন বিধানসভায় রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ‘আসন্ন আর্থিক বছরেই রাজ্যের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি সংযোগের কাজ শেষ করা হবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুর্ঘটনায় মৃত কর্মীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই মুহূর্তে রাজ্যে ৮১ হাজার ৩২১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলিতে এলপিজি সংযোগ দিতে গেলে ৩৭ কোটি ৮১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫০ টাকা খরচ হবে।’

দক্ষিণ দিনাজপুরে দুর্ঘটনার পর এই নিয়ে জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছিল, গত ৭ ফেব্রুয়ারি কাঠকয়লার উনুনে রান্না করার সময় ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর শাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে তিনি সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান। সেইসময় মাঠে কাজ করা এক কৃষক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে খাসপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু মুখ ছাড়া গোটা শরীরই ঝলসে যাওয়ায় তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ওই সন্ধ্যাতেই তিনি মারা যান।

> আসন্ন আর্থিক বছরেই রাজ্যের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি সংযোগের কাজ শেষ করা হবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
>
> **শশী পাঁজা**
> *নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী*

সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় তাঁর নিজের ঘরে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজাকে ডেকে নেন। সেখানে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও ছিলেন। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি সংযোগ দিতে কত খরচ হতে পারে, সেই নিয়ে দপ্তরের কর্তাদের কাছে রিপোর্টও নেন। তখনই তিনি শশী পাঁজাকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর মঙ্গলবারই নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে।

নবান্ন সূত্রের খবর, এই এলপিজি সংযোগ দিতে যা খরচ হবে, তা বাজেটে বরাদ্দ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দপ্তরের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

মমতা-সৌরভ সাক্ষাৎ নবান্নে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যে লগ্নি করার জন্য বিনিয়োগকারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই মঞ্চে দাঁড়িয়েই জানিয়েছিলেন, রাজ্যে বিনিয়োগে সৌরভের অবদান রয়েছে। ওই রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার বিকালে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সৌরভ। প্রায় আধ ঘণ্টা তাঁদের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও পক্ষই প্রতিক্রিয়া না দিলেও নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন সৌরভ। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে ইস্পাত কারখানা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তিনি। সেই মতোই এদিন ওই প্রকল্প নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

শালবনীতে সৌরভ ১ টাকায় জমি পেয়েছিলেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার নবান্ন থেকে বেরিয়ে সৌরভ বলেন, ‘১ টাকা নয়, ১০০ কোটি টাকা দিয়ে ৩৫০ একর জমি কিনেছি। তিনি জানান, সরকারি টেন্ডারের মাধ্যমে জমি কেনা হয়েছে। এই জমি আগে প্রয়াগের কাছে ছিল। প্রয়াগের এই জমি ২০ লক্ষ টাকা প্রতি একর হিসাবে তিনি কিনেছেন। কিন্তু এই জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। যেখানে প্রয়াগ গ্রুপ আদালতে দাবি করে, এই জমির বর্তমান মূল্য ২৭০০ কোটি টাকা! বিষয়টি এখনও বিচারাধীন। পরবর্তী শুনানি ১৩ ফেব্রুয়ারি। তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌরভের এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিধানসভায় ভাষণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ

ধনকরের প্রস্তাবে ধন্দে রাজ্য সরকার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় বিশেষ ভাষণ দিতে চান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। সম্প্রতি সেই ইচ্ছার কথা জানাতে নিজের সচিব সুনীল গুপ্তাকে বিধানসভায় পাঠিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তিনি। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, উপরাষ্ট্রপতির বিশেষ ভাষণের জন্য বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করতে হবে।

ধনকরের প্রস্তাব প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আমি আশা করব, উনি যেন সরকারের তৈরি করা ভাষণ না দেন। খবর যদি সত্য হয়, তাহলে আমি ওঁর কাছে অনুরোধ করব, তিনি যেন নিজের মতো করে বক্তব্য রাখেন।’

বিধানসভায় বিশেষ ভাষণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল, বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে রাজ্য সরকার। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমিও বিস্মিত। উনি উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে বিধানসভায় ভাষণ দিতে গেলে আমাকে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে। কারণ, বিধানসভায় উপরাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার কোনও রীতি নেই। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিধানসভার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিধানসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু বিধানসভার ইতিহাসে কোনও উপরাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার ইতিহাস নেই।’

২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত রাজ্যে রাজ্যপাল হিসেবে ধনকরের জমানা ছিল ঘটনাবহুল। ওই তিন বছর রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের শিরোনামে ছিলেন তিনি। নানা ইস্যুতে নবান্ন-রাজভবন সংঘাত তখন লেগেই থাকত। বিধানসভার নানা ইস্যুতেও অধ্যক্ষের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে ধনকরের। যদিও, উপরাষ্ট্রপতি হয়ে দিল্লি যাওয়ার পর সেই সমীকরণ পুরোটাই বদলে যায়। তা সত্ত্বেও ধনকর নিজে বিধানসভায় এসে বিশেষ ভাষণ দিতে চাওয়ায়, তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে রাজ্য।

পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন, উপরাষ্ট্রপতির প্রস্তাব দেওয়ার পর কিছুটা সময় গড়িয়েছে। এতদিন পরে হঠাৎ কেন সরকারের তরফে এই ঘোষণা প্রকাশ্যে আনা হল? রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দিল্লির ফলকে হাতিয়ার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সম্প্রতি কলকাতায় এসে বলেছেন, দিল্লির ফল দেখে ভয় পেয়েছেন মমতা। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরা বলতে শুরু করেন, দিল্লির মতো পরিস্থিতি হবে বাংলাতেও।

দলীয় বৈঠকে দলের বিধায়কদের আশ্বস্ত করতে দিল্লি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বললেও, প্রকাশ্যে সরকারিভাবে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি মমতা। এই আবহে আচমকা ধনকরের প্রস্তাব ফাঁস করে দিয়ে হয়তো বিজেপিকে পালটা বার্তা দিলেন মমতা। ধনকরের প্রস্তাবের কথা জানাতে গিয়ে অধ্যক্ষ কৌশলে এটাও বলেন, ভাষণে তিনি বিতর্কিত কোনও বিষয় বা সরকার বিরোধী কোনও বার্তা দিতে চান না বলেও নিজেই জানিয়েছেন ধনকর।

‘প্রশাসনে দুর্নীতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী’

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে, তা প্রশাসনের অভ্যন্তরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে বলে মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের শুনানি পিছোনোর আর্জিতে সন্দীপদের দায়ের করা মামলার শুনানি হয়। তখনই ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘এই ধরনের দুর্নীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এবং আইন মেনে দ্রুত বিচার না হলে বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা থাকবে না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। প্রশাসনের অভ্যন্তরে এই ধরনের দুর্নীতি হয়ে থাকলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই ধরনের দুর্নীতি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও প্রশাসনকে কলুষিত করে। আদালত এও মনে করে, অভিযুক্তরা সরকারি আধিকারিক। কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে সরকারি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠলে হেপাজতে রেখেই বিচার হওয়া উচিত।’

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

মঙ্গলবার সন্দীপ ঘোষের নামের আগে ডাক্তার লেখা নিয়ে কড়া মন্তব্য রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর পর্যবেক্ষণ, মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সন্দীপ ঘোষ সাসপেনশনে রয়েছেন। তাই আদালত তাঁকে এখন নামের আগে চিকিৎসক হিসেবে দেখবে না।

তেলেঙ্গানার বিস্ফোরক বঙ্গে

রামপুরহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরকবোঝাই লরি আটক করল বীরভূমের রামপুরহাট থানার পুলিশ। বিস্ফোরক বহনের অভিযোগে আটক করা হয়েছে তিনজনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্ফোরক কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতরা হল ভেঙ্কটেশ্বরলু মুক্কামুলা, বোমাকান্তি বেণুগোপাল এবং শেখ পাশা। পুলিশ সূত্রে খবর, তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলার কোন্ডাপুর মণ্ডলের কোনাপুর গ্রাম থেকে ১৬ চাকার লরিতে বিস্ফোরকবোঝাই করে নিয়ে আসা হচ্ছিল। লরিতে ৩২০ ব্যাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই করা হয়েছিল। প্রতিটি ব্যাগের ওজন ৫০ কেজি। মোট ১৬০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট লরিতে ছিল।

আলু-ভোগান্তি কমাতে পরিকল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : আলু নিয়ে এবার আর ভুগতে হবে না রাজ্যবাসীকে। এই ব্যাপারে আগাম একটি পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই মুহূর্তে রাজ্যে নতুন আলু উঠতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে আলুর দাম নিয়ে রাজ্যবাসীকে যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়, আলুচাষিরাও যাতে আলুর ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্যই সরকার এই প্রথম নয়া নীতি ও পরিকল্পনা নিতে চলেছে। কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না মঙ্গলবার বিধানসভার লবিতে দাবি করেন, প্রকৃতি বিরূপ না হলে এবার আর আলু নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। নিম্নচাপ ও শিলাবৃষ্টির কারণে আলুচাষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। এবার এখনও তা হয়নি বলে রেকর্ড ফসলের আশা করা হচ্ছে। এবার লক্ষ্যমাত্রা ৭১ লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছর লক্ষ্যমাত্রা থেকে সাড়ে চার লক্ষ মেট্রিক টন কম উৎপাদন হওয়ায় সমস্যা হয়েছিল।

মঙ্গলবার ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে মন্ত্রী বলেন, এবার যাতে আলু নিয়ে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য সরকার একটা নীতি ও পরিকল্পনা নিতে চলেছে। বর্তমানে তা ফাইলবন্দি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়। তাঁর অনুমোদন

মিললেই আলু নিয়ে সরকারের নয়া নীতি ও পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে। রাজ্য বাজেটেও আলু নিয়ে রাজ্যের অবস্থান ও পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যেতে পারে বলে কৃষি বিপণনমন্ত্রী জানান।

আলুর দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে এবার আর ওই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চায় না রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কৃষি, কৃষি বিপণন, পঞ্চায়েতের মতো দপ্তরগুলি এই বিষয়ে আগাম পদক্ষেপ করতে দফায় দফায় বৈঠক করে। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো আলু নিয়ে সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মন্ত্রী বেচারাম জানান, গতবার আলুর দাম, সরবরাহ ও ভিনরাজ্যে পাঠানো নিয়ে যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই শেষপর্যন্ত তা সামাল দেওয়া গিয়েছে। তা না হলে হয়তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতেই সরকারকে আগাম কিছু পদক্ষেপ করতে হচ্ছে। বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা, চাষিরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান, সেইসব দিক ভেবেই নয়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সব মহলের স্বার্থেই নয়া আলু নীতি ও পরিকল্পনার কথা আগাম এখনই ঘোষণা করা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের পর তা ঘোষণা করা হবে।

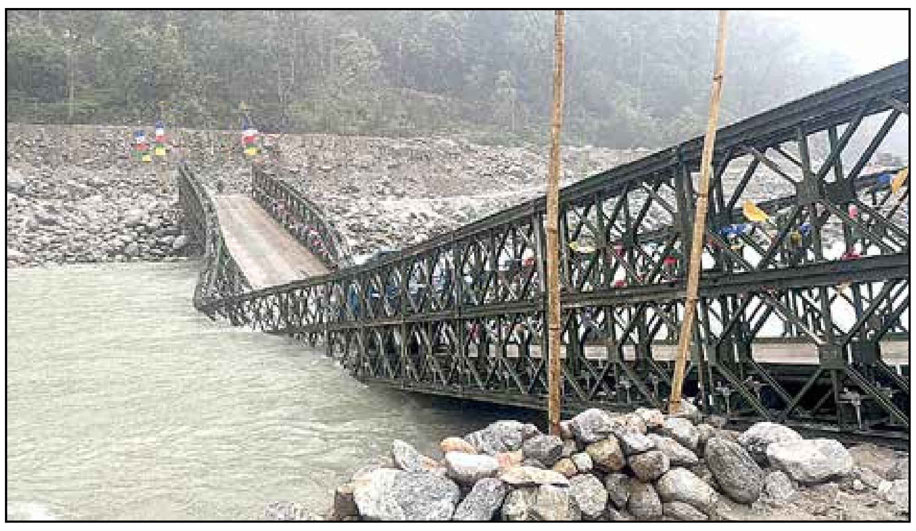
ভেঙে পড়ল বেইলি ব্রিজ। উত্তর সিকিমের তিস্তার ওপর সংকলংয়ে। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

অবসরের পরও কাজ ২৫ কর্তার

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে কর্মীসংকটের জের

দেবদর্শন চন্দ ও শমিদীপ দত্ত

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ডিপোগুলিতে কর্মীসংকট কাটেনি। রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরকে একাধিক চিঠি দিয়েও সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়ে ২৫ জন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে ছ'মাসের জন্য বিভিন্ন ডিপোতে কাজে পুনর্বহাল করল নিগম। এই কর্মীসংকটের মাঝেই নতুন আরও ৫০টি বাস পেতে চলেছে নিগম।

মঙ্গলবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে পার্থপ্রতিম রায়ের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই নতুন বাস কেনার পাশাপাশি কর্মীসংকট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। যে নতুন বাসগুলি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে চলবে তার প্রতিটির মূল্য ১৭ লক্ষ টাকা। পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন, ওই বাসগুলি রাজ্য পরিবহণ দপ্তর কিনে নিগমের হাতে দেবে।

পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, '২৫ জন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে কাজে পুনর্বহাল করা হয়েছে। পরিবহণ ভবনকে বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন কর্মী নেওয়া হবে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের অধীনে মোট ২১টি ডিপো ও ৬টি টার্মিনাস রয়েছে। নিগমের অধীনে সবমিলিয়ে ৩ হাজার ৭৭৫ জন কর্মী কাজ করেন। যার মধ্যে মাত্র ৪০০ জন স্থায়ী। কোথাও ডিপো চালানোর ইনচার্জের পদ খালি। কোথাও স্টোর কিপার, স্টোর অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ফুয়েল ইনস্পেকটরের মতো পদগুলি ফাঁকা। এমনকি কোনও ডিপোতে ইউনিট চালাবার পোস্টও খালি। কনডাক্টর ও ড্রাইভারের অভাব তো আছেই। রায়গঞ্জ, বহরমপুর ডিভিশন দুটি সামলাচ্ছেন একজন ডিভিশনাল ম্যানেজার। তার ওপরে ফেব্রুয়ারির শেষে আরও অনেক আধিকারিক অবসর নেবেন। কর্মী, আধিকারিক সংকটে কীভাবে ডিপো চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় কর্তৃপক্ষ।

> ২৫ জন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে কাজে পুনর্বহাল করা হয়েছে। পরিবহণ ভবনকে বিষয়টি জানিয়েছি। অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন কর্মী নেওয়া হবে।
>
> **পার্থপ্রতিম রায়**
> চেয়ারম্যান
> উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ১১২ জন স্থায়ী কর্মী এবং ৫০ জন অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ চেয়ে বেশ কয়েকটি চিঠি পরিবহণ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও এজেন্সির মাধ্যমে ২১৫ জন ড্রাইভার ও ১৪০ জন কনডাক্টরকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নেওয়ার কথাও জানানো হয়। সেই প্রস্তাব পাঠানো হলেও এখনও তার অনুমোদন আসেনি বলে জানালেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। তিনি বলেন, 'সব ক্ষেত্রেই আমাদের কর্মীসংকট। আমরা কোণঠাসা। একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে পরিবহণ ভবনে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এরপর তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখতেও এসেছিল। এখন অপেক্ষায় রয়েছি কবে সুরাহা হয়।'

কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস টার্মিনাস। -সংবাদচিত্র

প্রায় আড়াই দশক আগে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ হয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে। মাঝে কয়েকবার চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু একের পর এক কর্মী-আধিকারিকরা অবসর নিতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে কবে সরকারের তরফে নতুন নিয়োগের অনুমোদন আসে সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

নিগম চেয়ারম্যান বলেন, 'কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হবে। পরিকাঠামোগত কিছু ফান্ড আটকে রয়েছে, সেটাও তাড়াতাড়ি ছাড়া হবে বলে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।'

কথায় সন্দেহ, আটক তরুণ ও নাবালিকা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : এক নাবালিকা এবং তরুণের অসংগতিপূর্ণ কথাবার্তায় সন্দেহের বশে গ্রামবাসীরা দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। মঙ্গলবার রাতে বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জহুরি তালমা এলাকার বাসিন্দা শুভঙ্কর দাস বলেন, 'আমরা ওই তরুণের সঙ্গে নাবালিকাকে একটি চায়ের দোকানে দেখতে পাই। তাদের দুজনের বাড়ির ঠিকানা শুনে এবং কথাবার্তায় অসংগতি থাকায় আমাদের সন্দেহ হয়। আমরা পুলিশকে জানাই। পুলিশ এসে দুজনকে নিয়ে যায়।'

কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'দুজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুজনের কথাবার্তায় বেশ কিছু অসংগতি দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য দুজনকে মেডিকেল কলেজে পাঠানো হবে। পাশাপাশি, নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

> দুজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুজনের কথাবার্তায় বেশ কিছু অসংগতি দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য দুজনকে মেডিকেল কলেজে পাঠানো হবে। পাশাপাশি, নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে
>
> **সঞ্জয় দত্ত**
> আইসি, কোতোয়ালি থানা

এদিন রাতে ওই তরুণ এক নাবালিকেকে নিয়ে স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে আসে। দোকানের মালিক তাদের কথাবার্তার মধ্যে অসংগতি লক্ষ করেন। তাতে এলাকার বাসিন্দাদের সন্দেহ হয় ওই তরুণ পাচারকারী হতে পারে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দুজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে ওই নাবালিকা এক সময় কোচবিহারের নিশিগঞ্জ এলাকায় তার মামাবাড়িতে থাকত। পরবর্তীতে মামার বাড়ির তরফে ওই নাবালিকাকে শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে তার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ওই নাবালিকা জলপাই মোড় এলাকায় তার মা-বাবার কাছেই থাকত।

অন্যদিকে, তরুণ গ্রামবাসীদের হাতে আটক হওয়ার পর নিজেকে জলপাই মোড়ের বাসিন্দা আবার কখনও ইসলামপুরের বাসিন্দা বলে দাবি করে। তরুণের এই অসংগতিপূর্ণ কথাতেই গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। অন্যদিকে, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তরুণ জানিয়েছে, ওই নাবালিকা জলপাই মোড় এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার বাড়ি নিশিগঞ্জে বলে সে-ই ওই তরুণকে জানায়। নিশিগঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধও করে। সেইমতো তরুণ ওই নাবালিকাকে নিয়ে একটি বাসে ওঠে। কিন্তু কীভাবে বাহাদুরের সেই প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় তারা গিয়ে পৌঁছাল তা নিয়ে জট বাড়ছে। অন্যদিকে, সে ওই তরুণকে চেনে না বলে ওই নাবালিকা গ্রামবাসীদের জানিয়েছে।

উত্তর সিকিমে তিস্তার সেতু ভেঙে বিপর্যয়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : উত্তর সিকিমের সংকলংয়ে তিস্তার ওপর থাকা বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়ল। জংগুর সঙ্গে সংযোগকারী সেতুটি মঙ্গলবার আচমকাই ভেঙে পড়ে। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সমস্ত ট্যুর অপারেটার ও গাড়িচালকদের ফেরাং রুট (ভায়া ডিকচু) ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে।

প্রশাসন জানিয়েছে, বুধবার উত্তর সিকিমের জন্য কোনও ট্যুরিস্ট পারমিট দেওয়া হবে না। এদিন সেতু ভেঙে পড়ায় শতাধিক পর্যটক আটকে পড়েছেন সেখানে। বুধবার তাঁদের বিকল্প পথে ফেরানোর কথা রয়েছে। এদিকে, তুষারপাতের কারণে পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নাথু লা। সিকিম প্রশাসন সূত্রের খবর, উত্তর সিকিমে পর্যটকদের হয়রানি রুখতে ফেদাং রুট দিয়ে ওঠা ও সংকলং সেতু দিয়ে নামার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এদিন সংকলং সেতু ভেঙে পড়ায় গাড়িচালকদের ফেদাং রুট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার যেহেতু উত্তর সিকিমে ওঠার রাস্তা দিয়েই পর্যটকদের নামানো হবে, সেই কারণে ওই দিন পর্যটকদের ট্যুরিস্ট ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'এদিন হঠাৎ সেতু ভেঙে পড়ে। তবে কেউ হতাহত হয়নি। প্রচুর পর্যটক উত্তর সিকিমে যেতে চাইছেন। আশা করছি, দ্রুত সেতু মেরামত করে দেওয়া হবে।'

মাসখানেক আগেও সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার মধ্যে ফের একই ঘটনায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন। তাঁদের আশঙ্কা, এমনটা চলতে থাকলে পর্যটকরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন। পর্যটন ব্যবসায়ী দেবাশিস চক্রবর্তী বলেছেন, 'এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে পর্যটনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।'

আটকে পড়লেন শতাধিক পর্যটক

এদিন উত্তর সিকিম সহ বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। সকালে তুষারপাতও হয়। এর জেরে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে। পিচ্ছিল রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় মঙ্গলবার পর্যটকদের জন্য নাথু লা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এদিন রাস্তা বন্ধ থাকলেও বুধবার খোলা থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

কর্মবিরতি উঠল

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : আইনজীবীদের কর্মবিরতি উঠল। ১৬ দিন কর্মবিরতি চালানোর পর জেলা জজের সঙ্গে বৈঠক করে কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দার্জিলিং জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। বুধবার থেকে আইনজীবীরা জেলা আদালতে কাজে যোগ দেবেন। আগাম না জানিয়ে শৌচালয় ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় দার্জিলিং বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ২৭ জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যার ফলে বিচারপ্রার্থীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। মঙ্গলবার বারের সদস্যরা জেলা জজের সঙ্গে বৈঠক করেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি দীনেশচন্দ্র রাই বলেন, 'জেলা জজ আমাদের সমস্যা শুনেছেন। যাতে সমাধান হয়, তা তিনি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। এরপরই আমরা কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।'

প্রশ্নে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় যেমন তাড়াহুড়ো করে ময়নাতদন্ত হয়, তারপর দেহ সৎকার হয়ে যায়। ঠিক সেই কায়দায় এখানেও কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' দেহ কবর থেকে তুলে পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

গত ১৫ জানুয়ারি সাজ্জাক পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। আহত হন দুই পুলিশকর্মী। এ ব্যাপারে কিছু বলতে চায়নি মানবাধিকার সংগঠন। তবে যে যতবড়ই অপরাধ করুক কেন, তাকে 'সাজা' দেওয়ার অধিকার কি পুলিশের রয়েছে? প্রশ্ন তুলেছেন সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ। তাঁর আরও প্রশ্ন, 'পুলিশ কি বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছে? সাজ্জাককে গ্রেপ্তার করা যেত না?'

বর্তমানে পাঞ্জিপাড়া 'এনকাউন্টার'-এর তদন্ত করছে সিআইডি। এটাকে 'আইওয়াশ' হিসেবে দেখছেন রঞ্জিত। তাঁর কথায়, 'পুলিশ রাজ্যের ডান হাত হলে সিআইডি বাম হাত। তাই লোকদেখানো তদন্তে কিছু উঠে আসবে বলে আমার মনে হয় না।' তাই এপিডিআর এই ঘটনায় আদালতের মাধ্যমে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে।

সাজ্জাক গুলি করে পালানোর পর রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার পাঞ্জিপাড়ায় এসে মন্তব্য করেছিলেন, 'পুলিশকে একটা গুলি ছুড়লে পুলিশ চারটে গুলি ছুড়বে।' সেটা তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে উল্লেখ করে একে 'অসাংবিধানিক', 'প্ররোচনামূলক' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সংগঠনটি এমন দাবি করলেও পুলিশের তরফে এখনই প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। সিআইডি'র তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর বাকিটা জানা যাবে।

সংখ্যালঘু সেলে স্বাধীন দায়িত্ব

মোশারফ মডেল শরণে অন্য বিধায়করা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১১ ফেব্রুয়ারি : মোশারফ হুসেনের জনসংযোগ কর্মসূচিকে মডেল করার জন্য সোমবার সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে ইটাহারের বিধায়কের। বিধানসভার পরিষদীয় দলের বৈঠকে দলনেত্রীর বার্তা পাওয়ার পরেই মোশারফের শরণাপন্ন হয়েছেন দলের বাকি বিধায়করা। তাঁর ওই কর্মসূচি ও সংগঠন পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দলের বহু বিধায়ক মোশারফের দ্বারস্থ হতে শুরু করেছেন বলে সূত্রের খবর। শুধু তা-ই নয়, অনেক বিধায়ক তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে জনসংযোগ ও সংগঠন পরিচালন পদ্ধতি হাতেকলমে বুঝিয়ে আসার জন্যও মোশারফের কাছে আবদার করেছেন। মোশারফ নিজেও দিদিমণির নির্দেশ পাওয়া ফার্স্ট বয়ের মতো ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চার পড়ুয়াদের পড়া বোঝাতে রাজি হয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি জেলায় গিয়ে 'পার্টি ক্লাস' নেবেন বলে কথাও দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মোশারফ বলেন, 'দিদির নির্দেশ পাওয়ার পর অধিকাংশ বিধায়ক আমার সঙ্গে দেখা করে, কেউ ফোন মারফত যোগাযোগ করেছেন। তাঁদেরকে আমার সংগঠন পরিচালন পদ্ধতি ও জনসংযোগ কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছি। অনেকে আবার তাঁদের বিধানসভা এলাকায় গিয়ে বিষয়টি হাতেকলমে বুঝিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি কয়েকটি জেলায় যাব বলে জানিয়েছি।'

মোশারফ বলেন, 'প্রাপ্তি এটাই যে দিদি আমার এই কর্মসূচিকে মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।'

স্বীকৃতি আরও আছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, সেদিনের বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দলের সংখ্যালঘু সংগঠনের ব্যাপারে মোশারফ হুসেনই শেষকথা বলবেন। সেখানে অন্য কারও মাতব্বরি চলবে না। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও নাকি সংখ্যালঘু সংগঠন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সোমবার কলকাতায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে এমনই বার্তা দিয়েছেন খোদ দলনেত্রী। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু সংগঠন আরও মজবুত করতে ও মুসলিম ভোটব্যাংক অটুট রাখতে সদ্য উদীয়মান নেতা মোশারফের উপরেই চোখ বন্ধ করে ভরসা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, 'দলের মাদার, যুব, মহিলা ও কিষান সংগঠনের ব্লক ও জেলা স্তরে কোনও রদবদল করতে হলে বা যেকোনও বিষয়ে কোনও পরামর্শ থাকলে তা অরূপ বিশ্বাসের মাধ্যমে সরাসরি দলনেত্রীর কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে। কিন্তু সংখ্যালঘু সেলের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে দিদি আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।'

গ্রেপ্তার এক

শামুকতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি : দুই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় এক অভিযুক্তকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করল শামুকতলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শুক্রা মুন্ডা। বাড়ি শামুকতলা থানার জয়ন্তীটোলা বলে থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। আরেক অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশের দাবি। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে দিন চারেক আগে শারীরিক অস্বাভাবিকতা নিয়ে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল দুই নাবালিকা। শারীরিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে তারা অন্তঃসত্ত্বা। বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্ত দুই তরুণ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওই নাবালিকাদের বর্তমানে এক হোমে রাখা হয়েছে।

নিহত চালক

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : কালিম্পংয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় লরিচালকের মৃত্যু হল। গাড়ির সহকারী চালক গুরুতর জখম অবস্থায় কালিম্পং জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন পণ্যবাহী লরিটি শিলিগুড়ি থেকে মল্লি হয়ে সিকিমের দিকে যাচ্ছিল। মল্লির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি রাস্তা থেকে গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালক গঙ্গাবাহাদুর ছেত্রীর (৩৫) মৃত্যু হয়। তিনি রংপোর ১২ মাইলের বাসিন্দা। গুরুতর জখম হন সহকারী চালক বিমল ছেত্রী। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নয়া ভবনে রহস্য

প্রথম পাতার পর

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে এসজেডিএ'র নোটিশ প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি, 'দেখতে হবে।'

চাঁদমণিতে দীর্ঘদিন ধরে একই ভবনে দুটি স্কুল চলে। সকালে চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং দুপুরে চাঁদমণি জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুল। এর মধ্যে জুনিয়ার বেসিক স্কুলটি ১৯৫৭ সালে স্থাপিত। জুনিয়ার হাইস্কুলটি ২০১১ সাল থেকে চলছে। কয়েক বছর আগে এই স্কুলের গা ঘেঁষে পাতিকলোনি মেইন রোড থেকে মাটিগাড়া উপনগরীতে যাওয়ার জন্য নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সেই রাস্তার ধারে থাকা পুরোনো ভবনে খুব ভালোভাবেই চলছে স্কুল দুটি।

এই স্কুল থেকে অনেকটা ভিতরে এসজেডিএ'র জমিতে একটি দোতলা ভবন নির্মাণ হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কে নিজের টাকা খরচ করে এই স্কুল ভবন তৈরি করল? সূত্রের খবর, এই পুরো জায়গাটি এসজেডিএ কোনও এক প্রোমোটিং এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছে। ওই এজেন্সি এখানে বহুতল আবাসন তৈরি করে কোটি কোটি টাকার কারবার করবে। সেই জন্যই রাস্তার পাশে থাকা বহু পুরোনো স্কুলটিকে ভিতর দিকে স্থানান্তরিত করে সেই জায়গার দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে প্রোমোটিং এজেন্সি।

স্থানীয় এক বিজেপি নেতার দাবি, স্কুলটি সরানোর জন্য প্রচুর টাকার ডিল হয়েছে। যার ফলে প্রশাসনের মাথায় থাকা অনেকেই হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, 'এসজেডিএ নোটিশ করে এক সপ্তাহের মধ্যে ওই নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে কাজ হল না কেন?'

চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের টিচার ইনচার্জ অনিলকুমার রাম খোদ বলছেন, 'ওই ভবনের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। আমাদের স্কুলের জায়গা ছেড়ে ভিতরে স্কুল ভবন তৈরি হতে দেখে আমরাও অবাক। কিন্তু কীভাবে কে এসব করেছে সেটা আমরা বলতে পারব না।'

ঘটনায় হতবাক চাঁদমণি জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুলের সহ শিক্ষক সাহিদুল হকও। তাঁর কথায়, 'কে বা কারা এসব করছে জানি না। আমরা বিষয়টি নিয়ে বহু জায়গায় জানিয়েছি। কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি।'

সরকারি স্কুল সরাতে শিলিগুড়িতে এমন স্বেচ্ছাচারের নজির অবশ্য এই প্রথম।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'ওই জায়গার গাম কয়েক কোটি টাকা। একটি বহু পুরোনো স্কুল তুলে দিয়ে প্রোমোটার আবাসন তৈরি করবে, এটাই ছক। ঘটনায় শাসকদলের একাংশের সঙ্গে বড় রফা হয়েছে বলেই আমার ধারণা।'

আপাতত ৩০০ গাড়িকে সরকারি অনুমোদন

নকশা বদলে হেরিটেজ তকমায় হলুদ ট্যাক্সি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এবার কলকাতা শহরে নতুন আঙ্গিকে দেখা যাবে হলুদ ট্যাক্সিকে। 'হেরিটেজ' ট্যাক্সি নামে ওই গাড়িতে থাকবে নতুন নকশা ও অলংকরণ। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৩০০ ট্যাক্সিকে নামানো হবে রাস্তায়।

১৫ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ ট্যাক্সিকে কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ আন্দোলন করে আসছে আইএনটিইউসি। সম্প্রতি আইএনটিইউসির এক প্রতিনিধি দল পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে আইএনটিইউসির সভাপতি ইমরান খান ও সেবাদলের সভাপতি প্রমোদ পান্ডে মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন এখনই যাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ট্যাক্সিকে বসিয়ে না দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, কলকাতায় বর্তমানে ৪০০০ হলুদ ট্যাক্সি আছে। এর মধ্যে ২৫০০ ট্যাক্সির বয়স ১৫ বছর হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ওই ট্যাক্সি রাস্তায় চলতে না দেওয়ারই কথা। আইএনটিইউসির পক্ষে অনুরোধ করে বলা হয়, এর ফলে ২৫০০ পরিবার সমস্যার মধ্যে পড়বে। ইতিমধ্যেই ওই ট্যাক্সির মেয়াদ যাতে অন্তত আরও ৫ বছর বাড়ানো হয় তার জন্য হাইকোর্টে মামলা চলছে।

প্রমোদবাবু বলেন, 'পরিবহণমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, সমগ্র বিষয়টি মানবিকভাবে দেখা হবে।' এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হলুদ ট্যাক্সিকে 'হেরিটেজ' ঘোষণা করে রাস্তায় নামানো হবে। এর জন্য একটি সংস্থাকেও নিয়োগ করা হয়েছে, যারা ওই 'হেরিটেজ' হলুদ ট্যাক্সির ওপর নকশা ও অলংকরণ করবে। সেই সংস্থা অলংকরণ করে পরিবহণ দপ্তরে পাঠিয়েছে।

এক্ষেত্রে ট্যাক্সির গায়ের দু'পাশে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ছবি অঙ্কন করা হয়েছে। সেই বিষয়ে অনুমোদনও করেছে পরিবহণ দপ্তর। ওই সংস্থাকে বলা হয়েছে, প্রতিমাসে অন্তত ২০টি করে ট্যাক্সিতে অলংকরণ যেন করা হয়। যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমেও এই 'হেরিটেজ' ট্যাক্সি বুক করা যাবে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'হলুদ ট্যাক্সি কলকাতা শহরের ঐতিহ্য। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ট্যাক্সিচালক পরিবারের পাশেও দাঁড়ানো যাবে।'

ভরসা আদানি

প্রথম পাতার পর

যে কমিটির রিপোর্ট চলতি মাসে জমা পড়তে পারে বলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের খবর। তার আগেই চুক্তি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুরোধ পেল আদানি গোষ্ঠী।

যদিও গত ৩১ অক্টোবর হঠাৎ বিদ্যুৎ আমদানি অর্ধেক করে দিয়েছিল বাংলাদেশ। চুক্তিতে অনিয়মের অভিযোগের পাশাপাশি ৭৮০৭ কোটি টাকার বিপুল পরিমাণ বিল বকেয়া থাকায় ওই পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়েছিল। যদিও পরে স্পষ্ট হয় শীতের মরশুমে চাহিদা কম থাকে বলে বিদ্যুৎ আমদানি অর্ধেক করতে পেরেছিল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। শীত শেষের পথে আবার চাহিদা বাড়তে আরম্ভ করায় চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ জোগানের জন্য আদানিদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী অবশ্য ২৫ বছর ওই বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কথা আদানি গোষ্ঠীর। ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ ঝাড়খণ্ডের উৎপাদনকেন্দ্র থেকে জোগান দেওয়া হত। আদানিরা সেখানে প্রতিটি ৮০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার দুটি ইউনিট থেকে শুধু বিদ্যুৎ বাংলাদেশকেই দিত। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আমদানি অর্ধেক করে দেওয়ায় একটি ইউনিট বন্ধ করে রাখা হয়।

বকেয়ার পরিমাণ ৭৮০৭ কোটি বলে আদানি গোষ্ঠী জানালেও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের হিসাবে ওই পরিমাণ ৫৬৩৮ কোটি টাকা। বোর্ডের পক্ষ থেকে সংবাদ সংস্থাকে জানানো হয়েছে, বকেয়া মেটাতে মাসে ৭৩৭ কোটি টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পরে মাসে বকেয়া শোধের পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায় আদানিদের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটির দ্বিতীয় ইউনিট চালু করার আবেদন জানিয়েছে বোর্ড।

আদানিদের কোনও প্রতিক্রিয়া মঙ্গলবার পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান এখন ভারতে রয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক রাখতে চাই। বর্তমান পরিস্থিতি কেটে যাবে বলে আশা করি।' ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৫-এ অংশ নিতে তিনি ভারতে আছেন।

ভালোবাসার

প্রথম পাতার পর

মানু লটারির টিকিট বিক্রি করেন। রোজ ঘুম থেকে উঠেই শালকুমারহাট চলে যান। দিনের শেষে বাড়ি ফেরেন। রত্নাও মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু চাকরি পাননি। তবে বিউটি পার্লারের কাজ শিখেছেন। উলের কাজ জানেন। ক্রিস্টালের ব্যাগ বানাতে পারেন। দম্পতির দুই মেয়ে। একটি ক্লাস ফোর অন্যটির সবে এক বছর। দুজন পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক। বাবা-মাকে ইশারায় সব কাজ করতে দেখে বড় মেয়ে পাঁপড়ি সেই নীরব ভাষা খুব ভালোভাবেই শিখে ফেলেছে। সেই ভাষাতেই সে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে। জীবন এগিয়ে চলে। দেখে প্রতিবেশী রতনকুমার চৌধুরীর মতো অনেকেই বলেন, 'প্রেম থেকে পরিণতির এই গল্প মনকে ভালো করবেই করবে।'

সামাজিক প্রকল্প

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। তাহলে সেটাই হবে অন্যতম বড় চমক। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা পান বেতনের ৫৩ শতাংশ। রাজ্যের কর্মচারীরা এখনও পান ১৪ শতাংশ। প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে, আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ এই পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের কিছুটা সন্তুষ্ট করা হতে পারে। বকেয়া মহার্ঘ ভাতার আরও এক কিস্তি দেওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। মঙ্গলবার দফায় দফায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেট নিয়ে বৈঠক করেন। বাজেটে আপাতত নজর রাজ্যবাসীর। বাজেট জনমুখী করার ইঙ্গিত দিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী বিধানসভায় সাংবাদিকদের বলেন, ''আমাদের স্লোগান 'এগিয়ে বাংলা'। এটা শুধু স্লোগান নয়, আমাদের সরকারের উন্নয়নের প্রধান মন্ত্রও।' তাঁর কথায়, 'শুধু সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ নয়, ছাত্র-যুব, কর্মচারী, মহিলা, শ্রমিক সহ সমাজের সকল স্তরকে এতদিন মুখ্যমন্ত্রী উপকৃত করেছেন। বাজেটের অভিমুখও সেরকম থাকতে পারে।' অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান রাজ্য বাজেটে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেতে চলেছে। ফলে বাজেটে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে আইটিসি সহ অন্যদের বিনিয়োগের উল্লেখ থাকতে পারে। চা পর্যটনে চা বাগানের পরিত্যক্ত জমির ৩০ শতাংশ ব্যবহারের ঘোষণাও রাজ্য বাজেটে করা হতে পারে।

অন্তর্বাস চুরির লক্ষ্যে ছাত্রী আবাসে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট নার্সিং হস্টেলে দুষ্কৃতী হানা রহস্যের উন্মোচন করল পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিট্টু দাস নামের এক তরুণকে। কিন্তু কেন সে নার্সিং হস্টেলে ঢুকেছিল, কি উদ্দেশ্য ছিল বিট্টুর, তা স্বীকার করতেই চমকে ওঠে পুলিশ। ধৃত বিট্টু পুলিশকে জানিয়েছে, তার লক্ষ্য ছিল নার্সিং পড়ুয়াদের অন্তর্বাস চুরি করা। বিট্টুকে আগে গ্রেপ্তার করা হলেও সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় পাপ্পা রায় নামের অপর এক তরুণকে। পুলিশ জানতে পারে, বিট্টু যখন হস্টেলে ঢুকেছিল, পাপ্পা তখন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

ধৃতদের কাছ থেকে নার্সিং হস্টেল থেকে খোয়া যাওয়া দুটি অন্তর্বাস ও সিসিটিভির ভাঙা অংশ উদ্ধার করা করেছে পুলিশ। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ জানতে পারে, নার্সিং হস্টেলের নিরাপত্তা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল বিট্টু। মদ্যপ অবস্থায় থাকলেও প্রথমে সিসিটিভি ভেঙে তা চুরি করে এবং পরে ছাত্রীদের অন্তর্বাস নিয়ে পালিয়েছিল।

আরজি করের অভয়া কাণ্ডের পর এবারে বালুরঘাটে নার্সিং হস্টেলে বার বার এমন দুষ্কৃতী হানার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ছাত্রীদের মধ্যে। বিশেষ করে ধৃতরা যে বিকৃত মনস্ক, তা জানতে পেরে পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। পুলিশ জানয়েছে, চকবাখর এলাকার বাসিন্দা তথা পলাতক পাপ্পা রায়কে গ্রেপ্তার করে বালুরঘাট আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

সরস্বতীপুজোর পরদিন সোমবার নার্সিং হস্টেলের সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি পরদিন জানাজানি হতেই নার্সিং হস্টেলে অন্য সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে বিট্টু দাস নামে এক অভিযুক্ত জেল হেপাজতে রয়েছে। এই ঘটনার পর গত রবিবার রাতে ফের নার্সিং হস্টেলে দুষ্কৃতী ঢোকার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

আরজি করের ঘটনার পর বালুরঘাট নার্সিং হস্টেল চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা, আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা নার্সিং হস্টেল চত্বর প্রায় ৭ ফিট উচ্চতার প্রাচীর দেওয়া রয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তারপরও কী করে হাসপাতাল চত্বরে থাকা নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ভিতরে দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করছে? সিসিটিভি ভাঙছে? বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'নার্সিং হস্টেলের প্রথম ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ধৃতদের কাছ থেকে অন্তর্বাস ও ভাঙা সিসিটিভি ক্যামেরার অংশ উদ্ধার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN • MRI • CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

দিনভর দাপাদাপি, ত্রস্ত শিলিগুড়ি

ষাঁড়ে সর্বনাশ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'-এ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভোলা'কে গুঁতোনোর নির্দেশ দেওয়ার পর সে স্বর্গলোকে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। শিলিগুড়িতে তেমন নির্দেশ কেউ দিচ্ছেন না, তবুও 'ভোলা'রা যাকে পারছে, তাকে গুঁতোচ্ছে। পরিস্থিতি এমন যে মঙ্গলবার চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রেখে রাস্তায় চলাফেরা করলেন সবাই।

রবিবার সকালে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ষাঁড়ের তাণ্ডবের জেরে রাস্তা কার্যত জনশূন্য হয়ে যায়। এরপর সোমবার রাতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি ষাঁড়কে লক্ষ্য করে থুতু ছেটাতেই তাঁকে শিং দিয়ে তুলে আছাড় দেয় ষাঁড়টি। সেই দৃশ্য দেখে মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় চারপাশ। সবাই পড়িমড়ি করে দৌড় দেন যেদিকে দু'চোখ যায়। মঙ্গলবারও দাপট অব্যাহত রইল শহরে।

টানা কয়েকদিন ধরে ষাঁড়ের উৎপাত দিনভর চর্চার বিষয় হয়ে রইল চায়ের আড্ডা থেকে পাড়ার মোড়ে মোড়ে। তেমন একটি জায়গায় দেখা হল তারাপদ বড়াইয়ের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। তারমধ্যে এই অবস্থা। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সেটা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। ষাঁড়গুলোকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত। অন্য কোথাও তাদের রেখে দেখভালের বন্দোবস্ত করলে ভালো হয়। মাঝেমধ্যে তো ষাঁড়ের গুঁতোয় মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে, শুনতে পাই। তাই একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলে, ওদের ভালো-আমাদেরও।'

এদিন প্রধাননগরে দুজনকে ধাক্কা দিয়ে জখম করেছে একটি ষাঁড়। এঁদের মধ্যে একজন প্রবীণ। ওই এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ প্রাণীটি উপদ্রব চালিয়েছে। আতঙ্কিত স্থানীয়রা বাড়িতে ঢুকে পড়েন। পরে সেখান থেকে বেরিয়ে গুরুংবস্তিতে ঢোকে ষাঁড়টি। সেখানে আরেকটি ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়। বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখে ধারেকাছে ঘেঁষার সাহস পাননি প্রত্যক্ষদর্শীরা। বিকেলের দিকে বাগরাকোটের সবজি বাজারে ফের দুই ষাঁড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি দেখা গিয়েছে। তাদের লড়াইয়ের জেরে উলটে যায় একটি লটারির দোকান। রাস্তার পাশে বসা সবজি ব্যবসায়ীদের ডালাও উলটে দিয়েছে ষাঁড়গুলো।

শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের ওসি ভাস্কর নাগের আর্জি, 'দয়া করে রাস্তার মাঝে ষাঁড় বা কুকুরদের খাবার দেবেন না। এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় ওরা খাবারের আশায় রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা, এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে। দুর্ঘটনার শিকার এবং কারণ-দুই হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বাড়ে।'

মেয়র গৌতম দেবকে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জানিয়েছেন, মালবাজারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করছে। তারা মাঝেমধ্যে এসে ষাঁড়গুলোকে নিয়ে যায়। তবে এই কাজ খুব সহজ নয়। ওরা চেষ্টা চালাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫টি ষাঁড় নিয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে আরও নেবে।

১) বিশ্বদীপ মোড়ে ষাঁড়ের গুঁতোয় জখম প্রবীণ। ২) ছোটাছুটির পর মাঝরাস্তায় বিশ্রামে প্রাণীটি। ৩) ও ৪) বাগরাকোট সবজি বাজারে ২ ষাঁড়ের লড়াইয়ে আতঙ্কিত দোকানদার থেকে পথচলতি মানুষ। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

জঞ্জাল সমস্যা মেটাতে ভরসা মাইকিংয়ে

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : শহর জঞ্জালমুক্ত রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে এর আগে। তবুও দিনের পর দিন জঞ্জাল জমে থাকতে দেখা যাচ্ছে বহু জায়গায়। এবার তাই প্রচার অভিযানকে আরও জোরদার করতে চাইছে পুরনিগম। মাইকিংয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার পরিকল্পনা পদাধিকারীদের। 'নির্মল সাথী'দের দেওয়া হবে সেই দায়িত্ব।

মাইক্রোফোন যুক্ত হেডসেট পরবেন কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবে একটি ছোট সাউন্ড বক্স। ওই মাইক্রোফোনে সচেতনতামূলক বার্তা পড়লে তা শোনা যাবে সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে। শিলিগুড়ি পুরনিগমে বর্তমানে প্রায় ১২০ জন কর্মী রয়েছেন। ইতিমধ্যে ১০৫টি বিশেষ হেডসেট চলে এসেছে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার শেখাতে কলকাতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল সুডা। সেখানে শিলিগুড়ি থেকে কয়েকজন কর্মী যোগ দিয়েছিলেন। এবার শিলিগুড়িতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু হবে। কলকাতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা এখানে অন্য কর্মীদের ট্রেনিং দেবেন বলে জানিয়েছে পুরনিগম।

'নির্মল সাথী'র কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে জঞ্জালমুক্ত শহর গড়ে তোলা, বাড়ি ও আশপাশে জল জমতে না দেওয়া সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সচেতন করেন। তাঁদের হাত ধরে নয়া উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শহরে জঞ্জাল সমস্যা মিটবে হবে আশাবাদী পদাধিকারীরা।

পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'আবর্জনা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে আমরা কাজ করে চলেছি। অত্যাধুনিক মাইক্রোফোন দেওয়া হবে কর্মীদের, সেটা পরে তাঁরা এলাকায় ঘুরে ঘুরে বার্তা দেবেন। আশা করছি, এভাবে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হতে চলেছে।'

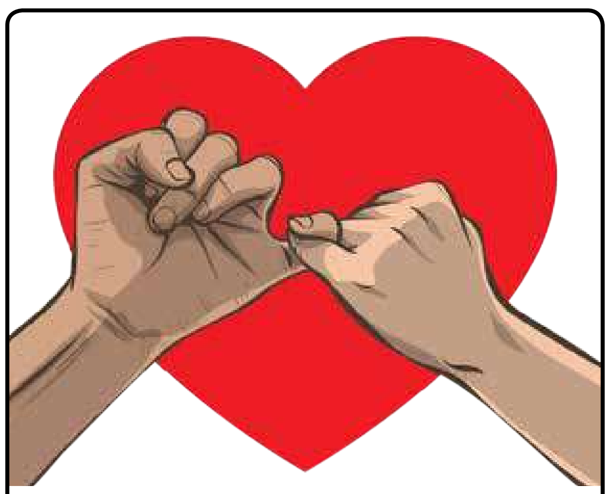

কথা দিয়েছিলে...

প্রতিশ্রুতি কি শুধুই আর পাঁচটা কথার মতো? না, একেবারে তা নয়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর সেটা রাখা বা না রাখা যে কোনও সম্পর্কের ভিত শক্তপোক্ত কিংবা নাড়িয়ে দিতে পারে। বদলে দিতে পারে ভালোবাসার রসায়ন। প্রমিস ডে-তে তেমন কিছু কাহিনী শুনলেন

পারমিতা রায়

ভালোবাসার সপ্তাহে কেউ প্রিয়জনকে ভরসা দিলেন সারাজীবন পাশে থাকার, কেউ ফিরে গেলেন অতীতে, আবার কারও প্রতিশ্রুতি রইল শুধুমাত্র নিজের জন্য।

প্রতীক্ষার অবসান

মঙ্গলবার কথা হচ্ছিল শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা দিশা সরকারের সঙ্গে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন একটি ফুলের দোকানে। প্রমিস ডে-তে স্পেশাল কী হল? দিশা বেশ উৎসাহী হয়ে শোনালেন, 'এবছর যে প্রমিসটা সবথেকে বেশি দরকার ছিল আমার, সেটাই পেলাম। বিয়ের প্রতিশ্রুতি। তাই ভ্যালেনটাইন্স উইক-এ সেরা দিন হয়ে রইল প্রমিস ডে।'

কথা রাখেন বাবা

এখনও পর্যন্ত আপনাকে যত কথা দিয়ে কথা রাখা হয়েছে, সে সবের মধ্যে সব থেকে বড় পাওনা কোনটা? এই প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ অন্যদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ষাটোর্ধ্ব শুভম মালাকার। তারপর বললেন, 'এমন তো অনেক প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, যা পূরণ হয়নি। আবার কিছু কিছু পূরণ হয়েছে ঠিক সময়ে। সবমিলিয়ে বড় পাওনা সেই ছোট্টবেলায়।'

-সেটা কেমন?

-বাবা বলেছিলেন, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলে সাইকেল কিনে দেবেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত সে বছর ফার্স্ট হতে পারিনি। তার পরের বছর আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে প্রস্তুতি নিই। অবশেষে পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার পর বাবা পছন্দের সাইকেল কিনে দেন। সেই খুশি বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

সুস্থ থাকব

নিজেকেই কথা দিয়েছেন অর্ণব দত্ত। তাঁর ব্যাখ্যায়, '২০২৫ সালটি হবে শুধু নিজের জন্য। শরীরচর্চায় নজর দেব। মন ভালো রাখতে যা প্রয়োজন, তাই করব। এখন থেকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে চাই।'

অর্ণবের মতোই নিজেকে ভালো রাখার প্রতিশ্রুতি এবছরের সেরা প্রমিস বলে মনে করেন শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া পর্ণিকা সরকার।

থেকে যাব

শিলিগুড়ি কলেজের আরেক পড়ুয়া ভূমিকা সিনহার প্রেমিক কথা দিয়েছেন, এই জীবনে কোনও পরিস্থিতিতে কখনও তাঁকে ছেড়ে যাবেন না তিনি। সেই কথা বলতে গিয়ে লাজুক তরুণীর মুখে 'সব পেয়েছি'র হাসি ফুটে উঠেছিল। ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে এমন ভরসা পেতে কে না চায় বলুন তো।

ট্রাক পাকড়াও

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সন্ধ্যায় চেকপোস্ট সংলগ্ন শালুগাড়ার পথ দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত ট্রাকটি উধাও ছিল। তিনদিন বাদে মঙ্গলবার দুপুরে ভক্তিনগর থানায় পুলিশের হাতে সেই ট্রাকটি তুলে দেন ট্রাক মালিক। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে ওই ট্রাক ও তার মালিকের খোঁজ করছিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শেষমেশ ট্রাক মালিক নিজেই এদিন থানায় নিয়ে আসেন গাড়িটি। শনিবার সন্ধ্যায় চেকপোস্ট সংলগ্ন শালুগাড়ার রাস্তায় বাইকের চাকা পিছলে ট্রাকের নীচে চলে যান পুলক পাল। তাঁর মৃত্যু হয়।

ফুলের মতো

মায়ের কোলে চেপে ফুলের দোকানে এক খুদে। ভেনাস মোড়ে মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

ক্যারিব্যাগে রুদ্ধ নিকাশিনালা

ইসলামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের দাপটে ইসলামপুরে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে পুর বোর্ড এক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের একাংশের ভূমিকা নিয়েও বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে। কাউন্সিলারদের একাংশ আমজনতার 'দায়িত্বহীন' মানসিকতাকে রীতিমতো দুষছেন। নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের দাপট কমাতে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথকে টিম গঠন করার নির্দেশ দেন।

পুর চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের হোলসেল বিক্রেতাদের দোকানে হানা দিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করেছি। এই অভিযান টানা চলবে। তবে সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে এগিয়ে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দিলে সমস্যা মেটাতে সময় লাগবে।'

বড় নিকাশিনালাগুলি একদিকে জবরদখলের ফাঁদে কার্যত বুজে এসেছে। তার মাঝে ক্যারিব্যাগের স্তূপ বড় নিকাশিনালাগুলি সচল রাখার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবর্জনা তোলার গাড়ি সমস্ত ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি যাওয়া সত্ত্বেও বাসিন্দাদের বড় অংশ অবাধে ক্যারিব্যাগ ও বাড়ির আবর্জনা ক্যারিব্যাগে ভরে নিকাশিনালায় ফেলছেন। এনিয়ে জনপ্রতিনিধিরা রীতিমতো হতাশ। পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত বললেন, 'সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওয়ার্ডের একাধিক নিকাশিনালা সাফাই করিয়েছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এনিয়ে সাধারণ মানুষের অনেকেই সেভাবে সচেতন নন।'

> ১৭টি ওয়ার্ডে আমাদের ১৭ জন নির্মল সাথী নিযুক্ত আছেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই বিষয়ে বাসিন্দাদের সচেতন করছেন। কিন্তু সমস্ত ওয়ার্ডেই কিছু মানুষ এসবের তোয়াক্কা করছেন না আর ২৪ ঘণ্টা সমস্ত বাড়ির ওপর নজরদারি রাখা তো সম্ভব নয়।
>
> **বাবলু নাথ,** *স্যানিটারি ইনস্পেকটর, ইসলামপুর পুরসভা*

ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ফিটো) সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সাংগঠনিক স্তরে আমাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। পুরসভাও নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষ নিজের শহরকে স্বচ্ছ রাখতে এই মর্মে সচেতন হবেন বলে আমরা আর্জি রাখছি।' ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র দামোদর আগরওয়ালের মতে, 'আমজনতা সচেতন না হলে শুধু পুরসভার ঘাড়ে দায় ঠেলে সমস্যা মিটবে না। যে ব্যবসায়ীরা এই অবৈধ কারবার করছেন তাদেরও শহরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা উচিত।'

মৃত্যুতে পরকীয়া তত্ত্ব

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাসখানেক আগে সমরনগরে সাত বছরের শিশু সহ স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হইচই হয়েছিল। স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে ঋণের দায়ে জর্জরিত স্বামী আত্মঘাতী হন বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা। সেই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। ঘটনায় মৃত টুম্পা রায়ের মোবাইল ফোন উধাও হয়েছে বলে এবারে তদন্তে জানা যাওয়ায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আর এই সূত্রে পরকীয়ার তত্ত্ব সামনে এসেছে।

টুম্পার পরিবারের দাবি, যেদিন ওই তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার কিছুদিন আগে ওই মহিলা আছাড় মেরে নিজের মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলেছিলেন। পরদিনই ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা দামের একটি মোবাইল ফোন কিনে এনেছিলেন। টুম্পার দাদা বচ্চন রায়ের বক্তব্য, 'অত টাকা দিয়ে মোবাইল কেনার ক্ষমতা টুম্পার ছিল না। চেনাশোনা একজনের কাছ থেকে ও ওই মোবাইল ফোন নিয়েছে বলে আমাদের জানিয়েছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়। চেনাশোনা ওই ব্যক্তির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে প্রতিবেশীরা আমাদের জানিয়েছেন।' যেদিন ওই তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় সেদিন ওই মোবাইল ফোনটি ফ্রিজের ওপর চার্জে বসানো ছিল। তবে পরে সেটি উধাও হয়ে যাওয়ায় এনিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। টুম্পার দাদা বলেন, 'ওই মোবাইল পুলিশের কাছে নেই। বরং ওদের কাছে টুম্পার আগের ভাঙা ফোনটি রয়েছে। পুলিশ নতুন মোবাইলটা খুঁজে বের করবে বলে কথা দিলেও আদতে তা করছে না। আসলে ওরা ঠিকমতো তদন্ত করছে না। ওরা আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে।'

ঋণের কারণেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল বলে এর আগে টুম্পার পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছিল। এদিন অবশ্য পরিবারের দাবি, সমস্ত ঋণ মেটানোর জন্য টুম্পার মা ঘটনার দুই সপ্তাহ আগে ওই মহিলাকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। বচ্চনের অভিযোগ, 'ওই টাকারও কোনও হদিস নেই। আমাদের ধারণা, বোনের ঘনিষ্ঠ ওই ব্যক্তি ও তার মা মিলে সেই টাকা সরিয়েছে।' তদন্তের ভিত্তিতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সিভিক ভলান্টিয়ারকে আশ্বাস পুলিশকর্তার

পরীক্ষা শেষে ফের হাসপাতালে দুই বোন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও অধরা গোয়ালাপট্টিতে সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে হামলায় অভিযুক্তরা। মঙ্গলবার শরীরের একাধিক জায়গায় ব্যথা নিয়েই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল সেদিন আহত আফরিন আনসারি ও সাইনা আনসারি। পরীক্ষা শেষে দুজনকে ফের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম।

এদিন সিভিক ভলান্টিয়ার মহম্মদ নজরুল আনসারির পরিবারের সদস্যরা ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংহের সঙ্গে দেখা করতে যান। ডিসিপি (ইস্ট) তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বলে জানিয়েছেন নজরুল।

তিনি বলেন, 'ডিসিপি জানিয়েছেন অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।'

পাশাপাশি যা নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত, সেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে পুলিশি সহযোগিতার আশ্বাস তিনি পেয়েছেন বলে জানা গেল সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে কথা বলে। তাঁর কথায়, 'ডিসিপি (ইস্ট) আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোয় কেউ বাধা দিলে প্রয়োজনে তিনি নিজেই আসবেন। যে কোনওরকম দরকারে সরাসরি তাঁকে ফোন করতে বলেছেন।'

এদিকে, গত দু'দিনের ঘটনাপ্রবাহে সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। যেভাবে দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে নিয়ে সোমবার টানাহ্যাঁচড়া করা হয়েছে, তাতে পুলিশকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে সিভিক ভলান্টিয়াদের একাংশের পাশাপাশি সাধারণ শহরবাসীও প্রশ্ন তুলছেন। কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার নাম না প্রকাশের শর্তে একসুরে বললেন, আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অংশ। অথচ আমরাই যদি ঠিকঠাক সহযোগিতা না পাই, তাহলে তো সাধারণের পক্ষে পরিস্থিতি আরও মুশকিল হবে।

একই প্রশ্ন অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের এই সদস্যের মন্তব্য, 'অভিযুক্তরা ওই পরিবারকে লাগাতার সমস্যায় ফেলছে। আমরা সোমবার সন্ধ্যায় গিয়ে সেই আঁচ পেয়েছি। এরপর খালপাড়া ফাঁড়ির ওসিকে জানাই গোটা ঘটনা।' সেদিন রাত থেকে টহলদারি বাড়ানো হয়, জানা গিয়েছে আনসারি পরিবার সূত্রে।

দুই পরীক্ষার্থী নাবালিকা হওয়ায় ঘটনার রিপোর্ট সিডব্লিউসি, শিশু সুরক্ষা কমিশন, জেলা শিশু সুরক্ষা কমিশন ও মহিলা কমিশনকেও পাঠানো হয়েছে, জানালেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি।

কেন্দ্র থেকে বেরোচ্ছে দুই পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

> ওদের কোমর, পা ও পিঠে ব্যথা রয়েছে। তাই আরও চিকিৎসা প্রয়োজন। এদিন ফিমেল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হল। ওরা যাতে এখান থেকে পরীক্ষা দিতে পারে, সেব্যাপারে আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি।
>
> **অমিত সরকার,** *সভাপতি ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম*

রাতের টার্মিনাসে বাসের দখলদারি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর পুরসভার বাস টার্মিনাসে দশকের পর দশক ধরে চলছে অনিয়ম। রাতভর সেখানে বেসরকারি বাস দাঁড় করিয়ে রাখছেন বাস মালিকরা। কিন্তু তার জন্য পুরসভা কোনও রাজস্ব আদায় করছে না। শুধু তাই নয়, বাস ধোয়ার কাজও চলছে অবাধে। যার ফলে নষ্ট হচ্ছে টার্মিনাসের রাস্তা। প্রায় তিন দশক ধরে এই অনিয়ম চললেও এর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি পুরসভা। প্রশ্নের মুখে পড়ে অবশ্য বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান।

প্রতিদিন রাতেরবেলা নিউ টাউন রোড সংলগ্ন বাস টার্মিনাসের ভেতরে প্রায় ২৫টি বেসরকারি বাস রাখা হয়। অথচ এর জন্য পুরসভাকে কোনও টাকা দেওয়া হয় না। শুধু দিনেরবেলায় যেসব বাস যাত্রীদের ওঠানামা করানোর জন্য সেখানে পার্কিং করে, তার জন্য বছরে একবার টেন্ডার করে পার্কিং ফি নেওয়া হয়। বাস মালিকদের তরফে বিনামূল্যে সরকারি জায়গা দখল করে রাতভর বাস রাখার এই প্রবণতা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ইসলামপুর বেসরকারি যাত্রী পরিবহণ সংস্থার সম্পাদক বরুণ দাসের সরল স্বীকারোক্তি, 'দিনের পার্কিংয়ের জন্য আমাদের কাছ থেকে ফি আদায় করা হয়। কিন্তু রাতের জন্য কোনও ফি দিতে হয় না। ৩০ বছর ধরে এখানে এইভাবেই বাস রাখা হচ্ছে।'

এই বিষয়ে ইসলামপুর পুরসভা কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁরা বলছেন, বাস মালিকদের থেকে রাজস্ব আদায় করলে পুরসভার আয় বাড়বে। সেই টাকা টার্মিনাসের সংস্কারে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল অবশ্য বলেছেন, 'এবারের টেন্ডারে দিনের পাশাপাশি রাতের পার্কিংয়ের জন্যেও রাজস্ব আদায় করার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।'

তখন বাস মালিকরা কী করবেন? বরুণ বলছেন, 'বাসগুলি টার্মিনাসে রাখা ছাড়া আমাদের কাছে বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। রাতের পার্কিংয়ের জন্য পুরসভা যদি রাজস্ব আদায় করে তাহলে আমাদের তা দিতেই হবে।'

এছাড়া, টার্মিনাসের ভেতরে বাস ধোয়ার ফলে রাস্তায় জল জমে থাকছে। তার সঙ্গে মিশছে বাস থেকে নির্গত তেল ও গ্রিজ, যা রাস্তার ক্ষতি করছে। টার্মিনাসের বেশ কিছু অংশ এর ফলে বেহাল হয়ে পড়ছে। ওই জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, পুরসভা দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে টার্মিনাসে দখলদারি আরও বাড়বে। সেইসঙ্গে রাস্তার পরিস্থিতিও আরও খারাপ হবে।

ইসলামপুর পুরসভার বাস টার্মিনাসে বেসরকারি বাস।

বেকারত্ব বাড়াতে পারে এআই : মোদি

প্যারিস থেকে বিশ্বকে বার্তা ■ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে জোর

প্যারিস, ১১ ফেব্রুয়ারি : কৃত্রিম মেধা আবিষ্কারের পর নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে গোটা দুনিয়ায়। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তির প্রচুর সম্ভাবনার পাশাপাশি তার সমূহ বিপদ নিয়েও প্যারিস থেকে বিশ্ববাসীকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, কৃত্রিম মেধা অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সমাজকে বদলে দিচ্ছে। এটা যেমন অনেক উপকারে লাগছে, তেমনই এর বেলাগাম ব্যবহারে শ্রমজীবী মানুষের চাকরি হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে কৃত্রিম মেধাকে ব্যবহার করতে হবে পক্ষপাতহীন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

মঙ্গলবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিশ্ব কৃত্রিম মেধা (এআই) সম্মেলনে মোদি বলেন, কৃত্রিম মেধার অনেক সুবিধা থাকলেও এটা বেকারত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই মানবকল্যাণকে বাদ দিয়ে এর ব্যবহার হতে পারে না। তিনি বলেন, কৃত্রিম মেধার সুবিধা সকলেই পাচ্ছে। ভবিষ্যতেও পাবে। কিন্তু দেখতে হবে এর ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব না হয়। বিশেষ করে কৃত্রিম মেধার সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাওয়া উচিত এশিয়া ও আফ্রিকার (গ্লোবাল সাউথ) দেশগুলির।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে কোনও পক্ষপাতিত্ব না থাকে। এআই অবশ্যই মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে হবে। সাইবার নিরাপত্তা, ভুল ও ভুয়ো তথ্য প্রচার ও 'ডিপফেক' প্রযুক্তির ঝুঁকির দিকগুলি নিয়েও আমাদের সচেতন থাকতে হবে।'

একনজরে

- ■ এআই প্রযুক্তি ইতিমধ্যে অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সমাজকে বদলে দিচ্ছে
- ■ ভারত ১৪০ কোটি মানুষের জন্য স্বল্প খরচে একটি কার্যকর ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করেছে
- ■ একদিন এই যন্ত্রমানব মস্তিষ্কের চেয়ে বুদ্ধিমান হবে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য শুধুমাত্র মানুষের হাতেই রয়েছে। সেই দায়িত্ববোধ নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে
- ■ এর দ্রুত বিকাশের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রয়োজন
- ■ সাইবার নিরাপত্তা, ভুয়ো তথ্য এবং ডিপফেকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে

পাঁচ দিনের সফরে ফ্রান্স ও আমেরিকা সফরে গিয়েছেন মোদি। সোমবার দুপুরে প্যারিসে পৌঁছোন তিনি। বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনার সাক্ষী ছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। তাঁরা মোদি মোদি জয়ধ্বনি দেন। এরপর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়।

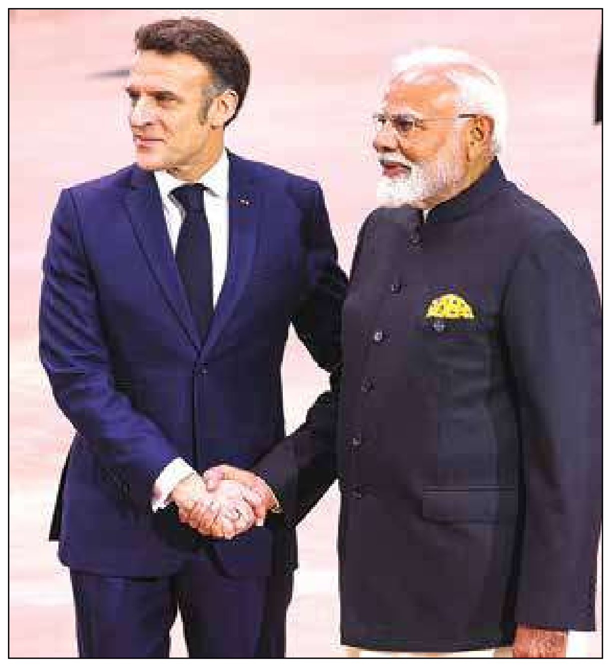

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। প্যারিসে।

মঙ্গলবার সকালে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন মোদি। সম্মেলনে এআই নিয়ে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেকের উচিত এআই-কে একটু সমঝে চলা। এআই এখন প্রতিদিন সাধারণ মানুষের নানা কাজ লাগছে। তবে সকলের একটু সতর্ক হয়েই এটি ব্যবহার করা উচিত।

ভারতে কৃত্রিম মেধার ব্যবহার নিয়ে মোদি বলেন, 'বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে ১৪০ কোটি মানুষের জন্য কম খরচে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। আমাদের এআই মিশন তৈরি হয়েছে সমস্ত শ্রেণির কথা ভেবে গণতান্ত্রিক ও উন্মুক্ত নীতির ভিত্তিতে।' ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এআই কর্মী বাহিনী গড়ে তুলেছে বলে দাবি মোদির। কৃত্রিম মেধার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কিছু মানুষ উদ্বিগ্ন যে যন্ত্র একসময় মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে, কিন্তু আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ববোধই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।'

মোদির কথায়, 'এআই মানবজীবনের হাল বদলে দিতে পারে। স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিক্ষা, কৃষিকাজ, সব ক্ষেত্রই উপকৃত হতে পারে। আমাদের সকলের উচিত সিস্টেমকে আরও উন্নত করার জন্য এআই-এর ইতিবাচক কার্যকলাপ আরও বাড়ানো। একই সঙ্গে আমাদের অবশ্যই সাইবার নিরাপত্তা, ভুয়ো তথ্য এবং ডিপফেক সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

পরিবেশের ওপর কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সবুজ শক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেন মোদি। তিনি বলেন, ভারত ও ফ্রান্স মিলে 'ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স' গঠন করেছে, যাতে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহ করা যায়।

বুধবার প্যারিস ছেড়ে আমেরিকায় যাবেন মোদি। অবৈধ অভিবাসী বিতাড়ন বিতর্কের মধ্যেই ওয়াশিংটনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে ট্রাম্প ও মোদির। শুল্ক ও প্রতিরক্ষা নিয়েও কথা হতে পারে।

তৃণমূলকে দুর্নীতির তোপ নির্মলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ শানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জবাবে জোড়াফুল শিবিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পালটা তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি দাবি করেন, রেল, মেট্রো, সামাজিক সুরক্ষা, মনরেগা একাধিক খাতে বাংলার জন্য ব্যাপক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বাজেট নিয়ে জবাবি ভাষণে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের নাম অনুযায়ী মাটির কাছাকাছি থাকার কথা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এই দল দুর্নীতির সমার্থক হয়ে উঠেছে।'

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ কীভাবে রাজ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে।' তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তোলেন। অভিষেক বলেছিলেন, এবারের বাজেট বাংলা বিরোধী। এদিনও তৃণমূল, সপার মতো বিরোধী দলগুলি বাজেট নিয়ে জবাবি ভাষণের সময় তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, কোন রাজ্যের জন্য বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা জানানো হোক। একই দাবি তোলে সপা। তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তুমুল বিক্ষোভ করতে থাকেন দলের সাংসদরা। এরপরই তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অর্থমন্ত্রী। নির্মলার কাছে কল্যাণ জানতে চান, বাংলা থেকে কর বাবদ কত টাকা আয় করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার পালটা বাংলাকে বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তরে তিন বছরের পুরোনো দুর্নীতিকে হাতিয়ার করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'রাজ্যের মাথাপিছু আয় গত বিশ বছর ধরে জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। তৃণমূল দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে। মনরেগায় ২৫ লক্ষ জাল জব কার্ড পাওয়া গিয়েছে, যা রাজ্যের আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ।' একইভাবে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অযোগ্য পরিবারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, '১৩,৯৫৫ কোটি টাকা রেলে বাংলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহনেও বাংলার জন্য অনেক কাজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাগডোগরা এয়ারপোর্টকেও নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।'

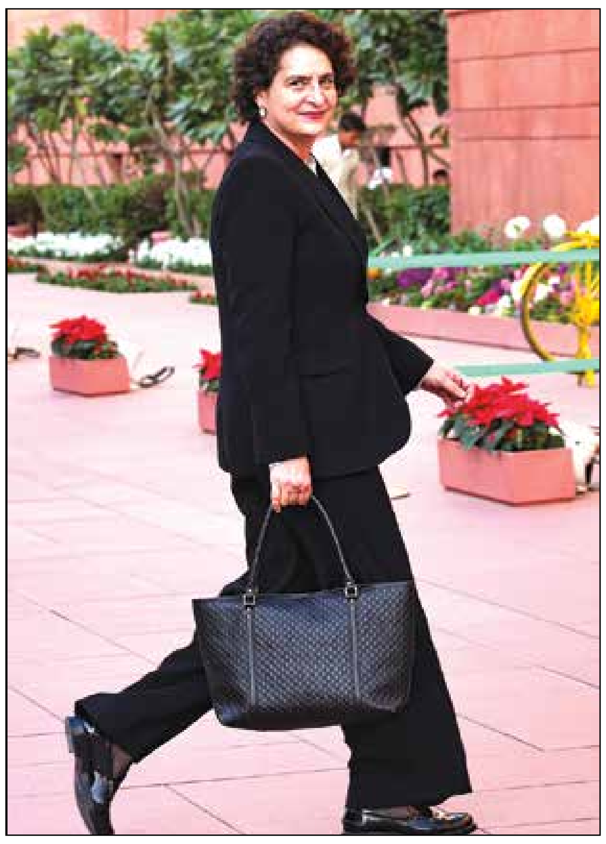

ভিন্ন মেজাজে সংসদ চত্বরে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। নয়াদিল্লিতে।

ইভিএমের তথ্য মোছা যাবে না

কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইভিএমে কারচুপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে প্রায়ই বিদ্ধ করে কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে হারের পর ইভিএমে কারচুপির তত্ত্বে শান দিয়েছিল বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে আপাতত ইভিএমের কোনও তথ্য মোছা যাবে না এমনকি নতুন কোনও তথ্য রিলোড করা যাবে না বলে সাফ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ। পাশাপাশি নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর ইভিএমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর কী, তাও জানতে চেয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনের মতামত জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ভোটগণনার পর ইভিএম থেকে তথ্য যাতে না মোছা হয় সেই মর্মে একটি মামলা করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস বা এডিআর। দুই বিচারপতির বেঞ্চে এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, 'আমরা চাইছি, সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নির্বাচন কমিশন যেন তাদের সাধারণ কার্যপ্রণালী বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ করে। আমরা চাই, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারে কোনও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য ইভিএমের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার পরীক্ষা করা উচিত।' এর আগে গত বছর ২৬ এপ্রিল শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ভিভিপ্যাট নিয়ে সংশয় দূর করতে সিম্বল লোডিং ইউনিটকে সংরক্ষণ করতে হবে। তাতে গণনায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রার্থী যাচাই করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এদিন এডিআরের যুক্তি শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা চাইনি যে গণনা না হওয়া পর্যন্ত কোনও ঝামেলা হয়। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, কারও কী বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। আমরা চাইনি যে ইভিএমে কারচুপি করা হোক।'

এডিআরের তরফে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ উদাহরণ দিয়ে জানানো হয়। বিরোধীদের তরফে কারচুপির অভিযোগ শুনে নির্বাচন কমিশন পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়েছিল। এদিন প্রধান বিচারপতি বলেন, একবার ভোট গণনা হয়ে গেলে 'ভিভিপ্যাটে কি পেপার ট্রেইল থেকে যায় না কি সেটা বের করে নেওয়া হয়?' জবাবে প্রশান্ত ভূষণ বলেন, 'পেপার ট্রেইল সেখানেই থাকা উচিত।'

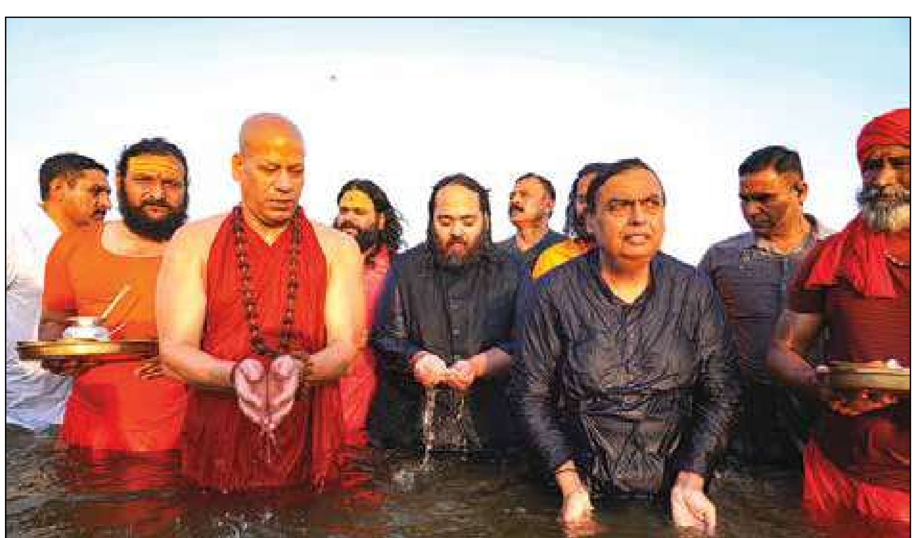

মহাকুম্ভে মুকেশ আম্বানির পরিবার : তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁয়া। মঙ্গলবার সকালে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নানে অংশ নিয়ে আনন্দে মাতলেন শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি ও তাঁর পরিবারের চার প্রজন্মের সদস্যরা। এদিন মহাকুম্ভে রীতিমতো উল্লসিত ভঙ্গিতে স্নান সারেন মুকেশের মা কোকিলাবেন, দুই পুত্র আকাশ ও অনন্ত, তাঁদের স্ত্রী শ্লোকা ও রাধিকা, নাতি-নাতনি পৃথ্বী ও বেদা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুকেশের বোন দীপ্তি সালগাঁওকর ও নীনা কোঠারি, তাঁর শাশুড়ি পুনমবেন দালাল এবং শ্যালিকা মমতাবেন দালাল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সংগমস্থলে অগণিত সাধারণ পুণ্যার্থীর সঙ্গে মিলে গিয়ে আধ্যাত্মিক যাত্রায় অংশ নেয় আম্বানি পরিবার। নিরঞ্জনী আখড়ার স্বামী কৈলাসানন্দ গিরিজি মহারাজ তাঁদের গঙ্গাপুজো সম্পন্ন করান।

কাশ্মীরে বিস্ফোরণে শহিদ ২ সেনা

শ্রীনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে আখনুর সেক্টরে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন আচমকা বিস্ফোরণে শহিদ হলেন দুই সেনা। আহত হয়েছেন একজন। মঙ্গলবারের ঘটনা।

সন্দেহ করা হচ্ছে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। মৃত দুই জওয়ানের প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর। এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে নিরাপত্তাবাহিনী পুরো জায়গাটি ঘিরে ফেলেছে।

সোমবার কুপওয়াড়ায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর তল্লাশি অভিযানে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। তারা গোপন সূত্রে জানতে পারে, কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তি অস্ত্র মজুত করছেন। যৌথবাহিনী এই খবর পেয়ে তল্লাশিতে নামে। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন রাজৌরির ঠিক উলটোদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে এপারে টহলদারিরত সেনাকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালানোর ঘটনার পরে এপারে টহলদারি আরও জোরদার করা হয়। বাড়ানো হয় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর নজরদারি। এমনই এক অভিযানে নেমে আচমকা বিস্ফোরণের মধ্যে পড়ে নিরাপত্তাবাহিনী।

মৃত ৯ পুণ্যার্থী

হায়দরাবাদ ও ভোপাল, ১১ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৯ জন। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশে জোড়া সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁদের। সকলেই তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। ৮ জনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। গুরুতর জখম দুই। তাঁদের চিকিৎসা চলছে জবলপুর মেডিকেল কলেজে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মিনিবাসের ধাক্কাটি হয় মধ্যপ্রদেশের মোহলা ও বার্গি গ্রামের কাছে একটি সেতুর ওপর। ট্রাকটি ভুল লেন দিয়ে আসছিল। দুর্ঘটনার বাসটি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটিও জবলপুরেই। এসইউভিকে ধাক্কা মেরেছিল অন্য একটি গাড়ি।

জট কাটাতে বৈঠক কেজরি-মানের

পঞ্জাবে রদবদলের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও দিল্লি হাতছাড়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় তথা সর্বশেষ দুর্গ পঞ্জাবকে রক্ষা করতে মরিয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। সেই লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী পদেও রদবদলের পথে হাঁটতে পারেন আপ সুপ্রিমো। মঙ্গলবার কাপুরথালা হাউসে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সহ সেই রাজ্যের আপ বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন কেজরি। পঞ্জাবের একাধিক মন্ত্রীর পাশাপাশি আপের শীর্ষনেতারাও হাজির ছিলেন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মান সাফ জানিয়ে দেন, পঞ্জাব আপে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। মুখ্যমন্ত্রী পদে রদবদলের সম্ভাবনাকেও হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেন তিনি।

দিল্লি বিধানসভা ভোটে হারের পরই আপে ডামাডোল শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন পঞ্জাবের বিরোধী দলনেতা পরতাপ সিং বাজওয়া। সোমবার তিনি বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জাহির করে আপের অন্তত ৩০ জন বিধায়ক শিবির বদলাতে চাইছেন। তা নিয়ে চর্চার মধ্যেই দিল্লির রাজৌরি গার্ডেনের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক মনজিন্দর সিং সিরসা দাবি করেন, মানকে সরিয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, 'দিল্লির ভোটে পরাজিত হওয়ার পর অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিতে পঞ্জাবের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। উনি ভগবন্ত মানকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরাতে চাইছেন। মহিলাদের ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওয়া, মাদক সমস্যার সমাধান করতে না পারা এবং পঞ্জাবের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে যাওয়ার সমস্ত দায় মানের ঘাড়েই ফেলতে চান কেজরিওয়াল। তিনি একজন ভালো মানুষ বলে তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হোক, এমন একটি দাবি পঞ্জাবের আপের বিধায়কদের দিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন উনি।'

সিরসার এই দাবি শুনে মান বলেন, 'ওঁদের যা খুশি বলুন। পঞ্জাবের মহিলাদের প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি সরকার ঠিকই পালন করবে।' মুখ্যমন্ত্রীর খোঁচা, 'পরতাপ বাজওয়া গত তিন বছর ধরে একই কথা বলছেন। ওঁকে আগে জিজ্ঞাসা করুন, দিল্লিতে এই নিয়ে তৃতীয়বার কংগ্রেসের কতজন বিধায়ক রয়েছে?' আপ-ত্যাগের জল্পনা উড়িয়ে মানের বক্তব্য, 'ওঁরা যা খুশি বলুন। আমরা রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে এই দলটি তৈরি করেছি। আসলে শিবির বদলানোর সংস্কৃতিটা কংগ্রেসের রয়েছে। আপের পরাজয় নিয়ে কংগ্রেসের একজন নেতা ঢাক পেটাচ্ছেন। উনি কি কংগ্রেসের বারবার শূন্য আসন পাওয়াটা সেলিব্রেট করছেন?'

১১৭ আসনে পঞ্জাব বিধানসভায় আপের ৯৩ এবং কংগ্রেসের ১৬টি আসন রয়েছে। বৈঠক প্রসঙ্গে মান বলেন, 'দিল্লির ভোটপ্রচারে কাজের জন্য আপের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপ সুপ্রিমো। আমরা দিল্লির জনাদেশ মেনে নিয়েছি। আমরা পঞ্জাবকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' আপে অল ইজ ওয়েল বলেও দাবি মানের।

মণিপুরে মুক্ত প্রবীণ সাংবাদিক

ইম্ফল, ১১ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরের এক প্রবীণ সাংবাদিককে মঙ্গলবার ভোররাতে তাঁর ইম্ফলের বাড়ি থেকে অপহরণ করা হলেও কয়েকঘণ্টা পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ৬৯ বছর বয়সি ওই সাংবাদিকের নাম ইয়ামবেম লাবা। কেন তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়।

দ্য স্টেটসম্যান সহ একাধিক সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন লাবা। বর্তমানে কাজ করেন স্বাধীন সাংবাদিক (ফ্রিল্যান্সার) হিসাবে। অপহৃত সাংবাদিকের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সোমবার সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেলের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন লাবা। আলোচনায় তিনি মণিপুরের চলমান রাজনৈতিক সংকট নিয়ে নিজস্ব মতামত দেন। এরপর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ১৫-২০ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পরিবার পুলিশকে বিষয়টি জানায়। এরপর বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ লাবাকে ইম্ফল থানায় পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

সাংবাদিকের দাদা অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার ইয়ামবেম আগাম্বা জানিয়েছেন, তাঁর ভাই এন বীরেন সিং সরকারের সমালোচক হিসাবে পরিচিত। রাজ্যের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি নিয়েও তিনি বারবার সরব হয়েছেন সরকারের বিরুদ্ধে।

ফের আত্মহত্যা কোটায়

কোটা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ফের কাঠগড়ায় কোটা। এবছরে পড়ুয়া আত্মহত্যার এটি সপ্তম ঘটনা। মৃত ছাত্র ১৮ বছরের অঙ্কুশ মিনা। সোমবার প্রতাপনগর এলাকার ভাড়াবাড়িতে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যদিও পড়াশোনার চাপে আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ পুলিশ।

এদিন সকালে অঙ্কুশের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে বাড়ির মালিক বারবার ডাকেন। কিন্তু সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ দেখা যায়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। অঙ্কুশ নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে দু-বছর ধরে কোটায় থাকছিলেন। ঘটনার দিন সকালে বাবার সঙ্গে ফোনে কথাও হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এর সঙ্গে পড়াশোনার কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত কারণেই অঙ্কুশ আত্মঘাতী হয়েছেন।

২০২২-এ ১৭ জন এবং ২০২৩-এ ২৩ জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন কোটায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কেরিয়ারের বোঝা চাপিয়ে না দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলওয়ার।

ফের ধস শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : ফের বড় অঙ্কের পতন হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০১৮.২ পয়েন্ট নেমে ৭৬২৯৩.৬০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩০৯.৮ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৩০৭১.৮০ পয়েন্টে।

মঙ্গলবার নিয়ে টানা পাঁচ দিন নামল দুই শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। এই পাঁচ দিনে সেনসেক্স নেমেছে ২২৯০ পয়েন্ট। অন্যদিকে পাঁচ দিনে ৬৬৭ পয়েন্ট পতন হয়েছে নিফটির। যার জেরে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে অস্থিরতা বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে এদেশেও। এছাড়াও মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দামে লাগাতার পতন, বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি, কয়েকটি সংস্থার খারাপ ফলও শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। পরিস্থিতির এখনই বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার যেসব সংস্থার শেয়ারদরে উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল আইসার মোটরস, অ্যাপোলো হসপিটাল, শ্রীরাম ফিন্যান্স ইত্যাদি। শেয়ার বাজারে ধস নামলেও এদিন ঊর্ধ্বমুখী ছিল আদানি এন্টারপ্রাইজ, গ্রাসিম, ট্রেন্ট, ভারতী এয়ারটেল ইত্যাদি সংস্থার শেয়ারদর।

কঠিন শাস্তির মুখে রণবীর

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি: ভয়ংকর বিপদের মুখে সময় রায়না। রণবীর এলাহাবাদিয়ার জন্য তাঁর 'ইন্ডিয়া'স গট ট্যালেন্ট' শো-টি নিষিদ্ধ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই শো-এর এক পর্বে তিনি এক প্রতিযোগীকে বলেছেন, আপনি কি আপনার মা-বাবার যৌনতা দেখবেন, নাকি সেই যৌনখেলায় অংশ নিয়ে চিরতরে সেটা বন্ধ করবেন? রণবীরের এমন প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই হতবাক হন প্রতিযোগী। তবে রণবীরের পাশে বসে থাকা, সময় রায়না, আশিস চঞ্চলানি, যশপ্রীত সিং, অপূর্ব মাখিজা হেসে গড়িয়ে পড়েন। এই পর্বের ভিডিও ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়।

অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে তাঁদের সমস্ত কর্মী, টেকনিশিয়ান, প্রযোজক, পরিচালক এবং অন্যান্য কলাকুশলীকে এই শো থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে বলা হয়েছে। এই সংস্থার তরফ থেকেই সময় রায়নার শো-কে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। তার আগেই অবশ্য ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের প্রবল বিক্ষোভের মুখে ইউটিউব থেকে রণবীর এলাহাবাদিয়ার ওই বিশেষ পর্বটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, সময় রায়নার এই শো-তে রণবীর এলাহাবাদিয়ার এই বিশেষ পর্বটি

ভারতীয় সমাজ, মূল্যবোধ এবং ধ্যানধারণার পরিপন্থী। ভারতের মতো এক প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী সমাজকে এখানে আঘাত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ঘটনার সমালোচনা করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। অনুষ্ঠানের নির্মাতাদের বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশ কমিশনার ও মহারাষ্ট্রের উইমেনস কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে শো-এর অর্গানাইজারের সহ বিচারকদের বিরুদ্ধেও। তবে বিতর্কের আগুন বাড়তেই সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে ক্ষমা চাইলেন রণবীর। এই ভিডিওতে রণবীর জানালেন, 'আমার এই মন্তব্য একেবারেই মজার নয়। এটা অশ্লীল। আমি আমার বক্তব্যের পক্ষে কোনও যুক্তি দিচ্ছি না। আশা করি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন সবাই।' মুম্বইয়ে রণবীরের নামে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধ বাসিন্দাদের খোঁজে ব্রিটেনও

লন্ডন, ১১ ফেব্রুয়ারি : অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা। ঠিক একই কায়দায় ব্রিটেনও এবার সেই পথেই হাঁটছে। ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির আদলে ব্রিটেনের লেবার পার্টির সরকার দেশজুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতীয় রেস্তোরাঁ, নেইল বার, ছোট দোকান ও গাড়ি পরিষ্কারের ব্যবসাগুলির ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অভিযান চলাকালীন বহুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রকাশিত একটি ভিডিওতে অবৈধ অভিবাসীদের বিমানে চাপিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করার দৃশ্য ধরা পড়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে লেবার পার্টি সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে প্রায় ১৯ হাজার অবৈধ অভিবাসী, ব্যর্থ আশ্রয়প্রত্যাশী ও ভিনদেশি অপরাধীদের বহিষ্কার করা হয়েছে, দাবি স্টারমার প্রশাসনের।

স্বরাষ্ট্রসচিব ইভেট কুপার জানিয়েছেন, তাঁর দপ্তরের অভিবাসন দমন দল (ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট) গত জানুয়ারিতে ৮২৮টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৬০৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যা গত জানুয়ারির তুলনায় ৭৩ শতাংশ বেশি। হাম্বারসাইডের একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে ৭ জনকে গ্রেপ্তার ও ৪ জনকে আটক করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দফতরের আধিকারিক এডি মন্টগোমারি জানিয়েছেন, গত জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রেপ্তারি ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে মোট জরিমানা করা হয়েছে ১,০৯০ জনকে। অবৈধ অভিবাসী কর্মী রাখার দায়ে নিয়োগকর্তাদের কর্মীপিছু ৬০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা দিতে হচ্ছে।

কুপারের কথায়, 'অভিবাসন আইন অবশ্যই মেনে চলতে হবে সব বাসিন্দাকে। এই আইন আমরা কঠোরভাবেই কার্যকর করব। দীর্ঘদিন ধরে কিছু নিয়োগকারী সংস্থা অবৈধ অভিবাসীদের কাজে লাগিয়ে সুবিধা নিচ্ছেন। তাঁদের অসহযোগিতার জন্যই অবৈধ বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার আর সেটা হবে না।' বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টি অবশ্য নতুন

অভিবাসন বিলকে 'দুর্বল আইন' বলে সমালোচনা করেছে এবং আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস ফিলিপ বলেন, 'আমাদের দেশটা হোটেল নয়, এটা আমাদের বাড়ি। তাই অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে অবৈধ অভিবাসীদের আড়াল করা চলবে না।'

প্ল্যান 'বি'-তে দলে হয়তো ঋষভ-অর্শদীপ

বিরাট ব্যাটে আজ বড় রানের প্রতীক্ষা

আহমেদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাঝে ঠিক আর আটদিন।

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু ভারতীয় দলের। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে হাতে আর একটা ম্যাচ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগামীকাল চলতি ড্রেস রিহার্সালে শেষবার ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ। একঝাঁক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার পালাও।

রবিবার মহানদীর পাড়ে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার শতকীয় ইনিংস স্বস্তি দিয়েছে। হিটম্যান-সুলভ ব্যাটিং তাণ্ডব আশার নতুন কিরণ। বুধবার সবরমতি নদীর তীরে কি বিরাট কোহলির রানে ফেরার পালা?

সিরিজ ইতিমধ্যেই ভারতের দখলে। কিন্তু ফলাফল ছাপিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল। বিরাটের ব্যাট কথা বলে কিনা? জসপ্রীত বুমরাহহীন পেস ব্রিগেডের চলতি ব্যর্থতা কাটে কিনা? বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানাদের বাইরে গৌতম গম্ভীরের প্ল্যান 'বি', 'সি'-ই বা কতটা প্রস্তুত, চোখ থাকবে ক্রিকেটমহলের।

নতুন পরিকল্পনায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঋষভ পন্থ ও অর্শদীপ সিং। 'গেমচেঞ্জার' ঋষভের বদলে প্রথম দুই ম্যাচে অগ্রাধিকার লোকেশ রাহুলকে। তবে রাহুলের জোড়া ব্যর্থতায় ঋষভের জন্য দরজা খুলে যেতে পারে আগামীকাল। মহম্মদ সামি, হর্ষিতদের পারফরমেন্সেও অস্বস্তির কাঁটা। ওপেনিং জুটি ফিল সল্ট, বেন ডাকেটের সামনে নতুন বলে ছাপ রাখতে ব্যর্থ মহম্মদ সামিরা। ভালো শুরু ইংল্যান্ড কাজে লাগাতে পারলে সিরিজের ফলাফল অন্যরকম হতেই পারত।

প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার আকাশ চোপড়ার দাবি, গম্ভীরের দলের দুর্বলতম জায়গা পেস ব্রিগেডই। বুমরাহর অনুপস্থিতি যা সামনে এনে দিয়েছে। হাল ফেরাতে অস্ত্র হতে পারেন অর্শদীপ। ব্যাটিংয়ে ডান-বাম কম্বিনেশনে জোর দিচ্ছেন গম্ভীররা। অথচ, বোলিংয়ে উলোটপুরান। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক বাঁহাতি অর্শদীপ এখনও ব্রাত্য! অনেকে আবার মহম্মদ সিরাজ অবিলম্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলেছিলেন।

বিরাটদের ফর্মের পাশাপাশি গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজিও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। একরোখা মনোভাব, পছন্দের ক্রিকেটারদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া, অতিরিক্ত কাঁটাছেঁড়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু সমালোচনাগুলি আদৌ কি গম্ভীরের কান পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে?

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে আহমেদাবাদেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। সেদিন লক্ষাধিক দর্শকের সামনে রোহিত ভালো শুরু করেও সুযোগের পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। বিরাটের প্রচেষ্টায় ভারত লড়াকু স্কোরে পৌঁছেও শেষরক্ষা হয়নি। ফলাফল ছাপিয়ে আগামীকাল বিরাটের একইরকম দারুণ একটা ইনিংসের প্রার্থনা।

প্রাক্তন আইপিএল সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রিস গেইল দাবি করেন, এখনও বিশ্বের সেরা প্লেয়ারের নাম বিরাট। প্রতিটি ক্রিকেটারকে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শীঘ্রই বিরাটের সেই খারাপ সময় কেটে যাবে।

অক্ষর প্যাটেলের অলরাউন্ড শো, রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন-ভেলকি স্বস্তির জায়গা। ধারাবাহিক শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ারও। তবে ইংল্যান্ডের মতো ভারতের মূল চিন্তা ঘুরেফিরে বোলিংই। গত ম্যাচে অভিষেক ঘটলেও বরুণ চক্রবর্তীর 'রহস্য স্পিন' কিছুটা ফ্যাকাসে জো রুটের সামনে। হোয়াইটওয়াশ রুখতে আহমেদাবাদের দ্বৈরথেও রুটই ভরসা। জস বাটলারও বলছিলেন, খুচরো রানে ইনিংসকে সচল রাখার রুটের দক্ষতা প্রশংসনীয়। ওর ধারাবাহিকতা দলের সম্পদ।

মাঝের ওভারে রুটদের বিরুদ্ধে কুলদীপ যাদবের চায়নাম্যান হাতিয়ার হতে পারে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে কুলদীপকে আরও ম্যাচ দেওয়া উচিত। অথচ, কুলদীপ ইস্যুতেও গম্ভীরের অদ্ভুতেড়ে পদক্ষেপ। এক ম্যাচে খেলিয়ে বিশ্রামে পাঠিয়েছেন! দলের অন্দরমহলের খবর, টানা ব্যর্থতায় চাপে ছিলেন রোহিত। একাই ছড়ি ঘোরাচ্ছেন গম্ভীর। এমন অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছেন হেডকোচ, যার ক্রিকেটীয় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না জাহির খান, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তরাও।

চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ড শিবিরেও। চোট পেয়ে অলরাউন্ডার জেকব বেথেলের ছিটকে যাওয়া ভাবাচ্ছে। বিকল্প কে হবেন? উত্তর এখনও অধরা। সবচেয়ে মাথাব্যথা বোলিং। ভারতীয় উপমহাদেশের পিচে মার্ক উড, জোফ্রা আর্চার, সাকিব মাহমুদরা কতটা কার্যকর, প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রোহিত-শুভমান-শ্রেয়সদের দাপট।

ভরসা বলতে আদিল রশিদ। কিন্তু স্পিন বিভাগে রশিদকে সাহায্য করার লোক কোথায়? লিয়াম লিভিংস্টোন বা রুটের অনিয়মিত স্পিনের ওপর ১০ ওভার ওভার নির্ভর করা কঠিন। ফলস্বরূপ, ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের ব্যর্থতার আশঙ্কা ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সংসারে, গ্রাস করছে বাজবলকে।

গত দুই ম্যাচে টসে জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে হেরেছে বাটলাররা। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে আহমেদাবাদে ইংল্যান্ড চাইবে সিদ্ধান্ত বদলাতে। রোহিতের লক্ষ্য টিম পারফরমেন্সে আরও উন্নতি। কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নয়, টিম এফোর্টে জোর। লক্ষ্য যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

আজ তৃতীয় ওডিআই

সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও হটস্টারে

একনজরে

১১ হাজার ওডিআই রানের ক্লাবে পা রাখতে ১৩ রান দরকার রোহিত শর্মার।

১৪ হাজার ওডিআই রান থেকে বিরাট কোহলি ৮৯ রান দূরে।

নতুন লক্ষ্য নিয়ে আহমেদাবাদে রবীন্দ্র জাদেজা ও শুভমান গিল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রাক্তনদের চিন্তায় রাখছে রোহিত শর্মা-গৌতম গম্ভীর জুটির পরিকল্পনা।

গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজিই সমস্যা

অভিযোগ জাহিরের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : নিয়মিত দলে পরিবর্তন।

ব্যাটিং কম্বিনেশন থেকে বোলিং-পরিকল্পনা, ধারাবাহিকতার অভাব। গৌতম গম্ভীরের অতিরিক্ত পরীক্ষানিরীক্ষাই টিম ইন্ডিয়ার মূল সমস্যা। এর ফলে ক্রিকেটারদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। অভিযোগ গম্ভীরের প্রাক্তন সতীর্থ জাহির খানের।

প্রাক্তন বাঁহাতি পেসার মনে করেন, টিম তৈরি থেকে দলগত পরিকল্পনায় একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা উচিত। নমনীয়তা অবশ্যই দরকার। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরীক্ষানিরীক্ষাও প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত কাঁটাছেঁড়ায় দলের স্থায়িত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জাহিরের যুক্তি, টিম কম্বিনেশনে কেউ নমনীয় হতেই পারে। টপ অর্ডারকে মূলত এক রেখে বাকিদের নিয়ে পদক্ষেপ ঠিকও আছে। তবে পরিকল্পনা রূপায়ণে সুনির্দিষ্ট ভাবনা থাকা উচিত। কেন এই পদক্ষেপ, তা নিয়ে স্বচ্ছতাও দরকার। নাহলে দলের মধ্যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হবে। একসময় তা দলের ক্ষতি করবে। পরিস্থিতি যাতে প্রতিকূল না হয়, বুঝেশুনে পা ফেলা উচিত।

জাহিরের মতে, কোচ যেই হোন ভারতীয় ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট রূপরেখা গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোচ খারাপ, কোন কোচ ভালো, সেই বিতর্ক অহেতুক। ব্যক্তিগত ভাবনা, পরিকল্পনা থাকলেও দলের স্বার্থই সবার আগে। অহেতুক পরীক্ষানিরীক্ষা আদপে দলের বাঁধনই আলগা করবে।

এদিকে, লোকেশ রাহুল ইস্যুতে গম্ভীরকে কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। ঋষভ পন্থকে বসিয়ে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানো হয়েছে প্রথম দুই ম্যাচে। তবে শ্রীকান্তের যুক্তি, পছন্দের পাঁচ নম্বরে খেলালে লাভবান হত দল। মানতে পারছেন না লোকেশের আগে অক্ষর প্যাটেলকে খেলানোর সিদ্ধান্তকে।

বিশ্বজয়ী প্রাক্তন তারকার অভিযোগ, 'শ্রেয়স আইয়ার ভালো ফর্মে রয়েছে। দলের জন্য যা ইতিবাচক। অক্ষর প্যাটেলও ৩০-৪০ করে দিচ্ছে। তবে লোকেশের সঙ্গে যা হচ্ছে তা সঠিক নয়। পরিসংখ্যান দেখুন, ৫ নম্বরেই নিজের সেরাটা দিয়েছে ও। টিম ম্যানেজমেন্ট কী ভাবছে জানি না। তবে লোকেশকে ৬-৭ নম্বরে খেলানো ভুল।'

হেডকোচের দিকে আঙুল তুলে শ্রীকান্তের তোপ, 'গম্ভীর তুমি কাজটা মোটেই ঠিক করছ না। পরিস্থিতি বুঝে অনেক সময় অক্ষরকে পাঁচে খেলানো যেতে পারে। কিন্তু তা কখনোই ধারাবাহিক স্ট্র্যাটেজি হতে পারে না। অক্ষরকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। প্রাপ্য সুযোগগুলি ও কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু রাহুলকে যেভাবে ব্যাটিং অর্ডারে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে ওর মনোবল ভাঙবে। ছয় নম্বরের বড় দাবিদার ঋষভও। ও খেলা মানে লোকেশ রিজার্ভ বেঞ্চে। যা ভুল পদক্ষেপ। সেরা পাঁচ ব্যাটারকে সবসময় খেলানো উচিত, যার মধ্যে অন্যতম লোকেশ।'

> গম্ভীর তুমি কাজটা মোটেই ঠিক করছ না। পরিস্থিতি বুঝে অনেক সময় অক্ষরকে পাঁচে খেলানো যেতে পারে। কিন্তু তা কখনোই ধারাবাহিক স্ট্র্যাটেজি হতে পারে না। অক্ষরকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। প্রাপ্য সুযোগগুলি ও কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু রাহুলকে যেভাবে ব্যাটিং অর্ডারে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে ওর মনোবল ভাঙবে।
>
> -কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

হরিয়ানার বিরুদ্ধে শতরানের পর আজিঙ্কা রাহানে। ছবি : ডি মণ্ডল

রাহানের শতরানে রনজি সেমিতে মুম্বই

মুম্বই-৩১৫ ও ৩৩৯
হরিয়ানা-৩০১ ও ২০১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এভাবেও ফিরে আসা যায়!

শুরুতে চাপে পড়ে যাওয়া। পরবর্তী সময়ে চাপ কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। যা মুম্বই ক্রিকেটের চিরন্তন।

হরিয়ানার বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে রনজি ট্রফি কোয়ার্টার ফাইনালেও ঠিক এভাবেই ১৫২ রানে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল মুম্বই। ব্যাট হাতে দ্বিতীয় ইনিংসে মায়াবী শতরানের পাশে দলকে দুর্দান্তভাবে নেতৃত্ব দিয়ে ইডেন ছাড়লেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে।

গতকালের ২৭৮/৪ থেকে শুরু করে আজ ম্যাচের চতুর্থ দিন সকালেই শতরান সেরে ফেলেন অধিনায়ক রাহানে (১০৮)। একইসঙ্গে বাড়তে থাকে মুম্বইয়ের স্কোরও। যদিও লোয়ার অর্ডারের আচমকা ছন্দপতনে মুম্বই ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২৫ রানে শেষ পাঁচ উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ৩৩৯ রানে শেষ হয় মুম্বই ইনিংস। ৩৫৪ রানের কঠিন লক্ষ্যের সামনে ব্যাট করতে নেমে রয়স্টন ডায়াস (৩৯/৫), শার্দূল ঠাকুরের (২৬/৩), পেস, গতি ও সুইংয়ের সামনে ভেঙে পড়ে হরিয়ানার ব্যাটিং। লক্ষ্য দালাল (৬৪) ও সুমিত কুমার (৬২) ছাড়া হরিয়ানার কোনও ব্যাটারই রান পাননি। শেষ পর্যন্ত ২০১ রানে অলআউট হয়ে ১৫২ রানে ম্যাচ হেরে এবারের মতো রনজি অভিযান শেষ করল হরিয়ানা।

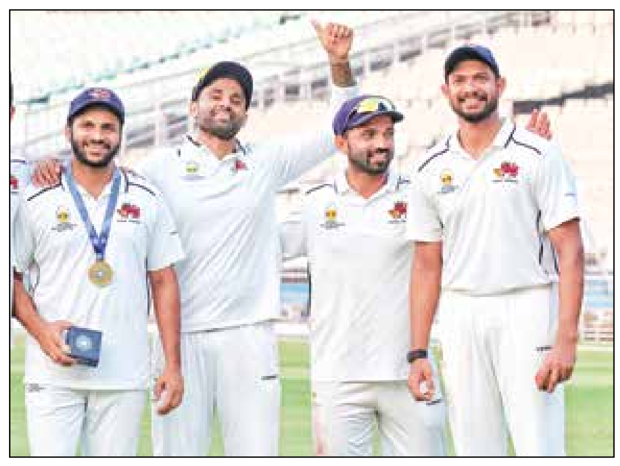

হরিয়ানার বিরুদ্ধে জয়ের পর শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সূর্যকুমার যাদব, আজিঙ্কা রাহানে, রয়স্টন ডায়াসের। ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

রাহানে মানেই ধ্রুপদি ব্যাটিং। ধৈর্য ও স্কিলের পরীক্ষা। আর সবশেষে সফলভাবে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এভাবেই ইডেনে হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে দলকে প্রতিযোগিতার শেষ চারে পৌঁছে দিলেন তিনি। হরিয়ানার দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে মুম্বইয়ের জয়ের পথ আরও মসৃণ করে দেওয়া জোরে বোলার ডায়াস বলছিলেন, 'মুম্বই ক্রিকেটের একটা আলাদা ঘরানা ও সংস্কৃতি রয়েছে। যার নির্যাস হল হার না মানা মনোভাব। এভাবেই আমরা আগেও সফল হয়েছি। এবারও সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলাম। যদিও পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

এখনও ক্রিকেট বাকি আমার মধ্যে : আজিঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : টাইগার অভি জিন্দা হ্যায়!

ভুখ এখনও রয়েছে। আমার ক্রিকেট নিয়ে প্যাশন শেষ হয়ে যায়নি। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এখনও আমার মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে।

২০২৩ সালের জুন মাসে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দুই ইনিংসেই রান করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে ৮৯। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬। পরে ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু রান পাননি। সেখানে পোর্ট অফ স্পেনে শেষ টেস্ট। তারপরই আচমকা বাদ। কিন্তু কেন? জবাব আজও জানেন না আজিঙ্কা রাহানে।

> ডব্লিউটিসি ফাইনালের দুই ইনিংসেই রান করেছিলাম। কিন্তু তারপরও কেন টেস্ট দল থেকে বাদ যাই, আজও জানি না। নির্বাচকরা বলতে পারবেন কেন এমন হয়েছিল।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

বরোদার বিরুদ্ধে ৯৮। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ৯৬। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সের হরিয়ানার বিরুদ্ধে ১০৮। চলতি রনজি ট্রফিতে নিয়মিতভাবে রান করে চলেছেন জিঙ্কস (রাহানের ডাকনাম)। সঙ্গে রয়েছে মুম্বইয়ের নেতৃত্বের দায়িত্বও। জোড়া দায়িত্ব দারুণভাবে উপভোগ করার পাশে দলকে রনজি ট্রফির সেমিফাইনালেও পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। আজ ইডেনে হরিয়ানা দখলের পর সন্ধ্যার দিকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নিজের মনের জানালা খুলে দিলেন রাহানে। বলে দিলেন, তিনি এখনও বিশ্বাস করেন ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ তাঁর রয়েছে। যদিও কবে, কীভাবে সেটা সম্ভব, জানেন না তিনি। কারণ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনার উপর তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। রাহানে শুধু পারেন পারফর্ম করতে। তাঁর কথায়, 'আমি এখনও ক্রিকেট উপভোগ করি। বিশ্বাস করি আমার মধ্যে ক্রিকেট এখনও বাকি রয়েছে।'

তাঁর মধ্যে ক্রিকেট বাকি থাকার পাশে প্যাশনও যে রয়েছে, জানিয়ে দিয়েছেন মুম্বই অধিনায়ক। তাঁর কথায়, 'ভুখ হোনা চাহিয়ে অন্দর মে। আর আমার মধ্যে সেই খিদেটা এখনও রয়েছে।' ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে রান করছেন। দলকে নেতৃত্বও দিচ্ছেন। বছর কয়েক আগে এভাবেই ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করে সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ভারতীয় দলে। ওভালে সেই ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া হেরে যায়। আর দুই ইনিংসে রান করার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে হাজির হওয়ার পরই ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোত থেকে হারিয়ে যান রাহানে। কেন? জবাবে জিঙ্কস বলছেন, 'ডব্লিউটিসি ফাইনালের দুই ইনিংসেই রান করেছিলাম। কিন্তু তারপরও কেন টেস্ট দল থেকে বাদ যাই, আজও জানি না। নির্বাচকরা বলতে পারবেন কেন এমন হয়েছিল।' ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী? রাহানের কথায়, 'আমার মধ্যে ক্রিকেটের প্যাশন এখনও রয়েছে। যতদিন থাকবে, খেলব। জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারেও আমি আশাবাদী। কিন্তু বাকি কোনও কিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।'

হরিয়ানাকে হারিয়ে মুম্বইকে রনজি সেমিফাইনালে তুলে দিয়ে রাতেই কলকাতা থেকে মুম্বই ফিরে গেলেন রাহানে। আপাতত দিন দুয়েক পরিবারের সঙ্গে কাটাবেন। তারপর ফিরবেন সেমিফাইনাল ম্যাচে। রনজিতে মুম্বইয়ের ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন, এক মাস পর রাহানেকে কলকাতায় ফিরতেই হবে। সৌজন্যে আইপিএল। রাহানে এবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্কোয়াডে। তাঁকে নাইটদের অধিনায়ক করা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। আপনি কি কেকেআরের অধিনায়ক হচ্ছেন? এমন অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনেও সাবলীল ডিফেন্স রাহানের। হাসতে হাসতে বলে দিলেন, 'আমি নেতৃত্ব উপভোগ করি। যদি আমায় দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আপনাদের কাছেই আগে খবর আসবে। আমার এই ব্যাপারে এখনও কিছু জানা নেই। সময় হলে এই ব্যাপারে কথা বলা যাবে।'

সেমিফাইনালে উঠে ফোটোসেশনে গুজরাট দল। রাজকোটে মঙ্গলবার।

শেষ চারে জায়গা গুজরাট, বিদর্ভের

রাজকোট ও নাগপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইনিংস ও ৯৮ রানে হার সৌরাষ্ট্রের। রাজকোটে দাপট দেখিয়ে রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে গুজরাট।

প্রথম ইনিংসে সৌরাষ্ট্রের ২১৬ রানের জবাবে ৫১১ রানে থামে গুজরাট। সৌজন্যে উর্ভিল প্যাটেল (১৪০) ও জয়মিত প্যাটেলের (১০৩) শতরান। এছাড়াও বড় রান পান মনন হিংগ্রাজিয়া (৮৩)। অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করেন রবি বিষ্ণোই (৪৫)। ৩১৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে সৌরাষ্ট্র। হার্ভিক দেশাই (৫৪) চেষ্টা করলেও গুজরাটের দুই পেসার প্রিয়জিৎ সিং জাদেজা (৩২/৪) ও আর্জান নাগাসওয়ালার (৫৪/৩) পেসের সামনে ব্যর্থ হন চেতেশ্বর পূজারা (২), অর্পিত ভাসাভাদা (১১), শেলডন জ্যাকসনরা (২৭)। নিটফল, সৌরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৭ রানে গুটিয়ে যায়। ফলে ইনিংস ও ৯৮ রানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে গুজরাট।

অবসর জ্যাকসনের

এদিকে, রনজি থেকে সৌরাষ্ট্রের বিদায়ের পরই বাইশ গজকে বিদায় জানালেন ৩৮ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার জ্যাকসন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে একশোর ওপর ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন সাত হাজারেরও বেশি। রয়েছে ২১টি শতরান। শেলডনের ব্যাটিং গড়ও বেশ নজরকাড়া। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে দুই মরশুম খেলেছেন তিনি।

রনজির অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে তামিলনাড়ুকে হারাল বিদর্ভ। বি সাই সুদর্শন, বিজয় শংকরদের বিরুদ্ধে করুণ নায়াররা জিতলেন ১৯৮ রানে। ৪০১ রান তাড়া করতে নেমে ২০২ রানে শেষ হয় তামিলনাড়ুর লড়াই। দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভের হয়ে তিনটি করে উইকেট ঝুলিতে পোরেন নচিকেত ভুটে ও হর্ষ দুবে। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর বনাম কেরলের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ গড়াল শেষ দিন পর্যন্ত। ৩৯৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণের দলটির স্কোর ২ উইকেটে ১০০ রান। জয়ের জন্য প্রয়োজন আরও ২৯৯ রান।

আজ বাংলা ক্রিকেটের রিভিউ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ক্রিকেট মরশুম আসে। অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হয়। আবার শেষও হয়ে যায়। সবশেষে পড়ে থাকে আফসোস ও হতাশা।

এভাবেই গত কয়েক বছর ধরে চলছে বাংলা ক্রিকেট। এবারের মরশুমেও সেই ব্যর্থতাই সঙ্গী বাংলা দলের। কিন্তু কেন এমন অবস্থা হচ্ছে বারবার? ছবিটা বদলানোর লক্ষ্যে আগামীকাল বেলার দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। যেখানে কেন সাদা ও লাল বলের ক্রিকেটে ব্যর্থ হল বাংলা, ঠিক কী কী সমস্যা ছিল- সবকিছু নিয়েই আলোচনা হবে বলে খবর। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস নিজে অবশ্য আগামীকালের রিভিউ বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আপাতত মন্তব্যে নারাজ। তাই আগামীকালের বৈঠকের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বাংলা ক্রিকেট মহল।

জিতল ইস্টবেঙ্গল, অপ্রতিরোধ্য বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : সিনিয়ার হোক বা বয়সভিত্তিক, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অপ্রতিরোধ্য। মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল সবুজ-মেরুনের ছোটরা। চার গোল রাজদীপ পালের। অন্যটি ঐশিক রায়চৌধুরীর। অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের অন্য ম্যাচে বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৩-২ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে ম্যাচের দুই অর্ধে দুইটি গোল সুরজিৎ মান্ডি ও রোমিত দাসের। ৮৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের জয়সূচক গোলটি প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী।

ভিত গড়ে স্ট্রিট ক্রিকেট : শচীন

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : গলি ক্রিকেট থেকে ব্যাট বা বল হাতে বিশ্ব শাসন। টেনিস বলে রাস্তায় ক্রিকেটই স্বপ্নপূরণের ভিত গড়ে দেয়। 'ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ' (আইএসপিএল)-এর এক অনুষ্ঠানে এভাবেই স্ট্রিট ক্রিকেটের অবদানের কথা তুলে ধরেন শচীন তেন্ডুলকার।

স্মৃতিচারণে মাস্টার ব্লাস্টার বলেছেন, 'স্ট্রিট ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আবেগ, বন্ধুত্ব, মজা। বেশির ভাগ ক্রিকেটারের শুরুটা হয় রাস্তায় টেনিস বলে খেলে। কেউ সরাসরি ক্লাস টেনে পা রাখে না। ধাপে ধাপে এগোতে হয়। ক্রিকেটেও ঠিক সেটাই। রাস্তায় টেনিস বল দিয়ে শুরু করেছিলাম আমিও।'

শচীনের বিখ্যাত টেকনিকের পিছনেও টেনিস বলের অবদান বিশাল। আধুনিক ডনের কথায়, 'আমরা ডিউস বলে খেলা শুরুর পরও বর্ষার সময় আচরেকার স্যর আমাদের টেনিস বলে নিয়মিত খেলাতেন। শিবাজি পার্কে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা ছিল। টেনিস বলে প্রচুর ম্যাচ খেলতাম। সারাবছরই প্র্যাকটিস চলত। স্যরের মন্ত্র ছিল- যে কোনও পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। আমাদের সফল হতে যা সাহায্য করেছে।'

টেনিস বলে অনুষ্ঠিত আইএসপিএল প্রসঙ্গে ১০০ আন্তর্জাতিক শতরানের মালিক আরও বলেছেন, '১০ ওভারের ম্যাচ। ব্যাটাররা চাইবে প্রতিটি বল মাঠের বাইরে পাঠাতে। তবে টেনিস বলে ভালো রিভার্স সুইং হয়। যার মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকবে ব্যাটারদের। থাকছে এক বলে ৯ রানের সুযোগ। নির্দিষ্ট দূরত্ব পার করলে এক ওভারে ৫৪ রানও সম্ভব! অর্থাৎ, ম্যাচ সবসময় ওপেন।'

আইএসপিএলের অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের উদ্দেশে গুরুমন্ত্র দিয়ে রাখলেন। শচীনের মতে, চাপমুক্ত হয়ে ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলো কিন্তু কেয়ারলেস ক্রিকেট নয়। প্রতিটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। সবাই দেখবে, আনন্দ নেবে। নিজেরাও উপভোগ করো। পাশাপাশি পরিবার-বন্ধুবান্ধবকে গর্বিত করার সুযোগ হাতছাড়া কোরো না।

ইডেনে কেকেআরের অনুশীলন শুরু ১১ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর ঠিক এক মাসের। তারপরই ক্রিকেটের নন্দনকাননে বেজে উঠবে করব, লড়ব, জিতব, রে-র রিংটোন। শুরু হয়ে যাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলন। আজ সন্ধ্যার দিকে সিএবি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১১ মার্চ থেকে ইডেনে অনুশীলন শুরু করতে চলেছে কেকেআর। শেষ আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দলের অনেক কিছু বদলেছে। শ্রেয়স আইয়ার কেকেআরে নেই। মেন্টর গৌতম গম্ভীর এখন কেকেআর ছেড়ে টিম ইন্ডিয়ার সংসারে। কিন্তু তারপরও শাহরুখ খানের দলকে নিয়ে রয়েছে সাফল্যের বিশাল প্রত্যাশা। যার প্রাথমিক পর্ব শুরু হচ্ছে ১১ মার্চ। ঠিক তার দশদিন পর ২১ মার্চ থেকে শুরু আইপিএল। প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ২১ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচ যে ইডেনে হচ্ছে এবং কেকেআর খেলবে সেই ম্যাচে, সবারই জানা। তাই ২১ মার্চের দশদিন আগে থেকেই ইডেনে শুরু হয়ে যাচ্ছে নাইটদের আইপিএল পক্ষ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সীমা** : তোমার জন্মদিনে রইল প্রাণভরা ভালোবাসা। ঠাকুরের শতকোটি আশীর্বাদ। - **বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ি ও লাল ঠাকুর।**

বিবাহবার্ষিকী

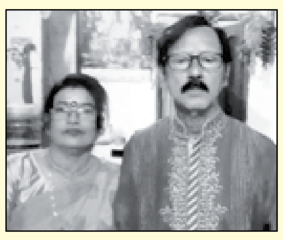

☺ **ধ্রুবজ্যোতি/সীমা দাস** (আনন্দপাড়া, জল) : ৫০তম করলে পার! হিপি ফুররে/তা থই থই, তাতা থই থই। গান/ব্যায়াম প্রতিদিন করে যাও। প্রণাম নিও। **সর্বাণী/প্রথম মিত্র, অন্তরা/মুসকান নন্দী, দেব, পরিবারবর্গ।**

সাউল ম্যাচ ফিট নয়, স্বীকারোক্তি কোচের

সতীর্থরা বোঝেই না, অভিযোগ দিয়ামান্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে এক হারেই লাল-হলুদ শিবিরের অন্দরের ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। একইসঙ্গে কার্লোস কোয়াদ্রাত জমানার শেষদিকে যেমন সবকিছু কোচের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, সেই ছায়াও দেখা যাচ্ছে খানিকটা।

এদিনের ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে গেলেই আঁচ করা সম্ভব অন্দরের পরিস্থিতি। রীতিমতো থমথমে এবং চুপচাপ গোটা শিবির। যেন মরশুম শেষ করার জন্যই অনুশীলন করতে নেমেছেন ফুটবলাররা। একটা ম্যাচ খেলেই ফের মাঠের ধারে সাউল ক্রেসপো। যে অস্কার ব্রুজোঁ আসতে আশায় বুক বাঁধেন সমর্থকরা, সেই কোচের মুখেও এদিন স্বীকারোক্তি, 'আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম সাউল ফিট হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওকে মাঠে নামিয়ে বুঝতে পারলাম এখনও ম্যাচ ফিটনেস আনতে ওকে খানিকটা সময় দিতে হবে।' তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু না বললেও অন্দরের খবর, রিচার্ড সেলিসের খেলার ধরনে সমর্থকরা তো বটেই দলের অন্দরেও ক্ষোভ রয়েছে। প্রথম ম্যাচে প্রশংসা পাওয়ার পর থেকেই সেলিসের মধ্যে গ্যালারি-শো করা এবং স্বার্থপর ফুটবল খেলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যা একেবারেই না পসন্দ এখন দলের কোচ থেকে সতীর্থ সকলেরই। ব্রুজোঁ চেষ্টা করছেন ব্রাজিলীয় এই উইং হাফের এই গ্যালারি-শোয়ের প্রবণতা কমাতে। তবে এতসবের মধ্যে আবার এদিন ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ওয়েবসাইটকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে আগুনে খানিকটা যেন ঘি ঢালার কাজই করেছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তিনি নাম না করে বর্তমান সতীর্থদের দিকেই তোপ দেগেছেন তাঁর গোল না পাওয়ার জন্য। গ্রিক স্ট্রাইকারের বক্তব্য, 'কেরালা ব্লাস্টার্সে দলের সতীর্থরা আমাকে খুব ভালো করে চিনত। আদ্রিয়ান লুনা ও অন্য ফুটবলাররা জানত ঠিক কোন জায়গায় আমি বল চাই। আমার মুভমেন্ট কী হবে। একেকটা সময়ে একে অপরের দিকে তাকাতামও না। এই বোঝাপড়াটা তৈরি করতে হয়।' কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে এসে যে তিনি সমস্যায় পড়েছেন সেটা জানাতে দ্বিধা করেননি, 'এখানে আমরা এখনও একে অপরকে জানার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ মাঝে মাঝে আমার মুভমেন্ট ওরা বুঝতে পারছে না। যে দুইজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও বোঝাপড়া ভালো ছিল সেই মাদিহ (তালাল) ও সাউল চোটের কবলে। বাকিরা ধীরে ধীরে বুঝছে। আমার একটাই বক্তব্য, ওরা (সতীর্থরা) সঠিক জায়গায় পাস দিক, আমি আছি গোল করবার জন্য।' তাঁর তোপ থেকে রেহাই পাননি সমর্থকরাও। দিয়ামান্তাকোসের মন্তব্য, 'প্রতি ম্যাচে সেরা ছন্দে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকেই এটা বোঝে না। যারা খারাপ কথা সামাজিক মাধ্যমে লেখে তাদের বেশিরভাগই সমর্থক। ওরা শুধু জিততে চায়। আর সেটা না পারলে অপমান করে। কেরালায় ওরা দল ও ফুটবলারদের রক্ষা করে।' তাঁর এই সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়া দলের মধ্যে কী এখন সেটাই দেখার।

> আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম সাউল ফিট হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওকে মাঠে নামিয়ে বুঝতে পারলাম এখনও ম্যাচ ফিটনেস আনতে ওকে খানিকটা সময় দিতে হবে।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

> প্রতি ম্যাচে সেরা ছন্দে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকেই এটা বোঝে না। যারা খারাপ কথা সামাজিক মাধ্যমে লেখে তাদের বেশিরভাগই সমর্থক। ওরা শুধু জিততে চায়। আর সেটা না পারলে অপমান করে। কেরালায় ওরা দল ও ফুটবলারদের রক্ষা করে।
>
> **দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস**

এদিনের অনুশীলনে নতুন আসা রাফায়েল মেসি বাউলি দলের সঙ্গে পুরো অনুশীলন করেন। তবে তাঁর মধ্যে একটু শরীরী ফুটবল খেলার প্রবণতা বেশি বলে লক্ষ্য করা গেল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে তাঁকেই হয়তো দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে স্ট্রাইকিং লাইনে রাখতে চলেছেন অস্কার। এদিন ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন নন্দকুমার শেখরও। এছাড়া হেক্টর ইউস্তে এলেও অনুশীলনে নামেননি।

নিজেদের মধ্যে ম্যাচ প্র্যাকটিসে বল দখলের লড়াইয়ে সৌভিক চক্রবর্তী ও মহম্মদ রাকিপ।

লাল-হলুদকে শুভেচ্ছা কোয়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল সুপার সিক্সে যাওয়ার সম্ভবনা কার্যত শেষ। তাই কোচ অস্কার ব্রুজোঁর লক্ষ্য, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। আগামী মাসে সেমিফাইনাল খেলতে নামবে তারা।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে ইস্টবেঙ্গলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চেন্নাইয়ান এফসি-র কোচ ওয়েন কোয়েল। তিনি বলেছেন, 'এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ইস্টবেঙ্গলকে শুভেচ্ছা জানাই। কারণ, তারা এই লিগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি এই লিগের ক্রীড়াসূচি দেখেছি। বেশ কঠিন প্রতিযোগিতা। আশা করছি এশীয় মঞ্চে ভারত ও আইএসএলকে ইস্টবেঙ্গল গর্বিত করবে।'

ফিরবেন চেরনিশভ? উত্তর অজানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : আগামী রবিবার নিয়মরক্ষার ডার্বি। ম্যাচটা মর্যাদা রক্ষারও। যেখানে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। তার আগে আন্দ্রেই চেরনিশভ কি আদৌ ফিরবেন? সাদা-কালো ব্রিগেডের কর্তা থেকে বিনিয়োগকারী সংস্থা, উত্তরটা সম্ভাবত সকলেরই অজানা।

চেরনিশভ মস্কোয় ফেরার দিনই ঘটা করে মহমেডান, শ্রাচী ও বাঙ্কারহিলের তরফে যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়। বলা হয়, ছুটি কাটাতে দেশে ফিরেছেন কোচ। ফিরবেন দিন দশেক পরই। তারপর প্রায় দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত। চেরনিশভের ভারতে ফেরার ব্যাপারে এখনও কোনও খবর নেই। মহমেডানের ক্লাব কর্তারা আগে থেকেই চাইছিলেন না রুশ কোচ ফিরুন। এবার সেই সুরেই গলা মেলালেন শ্রাচী কর্তা রাহুল টোডিও। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'চেরনিশভ আদৌ ফিরবেন কি না আমার জানা নেই। তাছাড়া মেহরাউদ্দিন ওয়াড়ু তো রয়েছেনই।' বাঙ্কারহিল কর্তারাও এব্যাপারে একপ্রকার মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এদিকে চেরনিশভের সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে কি সাদা-কালোয় তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস সত্যিই শেষ হল? এরই মাঝে খবর, মিরজালোল কাশিমভকে আরও দুই ম্যাচ নির্বাসিত করল আইএসএল কর্তৃপক্ষ।

তরুণের জয়

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বানারহাট তরুণ সংঘ ৩ উইকেটে জলপাইগুড়ি আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে আসাম মোড় ৩০ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৯ রান তোলে। অনুপম অধিকারী ৩০ রান করেন। কবীর হোসেন ১৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে তরুণ ২৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১২০ রান তুলে নেয়। কৃষ্ণকুমার যাদব ২৮ রান করেন। ধীরাজ রায় ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

জয়ী পুলপাড়

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : লেজেন্ড ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার পারোকাটা পুলপাড় স্পোর্টস ইউনিট ৪ উইকেটে হারিয়েছে কামাখ্যাগুড়ি যাযাবর স্পোর্টস ইউনিটকে। প্রথমে যাযাবর ৮ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। জবাবে পুলপাড় ৬ উইকেটে ১০০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রিঙ্কু মজুমদার।

শেষ ষোলোয় চোখ বায়ার্নের

সেল্টিক ম্যাচের প্রস্তুতিতে বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন।

গ্লাসগো, ১১ ফেব্রুয়ারি : সেল্টিক পার্ক থেকেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে পা বাড়িয়ে রাখতে মরিয়া বায়ার্ন মিউনিখ।

বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফ পর্বের ম্যাচে জার্মান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ সেল্টিক। খাতায়-কলমে বায়ার্নই এগিয়ে। তবে এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে মেইনজ, ফেনুর্দের মতো দলের কাছে হেরে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, দলের রক্ষণ নিয়েও সমস্যা বারবার সামনে এসেছে। একই সঙ্গে ভিনসেন্ট কোম্পানির দলে রক্ষণের সঙ্গে আক্রমণভাগের সামঞ্জস্যের অভাবও চোখে পড়েছে। যদিও জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথিউস বায়ার্নকে নিয়ে আশাবাদী। বলেছেন, 'সেল্টিকের বিরুদ্ধে বায়ার্নের কোনও বিপদ আমি দেখছি না। ওদেরই শেষ ষোলোয় খেলার সম্ভাবনা বেশি।'

সুস্থ হয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন সার্জ গ্যানাব্রি। বুধবার তাঁর মাঠে নামারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও আলফনসো ডেভিস, জোয়াও পালহিনহা ও ড্যানিয়েল পেরেজ সম্ভবত সেল্টিক ম্যাচে নেই। মঙ্গলবার চূড়ান্ত অনুশীলনেও এই তিন ফুটবলারকে দেখা যায়নি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ক্লাব ব্রাগ বনাম **আটালান্টা**
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

সেল্টিক বনাম **বায়ার্ন মিউনিখ**
মোনাকো বনাম **বেনফিকা**
ফেনুর্দ বনাম **এসি মিলান**

সময়: রাত ১.৩০ মিনিট

সম্প্রচার: সোনি টেন নেটওয়ার্কে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গেলেন বুমরাহ

বাদ যশস্বী, দলে বরুণ-হর্ষিত

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : আশঙ্কাই সত্যি হল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দল পাচ্ছে না এক নম্বর পেস অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহকে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শেষ টেস্ট সিডনিতে পাওয়া পিঠের চোটের কারণেই তিনি প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর পরিবর্তে জাতীয় নির্বাচকরা দুইটি ওডিআই খেলা হর্ষিত রানাকে বেছেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঘোষিত প্রাথমিক দল থেকে বাদ পড়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। পরিবর্তে দলে এসেছেন একটি মাত্র ওডিআইয়ে খেলা বরুণ চক্রবর্তী। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গিয়েছে, মূল স্কোয়াডের বদলে যশস্বীকে মহম্মদ সিরাজ ও শিবম দুবের সঙ্গে রিজার্ভ প্লেয়ারের তালিকায় রাখা হয়েছে। তাঁরা দলের সঙ্গে অবশ্য দুবাইয়ে যাবেন না। প্রয়োজন পড়লে তাঁদের ভারতীয় স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বুমরাহর চোটের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় বোর্ড গোপনীয়তা বজায় রেখেছিল। রবীন্দ্র জাদেজার মতো তাঁর দীর্ঘদিনের সতীর্থও বুমরাহর চোটের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানেন না বলে কটক ম্যাচের পর জানিয়েছিলেন। শোনা গিয়েছিল, বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ রজনীকান্ত শিভাঙ্গনম ও ফিজিও তুলসীরাম যুবরাজ রিহ্যাব করাচ্ছেন বুমরাহকে। চিকিৎসক নীতিন প্যাটেলও তাঁর চোটের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন।

সিডনিতে পাওয়া চোটেই ছিটকে গেলেন বুমরাহ।

পরিবর্তিত স্কোয়াড : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সামি, অর্শদীপ সিং, রবীন্দ্র জাদেজা ও বরুণ চক্রবর্তী।

মার্চে শিলংয়ে ভারত বনাম বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : মার্চে শিলংয়ে যে জোড়া ম্যাচ হতে চলেছে এই কথা আগেই দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এদিন সরকারিভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সেই খবরে শিলমোহর দিল। এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচ ভারত খেলবে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২৫ মার্চ ওই ম্যাচই হবে শিলংয়ে। শিলংয়ের জেএলএন স্টেডিয়ামে এটাই হবে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তার আগে ১৯ তারিখ ওই মাঠেই মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। দুইটি ম্যাচই সন্ধ্যা সাতটা থেকে শুরু। এই বাছাই পর্বে ভারত রয়েছে গ্রুপ সিতে। বাংলাদেশ ছাড়া বাকি দুই প্রতিপক্ষ হংকং ও সিঙ্গাপুর। প্রতিটি দলের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলা হবে। গ্রুপের সেরা দল সরাসরি এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করবে। প্রসঙ্গত, গত দুইবারই ভারত এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতার্জন করে।

জিমনাস্টিকসে ৩ পদক বাংলার

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার জাতীয় গেমসে ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্টিক অলরাউন্ড জিমনাস্টিকসে রুপো জিতেছেন বাংলার প্রণতি দাস। অ্যাক্রোবেটিক জিমনাস্টিকস ওমেন্স পেয়ারে রুপো এনেছেন প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ ও রিম্পা দেবনাথ। মহিলাদের টিম ট্রায়োতে স্নেহা দেবনাথ, সঙ্গীতা বিশ্বাস ও স্নেহা মণ্ডল রুপো পেয়েছেন।

সেমিফাইনালে অনির্বাণ-ঐহিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিসে টিম ইভেন্টের পর ব্যক্তিগত বিভাগেও এগিয়ে চলেছেন বাংলার প্রতিযোগীরা। মঙ্গলবার মিক্সড ডাবলসে অনির্বাণ ঘোষ-ঐহিকা মুখোপাধ্যায় সেমিফাইনালে উঠেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ৩-১ গেমে হারিয়েছেন তামিলনাড়ুর অ্যান্থনি অমলরাজ-ইয়াশিনিকে। সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন মৌমা দাস, ঐহিকা।

আল নাসেরে চুক্তি বাড়ছে রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কয়েকদিন আগেই চল্লিশে পা রেখেছেন তিনি। তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা চললেও এখনই ফুটবলকে বিদায় জানাচ্ছেন না পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বরং তাঁর ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে চলেছেন তিনি।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত আল নাসেরের হয়ে খেলবেন রোনাল্ডো। ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুই পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

গত বছরের অগাস্টে রোনাল্ডো বলেছিলেন, 'আরও দুই-তিন বছর আমি খেলতে চাই। আল নাসেরের হয়ে খেলা উপভোগ করছি।' আপাতত ফুটবল কেরিয়ারে মোট ৯২৫টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে ৭৫টি গোল দরকার। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি২০ ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। চোটের জায়গায় এখনও তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। আপাতত ছয়-সাত সপ্তাহ তাঁকে ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হবে।

ডায়মন্ড হারবারের হুঁশিয়ারি, সিদ্ধান্তে অনড় আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ১৩ ফেব্রুয়ারিই হবে কলকাতা লিগের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র দল না নামানোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় আইএফএ।

আগামী বৃহস্পতিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার। মঙ্গলবার আইএফএ-র তরফে এই খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়। যদিও ডায়মন্ড হারবার এফসি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ১৪ তারিখ ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ থাকায় আগেরদিন তাদের পক্ষে দল নামানো সম্ভব নয়। একই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও পরোক্ষে অভিযোগ করেছেন ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন আইএফএ-র প্রতি। যদিও আর ম্যাচের দিন পরিবর্তন করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত। সেক্ষেত্রে ডায়মন্ড দল না নামালে হয়তো ওয়াক ওভার পেতে পারে ইস্টবেঙ্গল। এদিকে, লিগ টেবিলের যা পরিস্থিতি তাতে ডায়মন্ডের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে লাল-হলুদ।

মালিকানা বদলাচ্ছে গুজরাট টাইটান্সের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ২০২২ সালের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা বদলাতে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমতির জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন করা হয়েছে। ছাড়পত্র মিললে বদল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

বর্তমানে গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম সিভিসি ক্যাপিটালের হাতে। বোর্ডের অনুমতি

ছাড়পত্রের অপেক্ষা ভারতীয় বোর্ডের

মিললে যা বদলে মালিকানা যাবে আহমেদাবাদস্থিত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা টোরেন্টের হাতে। সিভিসি-র তরফেই বোর্ডের কাছে পরিবর্তনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

গত ২ বছর ধরেই মালিকানা পরিবর্তনের খবর শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আইপিএল ফ্র্যাইঞ্চাইজি নিয়মে তিন বছরের লক-ইন পিরিয়ডের কারণে ২০২২ সালে মেগা লিগে পা রাখার গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা বদল সম্ভব হয়নি। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সালে লক-ইন পিরিয়ড কেটে যাওয়ায় বর্তমানে আইনের বাধা নেই। অপেক্ষা শুধু বোর্ডের সবুজ সংকেত।

সূত্রের খবর, ফ্র্যাঞ্চাইজির সিংহভাগ শেয়ারই কিনে নিচ্ছে টোরেন্ট। সিভিসি-র সঙ্গে কত টাকার চুক্তি হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও পক্ষ অবশ্য এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্তত ৬০ শতাংশ শেয়ার টোরেন্টের হাতে যাচ্ছে। ফলে টিমের যাবতীয় সিদ্ধান্ত, রূপরেখা তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করবে আহমেদাবাদের ফার্মা সংস্থাটি।

২০২২ সালে নতুন দুই দলের অন্তর্ভুক্তি করা হয়। তখনও দল কেনার জন্য দরপত্র জমা দেয় টোরেন্ট। ৪৬৫৩ কোটি টাকা দর দিলেও গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা সিভিসি পায় ৫৬২৫ কোটি টাকায়। দৌড়ে আদানি গোষ্ঠী থাকলেও দরপত্র (৫১০০ কোটি) কম হওয়ায়, তারাও ছিটকে যায়। আত্মপ্রকাশের বছরেই চ্যাম্পিয়ন হয় গুজরাট। ২০২৩ সালের লিগেও ফাইনালে পৌঁছোয়। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, গুজরাট টাইটান্সের ব্র্যান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৮ হাজার কোটির কাছাকাছি।

জিতল ফ্রেন্ডস

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ৩০ রানে রায়কতপাড়া ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে ফ্রেন্ডস ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫২ রান তোলে। সংখ্যায়ন রায় ৪৫ রান করেন। অঙ্কুর রায় ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রায়কতপাড়া ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২২ রানে আটকে যায়। তপোব্রত গুহ ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা সম্রাট বসু বিশ্বাস ৩০ রানে নেন ৪ উইকেট।

প্রথম সোহেল

বেলাকোবা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ৮৬তম আন্তঃস্কুল অ্যাথলেটিক্স, যোগাসন ও তিরন্দাজি মিটে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম হয়েছে মহম্মদ সোহেল ইসলাম। ফাইনালে সে ১.৬২ মিটার লাফিয়েছে। যার সুবাদে সোহেল রাজ্য ক্রীড়ায় খেলার ছাড়পত্র পেল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অগ্রগামী সংঘের দেবজ্যোতি ঘোষ।

জিতে শুরু অগ্রগামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের সুপার ফোর মঙ্গলবার শুরু হল। প্রথম ম্যাচে অগ্রগামী সংঘ ৬ উইকেটে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে হেরে বাঘা যতীন ৪৩ ওভারে ১৯৮ রানে অল আউট হয়। বসন্ত ছেত্রী ৬৮ রান করেন। বিজয় শর্মা ও মিথিলেশ দাস ৩৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ৩৬ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দেবজ্যোতি ঘোষ ৮৭ ও প্রতাপ ঘটক ৩৭ রান করেন। বুধবার বাঘা যতীনের মুখোমুখি হবে জিটিএসসি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন সোনারপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, সোনারপুর - এর একজন বাসিন্দা সুজিত নস্কর - কে

06.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95L 29305 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একজন সাধারণ মানুষের ভালো জীবন যাপনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হল অর্থ। ডিয়ার লটারি আমাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করেছে, যা একজন সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট। আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।